দুনিয়ার মজুর এক হও

শ্রেণীহীন সমাজের ইস্তাহার

শাহ্ আলম

প্রকাশনায়:
ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম
বাজার জগতপুর, পোষ্ট কোড-৩৫৬২
চাঁদপুর, বাংলাদেশ ।
ই-মেইল:
icwfreedom@gmail.com
icwfreedom@yahoo.com
ওয়েব-সাইট:
www.icwfreedom.org

মোবা: ০১৬-৭৫২১৬৪৮৬,০১৭২-০০৮৫৮৫৩,
০১৭১-৭৮৯৫৮৫৭, এবং ০১৮১-৯০৭৬৩৫৭ ।

প্রকাশকাল:
এপ্রিল-২০১০।

মুদ্রণে-
দি চিত্রা প্রিন্টার্স
২০, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫ ।

৫৬ টাকা।

ভূমিকা

কমিউনিষ্ট ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৮ সালে। ইস্তাহারটি শ্রেণীহীন সমাজের কেবল প্রাথমিকই নয়, কতিপয় প্রাসংগিক বিষয় ব্যতীত এটি ছিল মুলত পুঁজিবাদী সমাজের স্ববিরোধীতায় ইতিহাসের নিয়মে ও পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক পরিণতি স্বরূপ শ্রেণীহীন-সাম্যবাদী সমাজের অনিবার্যতা ও অবশ্যম্ভাবিতার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব -সূত্র সমেত শ্রেণীহীন সমাজের সাধারণ নীতিমালা সহ সামগ্রীকভাবে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ বিষয়ক মৌলিক নীতিগুচ্ছ বা সংবিধান। অত:পর, কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে ঘোষিত মৌল নীতিমালা অনুযায়ী করণীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতো বা ইস্তাহারের পরিপন্থী ও বৈরী ক্রিয়াকর্ম যদি না করতো- ২য় আন্তর্জাতিক, তবে এখন আবার নতুন করে শ্রেণীহীন সমাজের ইস্তাহার রচনার আবশ্যকতা দেখা দিত না।

নারী-পুরুষ বিভাজনে নয়, কেবলই মানুষ পরিচিতির মানুষ কর্তৃক আহরণকৃত-সংগৃহীত তবে আবশ্যকীয় জ্ঞানাভাবে প্রকৃতি জাত খাদ্য সংরক্ষণের অযোগ্যতা ও জীবন ধারণের উপযোগী মৌলিক উপকরণ উৎপন্নে অক্ষমতায় অপ্রতুল সামগ্রীর হেতুবাদে জীবিকার সংকট-মহাসংকটে পুন:পুন পতিত- নিপতিত হয়ে যবে মানুষ- মানুষকে জীবিকা করেছে তবে হতে কতিপয় মানুষ প্রথাগত মানবিক বোধ-বুদ্ধি হারিয়ে কেবলই অমানবিক তথা মানব ছুরতরূপী পরজীবী বা অমানুষ এবং অবশিষ্টরা পরজীবীদের পরজীবীতার খোরাক বা দাস পরিচয়ে পরিচিত হয়ে - শ্রেণী বিভক্ত সমাজ অর্থাৎ দাস ও প্রভু সম্পর্কাধীন দাসতান্ত্রিক সমাজ পত্তন ও অনুরূপ সমাজ রক্ষায় অমানুষ প্রভুরা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পত্তন করেছে। মানুষের শোষক-পীড়ক ও অত্যাচারী বলে অমানুষ- প্রভু অর্থাৎ রাজনীতিকদের পরজীবীতা নিশ্চিতকরণে কেবলই পরজীবীতার দুষ্ট বোধ-বুদ্ধি, মিথ্যাচার-জুয়াচুরি, প্রতারণা-জুচ্চোরি, জালিয়াতি-দুর্নীতি, জোর-জবরদস্তি, হিংসা-বিদ্বেষ এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও বর্বরতা ইত্যকার অসভ্যতা দ্বারা রাজনীতিকরাই প্রায় দুই লক্ষ বছরের শ্রেণীহীন সমাজের পতন ঘটিয়ে মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার বছরেরও কম সময় পুর্বে মিশরেই প্রথম পত্তন ও প্রতিষ্ঠা করেছিল মানব সমাজকে বিভক্ত ও বিভাজিতকরণের দাসতান্ত্রিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব।

ফারাও ডাইনেষ্টির কিংরাই বর্বরতার কিংশীপের স্থায়ীত্ব-কর্তৃত্ব অটুট ও অক্ষুন্নকরণে-অন্যদেরকে দাস ও নিজেদেরকে ডিভাইন রাইটহোল্ডার সাব্যস্তকরণে স্বার্থান্ধতা প্রসুত বানোয়াটি মুলে জগত ও জীবনের উদ্ভব-বিকাশ ও লয় সম্পর্কে অসত্য-মিথ্যা তথা জাগতিকতা বিরোধী পরলৌকিকতার মতবাদ অর্থাৎ মিথ তৈরী করে ।

অত:পর, জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও উপকরণের অভাব-অনটন ও অকুলানে আদিম সাম্যবাদী সমাজ বিনাশী কতিপয় চালাক-চতুর ও দুষ্ট ব্যক্তির কর্তৃত্ব -প্রভুত্ব বা শ্রেণী আধিক্যের নীতি কার্যকরণে অর্থাৎ পরজীবীতার অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলে - দুরভিসন্ধিমুলে মানুষকে প্রতারিত ও ঠকিয়ে মানুষেরই অধীনস্ত ও পরাধীন করার জঘন্য-বর্বর ক্রিয়া-কর্মাদি যেমন রাজনৈতিক কর্মকান্ড হিসাবে চিহ্নিত তেমন অনুরূপ কুকর্মাদির কৌশল-নীতিই রাজনীতি হিসাবে গণ্য। তাই-রাজনীতির ইতিহাস যেমন

দুস্কর্ম ও দুর্নীতির ইতিহাস তেমন ইতিহাসমূলেই প্রভুত্ব-দাসত্ব, পরজীবীতা ও রাজনীতি এবং প্রতারণা-জুচ্চোরী, ঠগবাজী ও দুর্নীতি সমবয়সী।

শুরুতে পশু খাদ্য ও পরবর্তীতে মনুষ্য খাদ্য উৎপন্নের হাতিয়ার হিসাবে ভূমিকে ব্যবহার করতে গিয়ে দাস বা ভূমি কর্ষকরা যখন কর্ষণযোগ্য ভূমিতেই স্থিতু হয়ে স্থায়ী বসতি পাতলো তখন ভূমির শৃংখলে -দাসত্বে বন্দী ও আবদ্ধ হল মানুষ। আর দাস, ভূমিদাস ও ভূমির মালিকানা ও প্রভুত্ব লাভালাভে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জনে প্রভুদের মধ্যে যেমন শুরু হল বিরোধ-বিবাদ ও যুদ্ধ তেমন ভূমি দখলকারী কেউ কেউ দাস প্রভুকে পরাজিত করে দখলীকৃত দাস সমেত অধীকৃত ভূমিতে স্বীয় প্রভুত্ব বা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। দাস-ভূমি দাস ও ভূমি দখল-বেদখলের বিরোধ-বৈরীতায় পরস্পরকে হত্যা-খুন ও আটক-বন্দী করার মাধ্যমে বিরোধীয় পক্ষের জয়-পরাজয় নির্ণয়ে স্বশস্ত্র ক্রিয়া-কর্মের দুস্কর্ম অর্থাৎ যুদ্ধই ইতিহাসে জন্ম দিল বীর-মহাবীরের। হত্যা-খুন, লুণ্ঠন বা অনুরূপ পৈচাশিকতায়, বর্বরতায়, নৃশংসতায়, নিষ্ঠুরতায় ও নির্মমতায় যে যতোবেশী পারংগম সে ততোবড় বীর গণ্যে উল্লেখিত বীর-মহাবীরদের বীরত্বের খেসারতে-রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উদ্ভবের আগেকার সর্বসাধারণের একক ধরিত্রী কেবলই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র গন্ডিতে ভাগ-বিভাগ ও বিভক্ত হয়ে কেবলই কতিপয় বীর-মহাবীরের তথা নৃপতি বা রাজার সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হলো।

অত:পর, স্বীয় রাজ্যের দখল বজায় ও পররাজ্য দখল ও লুণ্ঠনে রাজরাজাদেরই ঘোষিত নীতি অর্থাৎ বীর ভোগ্যা বসুন্ধরায় কেবলই দখল-বেদখল এবং দস্যুতা ও লুণ্ঠনের জন্য আবশ্যকীয় হত্যা-খুন, ধর্ষণ-অগ্নিসংযোগ সমেত যাবতীয় হিংস্রতা-জঘন্যতা ও বর্বরতার নিমিত্তে জন্ম নিল যেমন পেশাদার খুনি তথা সেনাবাহিনী তেমন অনুরূপ তাবৎ দুস্কর্মকে বিজয়ী বীর অর্থাৎ রাজার পক্ষে বৈধ ও জায়েজীকরণে এবং তদার্থে সাফাই দিতে রাজারাই জন্ম দিল রাজকীয় বিচার ব্যবস্থার। কালক্রমে বিচারিক বিধি বিধান সমেত বিচার বিভাগ ও সহযোগী পুলিশ বাহিনী ইত্যকার রাষ্ট্রিক উপাদান ইতিহাসে যুক্ত হল। অনুরূপ উপাদান সমেত রাজনীতিতে একক রাজার একচ্ছত্র মালিকানার পরিবর্তে দাস মালিকদের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃতিতে গ্রীসে প্রথম জন্ম নিল রাষ্ট্র।

ভূমি মালিকদের রাজনৈতিক স্বত্ব-স্বামীত্ব বা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দাসতন্ত্র ঠাঁই নিতে থাকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। তবে, শ্রেণীহীন অবস্থা হতে শ্রেণীবিভক্ত দাসতান্ত্রিক সমাজে উত্তীর্ণে -সমাজের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অপ্রতুলতা যেমন নিয়ামক শর্ত ছিল তেমন দাসতন্ত্র হতে ভূমি দাসত্বের সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবে নিয়ামক ভূমিকা নিয়েছিল স্বয়ং- ভূমি। সুতরাং- দাস সমাজ পরিবর্তন ও বিলোপে বীর বা প্রতারক নয় বরং ভূমি দাসত্বের উপযোগী সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাবেকী দাস তন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল উৎপাদনের নতুন উপকরণ -খোদ ভূমি।

সামন্ততন্ত্রের প্রয়োজনে চাষোপযোগী ও গৃহ নির্মাণ সহ গৃহ সামগ্রী এবং তাপানুকুল পোষাক-পরিচ্ছেদ তৈরীতে সামন্ততন্ত্রের গর্ভে জন্ম নিয়ে গিল্ড যখন নিজেই বিনিময়যোগ্য পণ্য উৎপাদন করে আধুনিক শিল্প-কারখানায় পরিণত হয়ে পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন ও আত্মসাতের পুঁজিবাদী উৎপাদন সংঘটন ও উৎপন্ন পণ্যের বিপনন বা বাজারজাতকরণে আবশ্যকীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সহ যোগাযোগ

ব্যবস্থার আধুনিকায়ন-উন্নয়ন সম্পন্নকরণে একদিকে যেমন ভূমিকে আদি চাষের উপকরণ হতে পণ্য উৎপাদনের অন্যতম উপকরণে পরিণত করেছে তেমন পণ্য উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় খোদ গিল্ডকর্তাদের অনেককে যেমন শ্রমশক্তি বিক্রেতায় পরিণত করেছে তেমন বিপুল সংখ্যক ভূমিদাসকেও ভূমিদাসত্ব হতে মুক্ত করে কেবলই উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নের একমাত্র উৎস অর্থাৎ শ্রমিক অর্থাৎ কেবলই মজুরি দাস তথা আধুনিক শিল্প শ্রমিকে পরিণত করেছে।

অন্যদিকে-অনুরূপ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার-বিকাশে প্রতিবন্ধক অজ্ঞ-হিংস্র ও অর্ধবর্বর ভূমিপতি-সামন্তদের আধিপত্য-কর্তৃত্ব বিলোপ করে পণ্য-পুঁজির উপযোগী ও উপযুক্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পর্কের পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে। অত:পর, নতুন শ্রেণীর পক্ষে তথা পুঁজিবাদের স্বার্থাধীন বিষয় হলেও কার্যত পুঁজিবাদী সমাজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা নিরপেক্ষ তবে ঐতিহাসিকভাবেই সামন্তবাদের গর্ভেই জন্ম নেওয়া পুঁজিবাদী উৎপাদন উপকরণেরই বিদ্রোহে। অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে সামন্ত সমাজের নির্মিত উৎপাদনের নতুন নতুন উপকরণ। অনুরূপ বিদ্রোহের - সাফল্যের নাম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

যতোবেশী পণ্য উৎপাদন ততোবেশী উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হয় বলে ততো বেশী পরিমান উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎমূলে ততোবেশী পরিমান পুঁজি উৎপন্ন বা গঠন-পুঞ্জিভূত বা সঞ্চিত হয়। সঞ্চিত পুঁজির সঞ্চালন ও পণ্যের পুনরুৎপাদন সংঘটনের মাধ্যমেই নতুন উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন ও আত্মসাতের সুযোগ হয় বলেই পণ্যের পুনরুৎপাদন ও পুঁজির সঞ্চালন নিশ্চিত করেই পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষা সহ পুঁজির পরিমান বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয় পুঁজিপতিশ্রেণী। অতএব, ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে কেবলই পুঁজির নিয়ম-নীতি ও নির্দেশে পুঁজির সঞ্চালন ও পণ্যের পুনরুৎপাদন সাধনের প্রক্রিয়ায় স্বল্প সময়ে অধিকতর পণ্য উৎপন্ন করে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সাশ্রয়ী দামে অধিকতর পণ্য সরবরাহ করে বেশী বেশী মাত্রায় উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের লোভে-লক্ষ্যে বাধ্য বটে পুঁজিপতিশ্রেণী বলেই পুঁজিবাদই সদা-সর্বদা নতুন নতুন উৎপাদনী উপকরণ তৈরী ও ব্যবহার করে।

ফলে- পুঁজিপতিশ্রেণীর ইচ্ছা-অনিচ্ছায় নয় বরং পুঁজিবাদী সমাজের সামাজিক নিয়মে সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন সামাজিক পুঁজি ও পুঁজিবাদী উৎপাদন উপকরণ স্বীয় ক্ষমতায় উৎপাদিত পণ্যের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়ে একদা বহুধা ভাগ-বিভাগে বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত বা স্বয়ং সম্পূর্ণ-স্বনির্ভর অর্থনীতির এমনকি পরস্পরের নিকট অজ্ঞাত সমগ্র বিশ্বকে অর্থাৎ নিউ ওর্য়াল্ড তথা আমেরিকাকে পুরাতন বিশ্বের সাথে সংযুক্ত করে এবং অর্ধ বর্বর এশিয়াটিক সোসাইটি ভেংগে চুরমার করে সমগ্র দুনিয়াকে পুঁজি ও পণ্যের উপযোগী তথা পুঁজির ধাঁচেই গড়ে নিয়ে সমগ্র দুনিয়াকে পুঁজি-পণ্যের জালে আবদ্ধ করে দুনিয়ার একাংশকে অপরাংশের উপর নির্ভরশীল করে তথা বহুপাক্ষিক সম্পর্ক ও বহুমুখীন নির্ভরশীলতার মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়াকে সমগ্র দুনিয়ার উপর নির্ভরশীল করে সাবেকী স্বয়ং সম্পন্ন অর্থনীতির পুনরাগমনের পথ চিরতরে বন্ধ করে কার্যত সমগ্র দুনিয়ার সকলকে পুঁজিপতিশ্রেণী ও পুঁজিবাদের অধীনে-কর্তৃত্বে নিয়ে এসে অতিতের নানান পেশা ও শ্রেণীকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে কেবলমাত্র পুঁজিপতিশ্রেণীর একাধিপত্য নিশ্চিত করে যেমন কেবলমাত্র পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রভুত্ব ও

কর্তৃত্ব তেমন পুঁজি উৎপন্নকারী শ্রমিকশ্রেণীর কেবল অস্তিত্বই নয় বরং মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নকারী হিসাবে যেমন পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতায় কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা ও কার্যকরতা এবং অপরিহার্যতা নিশ্চিত করেছে তেমন পুঁজিপতিশ্রেণীর বিনাশ-বিলোপে শ্রমিকশ্রেণীর সক্ষমতা, যোগ্যতা ও উপযুক্ততাও নিশ্চিত করেছে। কারণ-মূল্য উৎপন্নকারী শ্রমিকশ্রেণীহীন পুঁজিপতি একদম জিরো বা শূন্য এবং বিপরীতে পুঁজিপতিশ্রেণীহীন শ্রমিক শ্রেণী সমাজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপন্ন ও উৎপাদিত সামগ্রী বন্টন এবং তদার্থে সামাজিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন ও সমন্বয়ে উপযুক্ত-যোগ্য ও সক্ষম। তৎসত্ত্বেও, পুঁজিবাদী সমাজের প্রভু বা অধিপতি হিসাবে পুঁজিপতিশ্রেণী তাঁদের অধীনস্ত শ্রমিক তথা মজুরি দাসকে মানবিক যন্ত্র বৈ মানুষ হিসাবেই গণ্য করে না ।

প্রাচীন এবং বিশ্বের সর্ববৃহৎ সামন্ততান্ত্রিক রোমান সাম্রাজ্যের ইটালীতে মাত্র ১৩০০সালে জন্ম নিলেও মূলত হল্যান্ডে বিকশিত হয়েও কার্যত শিল্পের আদি ভূমি ইংলন্ডেই পুঁজি ও পুঁজিবাদ পুষ্ট-বিকশিত ও পরিপক্ক হয়ে সমগ্র দুনিয়ায় ইংলন্ডের কর্তৃত্ব-আধিপত্য নিশ্চিত করলেও কার্যত মোটাদাগে পশ্চিম ইউরোপই পুঁজি বিকাশের কেন্দ্রস্থল। পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালনের মাধ্যমে পুঁজির সঞ্চয়ন, সঞ্চালন ও প্রসারতায় পুঁজি যেমন সমগ্র দুনিয়াকে জয় করে সমগ্র বিশ্বকে পুঁজিপতিশ্রেণীর অধীনস্ত করেছে বলে পুঁজির ঐতিহাসিক নিয়মেই পুঁজিপতিশ্রেণী যেমন হয়েছে আন্তর্জাতিক তেমন উৎপাদনের মালিকানাহীন শ্রমিকশ্রেণীও স্বজাতি-স্বদেশ হারিয়ে কেবলমাত্র শ্রম শক্তির বিক্রেতা হিসাবে শ্রম শক্তির ক্রেতা পুঁজিপতিশ্রেণীর অধীনস্ত হলেও বৈরীপক্ষ হিসাবে আর্ভিভূত হয়ে সমগ্র দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী কেবলই শ্রম শক্তি বিক্রেতা ও উৎদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নকারী হিসাবে পুঁজিবাদের সহিত বৈরীতা-বিরোধীতায় ও শত্রুতায় নিপতিত হয়েছে হেতু পুঁজিপতিশ্রেণীর মতোই শ্রমিকশ্রেণীও হয়েছে কেবলই আন্তর্জাতিক বা বৈশ্বিক ।

অত:পর, কেবলই অধিকতর উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নের হেতুবাদে কেবলই অধিকতর উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ নিশ্চিতিতে- অপরিকল্পিত ও নৈরাজ্যিক উৎপাদনী ব্যবস্থার স্বার্থান্ধ পুঁজিবাদ প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন বা আধুনিকতর উৎপাদন উপকরণের সক্ষমতায় অতিরিক্ত পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করে তা, বিপনন-বিক্রি সংকটে নিপতিত হয়ে প্রথম চোটেই শ্রমিকের মজুরি হ্রাস, মজুরি প্রদানে অনিয়ম এবং শেষত মজুতকৃত পণ্যভারে ভারগ্রস্ত-সংকটাপন্ন বা রুগ্ন শিল্প-কারখানা বন্ধ বা কারখানার উৎপাদন হ্রাস করে একদিকে যেমন আধুনিক উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনী ক্ষমতা ব্যবহারে ব্যর্থ হয় তেমন চাকুরীচ্যুত শ্রমিকদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস এবং ব্যাংক পুঁজিও বিনিয়োগ সংকটে পতিত হওয়ায় সামগ্রীকভাবে পণ্যের যেমন চাহিদা হ্রাস পায় তেমন পণ্য সহ ব্যাংক পুঁজির মজুত বাড়তে থাকে বলেই ক্রমবর্ধিত সংকট হতে রেহাই পেতে শেষত পুঁজিপতিদের আন্ত প্রতিযেগিতার আদি শ্রেণী চরিত্র বিসর্জন দিয়ে উৎপাদন ও বিপনন বিষয়ে সমঝোতামূলক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সামগ্রীকভাবে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে- উৎপাদন উপকরণের ক্ষমতা হ্রাস সহ অনুরূপ নানান বিহীতাদি সম্পাদন করে পুঁজিবাদ নিজেই নিজের আরো বহুমুখি সমস্যা-সংকটের রাস্তাই প্রসারিত করে।

পুঁজিবাদের সৃষ্ট উৎপাদন উপকরণের যথার্থ ব্যবহার করা হলেই চাহিদার তুলনায় বেশী পণ্য উৎপাদিত হয়। ফলে- অতি উৎপাদনের সংকট বা মন্দায় নিমজ্জিত হয়ে পুঁজিবাদ-

মন্দাক্রান্ত শ্রমিকশ্রেণীকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করার মাধ্যমে পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রাম করতে বাধ্য করে তেমন পুঁজিবাদী উৎপাদন উপকরণের যথার্থ ব্যবহার করতে অক্ষম হয়ে শিল্প-কারখানা ও ব্যাংক বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বন্ধ করে বহু পুঁজিপতিও দেওলিয়া হয় বা ব্যক্তিমালিকানা হারিয়ে শ্রমিকশ্রেণীতে নিপতিত হয় বলে পুঁজিবাদের সংকটে কার্যত পুঁজিবাদই বিধস্ত-ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হয়।

অত:পর, স্বীয় সৃষ্ট উৎপাদন উপকরণের পরিপূর্ণ উৎপাদনী ক্ষমতা ব্যবহারে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও পুঁজিবাদ কেবলই উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের শর্তে পুজির সঞ্চালন ও পণ্যের পুনরুৎপাদনে অন্ধ-অসহায়ের মতোই একান্ত বাধ্য হয়ে একদিকে যেমন নতুন নতুন উৎপাদন উপকরণ তৈরী করে অন্যদিকে চাহিদার অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন করে চক্রাকারে পুন:পুন মন্দার চক্রে নিপতিত ও আবর্তিত পুঁজিবাদ-ব্যক্তিমালিকানাধীন অথচ ক্ষমতা-যোগ্যতায় সামাজিক চরিত্র সম্পন্ন আধুনিক উৎপাদন উপকরণের নিকট হেরে গিয়ে উৎপাদনী উপকরণের সামাজিক চরিত্র ও চাহিদা মতো যতোবারই সামাজিক চুক্তি করে ততোবারই পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পর্ককে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত -অকার্যকর ও অপ্রয়োজনীয় এবং অনাবশ্যক করে তোলে তেমন বিজয়ী হতে থাকে উৎপাদনী উপকরণের উৎপাদনী ক্ষমতা -যোগ্যতা ব্যবহারে অক্ষম-অযোগ্য পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানা হরণ-ক্ষুন্নকারী খোদ পুঁজিবাদী উৎপাদন উপকরণই।

পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালন ছাড়া পুঁজির প্রসারতো নয়ই অস্তিত্বও রক্ষা করা সম্ভব নয়। আবার উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনী ক্ষমতা ব্যবহার করতে গিয়েই বার বার সংকটাপন্ন হয়েও পুঁজিবাদ নতুন নতুন উৎপাদন উপকরণ আবিস্কার ও ব্যবহার করে থাকে শুধু নয় বরং তদার্থে বাধ্য । আর অনুরূপ নতুন উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনী ক্ষমতা কাজে লাগাতে বার বার ব্যর্থ হয় বিধায় প্রকৃত পক্ষে উৎপাদনী উপকরণ ব্যবহারের অযোগ্যতা ও অক্ষমতায় পুন:পুন সংকটে পতিত হয় হেতু পুঁজিবাদী সংকট বা মন্দা মানে পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী উৎপাদন উপকরণের বিদ্রোহ অর্থাৎ সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন উৎপাদনী উপকরণের সামাজিক চরিত্র মতো বার-বারই সামাজিক চুক্তিতে উপনীত হতে বাধ্য হয় বলে পুঁজিবাদী পুন:পুন সংকট বা মন্দা মানে পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী উৎপাদন উপকরণেরই পুন:পুন বিদ্রোহ।

আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে খুব সংগত ও যুক্তিসংগত কারণেই শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদনী উপকরণের এরূপ বিদ্রোহে যোগদান করে যা - চূড়ান্ত অর্থে পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়। ফলে- ত্রিভূজের তিন বাহুর যেকোন দুই বাহুর যোগফল যেমন তৃতীয় বাহু অপেক্ষা দীর্ঘতর হয় তেমন পুঁজিবাদেরই সৃষ্ট দুই বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে পরাজিত হয় পুঁজিপতিশ্রেণী ও পুঁজিবাদ। তবে-চূড়ান্ত পরাজয় না হওয়াতক পুঁজিবাদই বহু পুঁজিপতিকে উৎপাদন উপকরণের মালিকানাহীনে পরিণত করে ব্যক্তিমালিকানা রক্ষায় অক্ষম পুঁজিপতিকে শ্রমিকশ্রেণীতে নিপতিত করে বিধায় কার্যত পুঁজিবাদ নিজেই ব্যক্তিগত মালিকানার বিনাশ সাধন করছে অর্থাৎ কার্ল মার্কস কর্তৃক সূত্রায়িত " নিরাকরণের নিরাকরণ" নিয়মে পুঁজিবাদী সমাজের ব্যক্তিমালিকানার নিরাকরণ সম্পন্ন করে সামাজিক পুঁজি নিজেই পুঁজিবাদী উৎপাদন উপকরণের সামাজিক মালিকানা তথা শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্যের সাধারণ মালিকানার

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরজীবীতা ও রাজনীতি এবং রাজনীতির প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত সেনা-পুলিশ সমেত সকল পরজীবী গোষ্ঠীর বিলোপ-বিনাশ করে-শ্রমকে শ্রেণী বিশেষের ধর্ম হতে মুক্তি দিয়ে সমাজের সকলের ধর্মে পরিণত করে খোদ শ্রমিকশ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটিয়ে শ্রেণীহীন-সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠাই পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক নিয়তি ও মানবজাতির ভবিতব্য।

পুঁজিবাদী সমাজ যতোই সংকটে পড়ুক যতোক্ষণ না পুঁজিবাদী সমাজকে রি-প্লেস করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত সামাজিক যোগ্যতা-ক্ষমতা অর্জন না করবে শ্রমিকশ্রেণী ততোক্ষণ পুঁজিবাদ মরে মরে করেও বেঁচে যাবে । অত:পর, পুঁজিবাদের কবর খননকারী শ্রমিকশ্রেণীর অনুরূপ যোগ্যতা-ক্ষমতার সামাজিক শর্ত -শ্রেণী স্বার্থবোধ বা শ্রেণী চৈতন্য অর্জন এবং শ্রেণী স্বার্থোদ্ধারে শ্রেণী চৈতন্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক ঐক্য-সংহতি ও সংগঠন ।

অনুরূপ শর্ত পূরণে প্রয়োজনীয় মৌল নীতি- " দুনিয়ার মজুর এক হও" নির্ণয় পূর্বক এতদ্বিষয়ক উপযুক্ত ঐতিহাসিক নিয়ম অর্থাৎ "শ্রেণী সংগ্রাম" এবং পুঁজির গোপন রহস্য "উদ্বৃত্ত-মূল্য"- এই তত্ত্বদ্বয় মূলে পুঁজিবাদ সমেত মানব ইতিহাস বিকাশের তথ্য-তত্ত্ব, সূত্র ও নীতিমালা এবং বুর্জোয়া সমাজ বিলোপে শ্রমিকশ্রেণীর করণীয় অর্থাৎ স্বদেশ-স্বজাতি হারা শ্রমিক যে, যেখানে আছে সেখানেই সেখানকার বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করবে যা-আকৃতিতে জাতীয় হলেও কার্যত ও প্রকৃতই আন্তর্জাতিক। কারণ-পুঁজিবাদ যেহেতু কোন জাতীয় বা স্থানীয় বিষয় নয় সেহেতু স্থানীয় বা জাতীয় চৌহদ্দিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলেই "শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির অন্যতম প্রধান শর্তই হল মিলিত প্রচেষ্টা, অন্তত অগ্রণী সভ্য দেশগুলোর মিলিত প্রচেষ্টা" হেতু সমাজতন্ত্র কেবলই একটি সমাজ বৈ রাষ্ট্র নয় বা তদার্থে রাজনৈতিক বিষয়ও নয়, তাই উত্তরাধিকার সমেত ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ অর্থাৎ মজুরি দাসত্বের অবসান হেতু উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ-সুবিধাহীন সমাজ বলেই "কমিউনিজম চিরন্তন সত্যকেই উড়িয়ে দেয়" এবং সাবেকী "সব নৈতিকতাকে উচ্ছেদ করে; তাই তা ইতিহাসের সকল অতীত অভিজ্ঞতার পরিপন্থী।" রূপ তাত্ত্বিক বক্তব্য সমেত তদমর্মে প্রয়োজনীয় মৌল নির্দেশনা ও মৌলিক নীতিগুচ্ছ যথোপযুক্ত ও যথার্থভাবেই বিবৃত-ব্যাখ্যাত হয়েছে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে।

প্রথম আদেশেই স্থায়ী সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করে সাবেকী রাষ্টকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে শ্রেণী বিভাজনের সমাজকে দুরীকরণ ও নির্মূলীকরণে- সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক রূপ আবিস্কার করে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সাধনে কমিউনের কার্য নির্বাহে বিভিন্ন দেশের ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে প্যারী কমিউনের আন্তর্জাতিক রূপ-চরিত্র নিশ্চিত করে শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে বিশ্ব পুঁজিবাদের বৈশ্বিক স্বার্থে নিজেদের মধ্যকার বিবাদ - বিসম্বাদ ভুলে-বিসর্জন দিয়ে দীর্ঘদিনের যুদ্ধে বিজয়ী জার্মানী তারই নিকট পরাজিত ফান্সের সহিত জোটবদ্ধ হয়ে মুলত জার্মান কমান্ডে যৌথভাবে হামলা-আক্রমণ ও নৃশংস হত্যাকান্ড চালিয়ে পরাজিত করেছিল প্যারী কমিউনকে। পরবর্তীতে ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ভয়ানক নির্মম দমন নীতির মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও ধ্বংস করেছিল শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির অগ্রদুত-**শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিকে**। অত:পর, বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর

যথার্থ –কার্যকর ঐক্য–সংহতি তখনো গড়ে উঠেনি বলে পরাজিত হয়েও প্যারী কমিউন –কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের প্রায়োগিক সত্যতা নিশ্চিত করেছিল।

পুঁজির মন্দায় শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদের অবসানে লড়াই করে সমাজতন্ত্র কায়েম করবে এবং অনুরূপ লড়াই–সংগ্রাম সংঘটন–সমন্বয় ও বিকশিত করবে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগঠন। ফলে–বিশ্বের বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই কার্যত একটি বিশ্ব যুদ্ধে পরিণত হয়ে পশ্চিম ইউরোপেই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটবে–এমন তত্ত্ব –সূত্র পুঁজির নিয়ম–নীতি ও গতি–প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে প্রণয়ন করেছেন ইস্তাহার রচয়িতারা।

কিন্তু, এ্যাংগেলসের মৃত্যুর পরের বছর ১৮৯৬ সালে ২য় আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত নিল– "জাতীয় আন্ত নিয়ন্ত্রণ অধিকার" প্রতিষ্ঠায়। অর্থাৎ মন্দার জন্য দায়ী–দোষী পুঁজিবাদকে দোষী না করে শ্রমিকশ্রেণীর দুর্দশা মোচনে শ্রমিকশ্রেণীকে বিদেশী পীড়ক বুর্জোয়া জাতির বিরুদ্ধে দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বপক্ষে যুদ্ধ বা লড়াই–সংগ্রাম করার ফতোয়ামুলে– শ্রমিকশ্রেণীর –শ্রেণী দায়িত্ব ও শ্রেণী কর্তব্য –করণীয় সম্পাদনের পরিবর্তে শ্রমিকশ্রেণীকে নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী তথা শোষক শ্রেণীকে সহযোগীতা করার নীতি গ্রহণ ও সে মতে নির্দেশনা দিয়ে কার্যত শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থ যেমন বিসর্জন দেওয়া হয়েছে তেমন শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থের ও মুক্তির প্রধানতম শর্ত আন্তর্জাতিকতাকে অস্বীকার– অকার্যকর করে প্রকৃতই শ্রমিকশ্রেণীর সাথে বেঈমানি–বিশ্বাসঘাতকতা করে ২য় আন্ত র্জাতিকের নীতিবাগিস ভন্ড–বজ্জাত নেতারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারিত করে কৌশলে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী চৈতন্য হরণ–ক্ষুন্নে যাবতীয় ষড়যন্ত্র–চক্রান্ত করেছিল আসন্ন সংকটাপন্ন বিশ্ব পুঁজিবাদের পক্ষে–স্বার্থে ।

তারই ধারাবাহিকতায় ১ম বিশ্বযুদ্ধে ২য় আন্তর্জাতিকের অংশীদার দলগুলো নিজ নিজ দেশের সরকারের পক্ষ নিয়ে স্ব–স্ব সরকারের শত্রপক্ষ দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সমর্থন– সহযোগিতা করে প্রত্যেক দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে তার নিজ শত্রুশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করার বিপরীতে নিজ অংশ–অংগ ও মিত্র অর্থাৎ অপর দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে তদমর্মে কৃত্রিমভাবে শত্রুগণ্যে ও বিবেচনায় হত্যা–খুনে নিয়োজিত করে একদিকে যেমন ২য় আন্ত র্জাতিককে বিলোপ–বিলুপ্ত করেছে অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক ঐক্য–সংহতির বোধ–বুদ্ধি তথা আন্তর্জাতিকতাবাদকে কেবল অস্বীকার ও অকার্যকরই নয় বরং অনুরূপ বোধ–বুদ্ধি গড়ে উঠার ক্ষেত্রেও মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা তৈরী করেছে।

তাছাড়া– শ্রমিকশ্রেণীর যাবতীয় দু:খ–দুর্দশার জন্য দায়ী–দোষী এবং জন্মসূত্রেই পরস্পর পরস্পরের শত্রু হওয়ায় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিলোপ না হওয়া পর্যন্ত বুর্জায়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে নিরন্তর– ধারাবাহিক লড়াই করার বিপরীতে সহযোগিতা করার অনুরূপ ক্ষতিকর নীতি গ্রহণ ও কার্যকর করার কারণে শ্রমিকশ্রেণী সত্যি সত্যি নিজের শ্রেণী স্বার্থ স্থগিত রেখে স্বীয় শ্রেণী চৈতন্য হারিয়ে নিজ শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা ও করণীয় ভুলেছে হেতু কমিউনিষ্ট ইস্তাহার ও সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের সোর্স ও ধারক–বাহক শ্রমিকশ্রেণী হয়ে পড়েছিল কেবলই কমিউনিষ্ট নীতি বিরোধী ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা–চেতনার অধিকারী। যা– শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির পরিপন্থীতো বটেই উপরন্ত শ্রমিকশ্রেণীর জন্য চরম ক্ষতিকর।

২য় আন্তর্জাতিক অনুরূপ ক্ষতিকর নীতি গ্রহণ না করে যদি ইস্তাহার মতো নিজ দায়িত্ব পালন করতো তবে ১৯০০ সালের মহামন্দার প্রেক্ষিতে সংঘটিত ১ম বিশ্ব যুদ্ধ নয়, বরং বিশ্বযুদ্ধ হতো বটে সংকটগ্রস্ত বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর এবং সেই যুদ্ধের পরিণতিতে বুর্জোয়াশ্রেণী সহ বুর্জোয়াদের রক্ষক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা অর্থাৎ সমরাস্ত্র সমেত সেনা-পুলিশ বাহিনী, বিচার বিভাগসহ নির্বাহী ও আইন সভা এবং রাজনৈতিক দল সহ পরজীবীতার সকল পেশা এখন খুঁজতে হতো ইতিহাসের যাদুঘরে।

কিন্তু, ২য় আন্তর্জাতিকের নেতাদের ধূর্তামি ও ভন্ডামিতে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করে পুঁজিবাদ সাময়িকভাবে টিকে থাকলেও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা-কর্তৃত্ব হানি-ক্ষুন্ন করে কার্যত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক অকার্যকরতা ও অক্ষমতা প্রমাণ ও নিশ্চিত করা সহ রাষ্ট্রের মৃতবৎ অবস্থার স্বীকৃতিসমেত রাষ্ট্র বিলুপ্তির বা রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পরিণতি তথা রাষ্ট্রহীন-শ্রেণীহীন সমাজের আবশ্যকতা ও অনিবার্যতাকে নিশ্চিত করে কার্যত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্যক স্বীকৃতিতে-ভার্সাই চুক্তিমুলে লীগ অব ন্যাশন্স গঠনের মতো ইতিহাসে সর্ব বৃহৎ সামাজিক চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হয়ে খোদ রাষ্ট্রের মৃত্যু পরোয়ানায় সহি-স্বাক্ষর করেছে স্বয়ং মরণাপন্ন পুঁজিবাদ।

জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবক ও মরণাপন্ন পুঁজিবাদের রক্ষক রুশ মার্কসবাদী লেনিন-২য় আন্তর্জাতিকের উল্লেখিত ক্ষতিকর তত্ত্বের অনুসারী হিসাবে এবং অভ্যুত্থান বিষয়ে নিজের বক্তব্যকেই অস্বীকার করে কেবলই জারের সেনা বাহিনীর কতিপয় ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে প্রকৃতই ষড়যন্ত্রমুলকভাবে রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে সেনা-পুলিশ সহ জারের দুর্নীতিবাজ আমলাচক্রকে ঘুষ-বকশিস বা খোদ লেনিনের ভাষ্যে " সেলামি" দিয়ে জারের চেয়েও স্বৈরতান্ত্রিক -স্বেচ্ছাচারী এমনকি লেনিনেরই প্রণীত সংবিধানে স্বয়ং লেনিনের দখলীকৃত পদটি বর্ণিত-বিবৃত না করেই লেনিনেরই সর্বময় ও সর্বাত্মক এবং একক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রিয় মনোপলিতে শ্রমিকশ্রেণীকে রাষ্ট্রের মজুরিভোগী দাসে পরিণত করে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন ও তা আত্মসাতের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে অনুরূপ রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাকে প্রতারণা ও জালিয়াতিমুলে মার্কসবাদের মোড়কে লেনিনবাদী সমাজতন্ত্র হিসাবে দুনিয়াময় প্রচার করে লেনিন ও লেনিনবাদী মোড়লরা।

অত:পর, কমিউনিষ্ট দাবীতে অথচ কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের মৌলনীতির বিরুদ্ধে বা সমাজতন্ত্রের আলখাল্লা পরে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে কৌশলে অস্বীকার ও অকার্যকরতায় এবং শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষভুক্ত দাবীতে কার্যত শ্রমিকশ্রেণীর বিপক্ষে তথা পুঁজিপতিশ্রেণীর পক্ষে লেনিনের ভুয়া তত্ত্ব অর্থাৎ বানোয়াটি মার্কসবাদের বানোয়াটি সংযোজনী বিধায় **লেনিনবাদ হচ্ছে-সাম্যবাদের ভিত্তি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিকৃতি ও দুষণ হেতু মরণাপন্ন পুঁজিবাদ সমেত মৃতবৎ রাষ্ট্রের সেবক-রক্ষক।**

লেনিনের সুবিধাভোগী পুঁজিবাদীরা জানতো যে, লেনিনের রাষ্ট্র মুলত উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নে ও আত্মসাতে সাবেকী রাষ্ট্রের তুলনায় অধিকতর কার্যকরী ব্যবস্থা বিশেষ মাত্র। কিন্তু, পুঁজিপতিশ্রেণী ও লেনিনবাদী পুঁজিবাদী, এই উভয় পক্ষই বৈশ্বিক পুঁজিবাদের সুবিধা নিশ্চিতে প্রতারণামুলে রাশিয়াকে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং প্রতারক লেনিনকে মার্কসের যোগ্য-উপযুক্ত উত্তরসূরী প্রতিপন্নে -গণ্যে ও সে মতে উপস্থাপন করে

সাম্যবাদ বা সাম্যবাদের ভিত্তি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান বা কমিউনিষ্ট ইস্তাহার বিষয়ে সমগ্র দুনিয়াময় ভ্রান্ত ধারণা জন্ম দিয়েছে।

বিশ্বাসঘাতক লেনিন অনুরূপ ভুয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জন্ম দিয়েছিল – ৩য় আন্তর্জাতিক। অর্থ-অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন দেশের পলাতক বা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থী নানান জাতের ধান্ধাবাজ সমেত ভুয়া জাতিয়তাবাদী বা ফালতু দেশপ্রেমিক বা লেনিনের ভুয়া সমাজতন্ত্রের প্রতি মোহাচ্ছন্ন লোকজনকে লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট বানিয়ে দেশে দেশে বিশেষত উপনিবেশগুলোতে পীড়িত বুর্জোয়ার পক্ষে পীড়ক বুর্জোয়া জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংগঠিত করে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব করে লেনিনবাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের ছবক দিয়ে লেনিনবাদ সমেত লেনিনীয় কমিউনিষ্টদেরকে চালান করে দেশে দেশে লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করার দায়িত্ব পালন করেছিল বিশ্বজয়ের নেশায় উন্মত্ত লেনিনের বিশ্বজয়ের হাতিয়ার তবে, শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজতন্ত্রের ভয়ংকর শত্রু ও ভয়ানক প্রতিবন্ধক ৩য় আন্তর্জাতিক।

ফলে-কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের তথ্য- তত্ত্ব এবং সূত্র ও ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক করণীয় অর্থাৎ পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার বিপরীতে সাম্যবাদী সমাজ তথা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব বিনির্মাণে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক লড়াই সংগ্রাম করার করণীয় কর্ম হতে বিরত হওয়া বা তদ্রুপ ক্রিয়াদি না করা বা সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ অর্থাৎ শ্রেণীগত অবস্থান ও শ্রেণীচৈতন্য সর্ম্পকে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে কার্যত জাতীয়তাবাদের পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাকে বিসর্জন দেওয়া এবং শ্রমিকশ্রেণীর আজন্ম শত্রু বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত আজন্ম বৈরীতা বৈ সহযোগিতা করার অবকাশ শ্রমিকশ্রেণীর না থাকলেও আন্ত:বিবাদে জড়িত বুর্জোয়াদের অংশ বিশেষ তথা লেনিনীয় ভাষ্যে পীড়িত বুর্জোয়ার স্বপক্ষে ও সমর্থনে পীড়ক বুর্জোয়া জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বা লড়াইড়ে শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগিতা করার নীতি গ্রহণ ও কার্যকরণের মাধ্যমে কার্যত বুর্জোয়াশ্রেণীকেই তথা পুঁজিবাদকেই সহযোগিতা করা এবং সর্বপুরি, পুঁজিবাদ একটি বৈশ্বিক সমাজ ব্যবস্থা বৈ জাতিয় বা স্থানীয় বিষয় নয় বা পুঁজিবাদই রাষ্ট্রকে চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত করে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও চৌহদ্দিকে অকার্যকর ও অস্বীকার করে ব্যভিচারী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করেছে বলেই মৃতবৎ রাষ্ট্র সহ মরণাপন্ন পুঁজিবাদের কবর বা সৌধের উপর বিনির্মিত সমাজতন্ত্রও একটি বৈশ্বিক সমাজ বৈ জাতি ভিত্তিক বা স্থানীয়তো নয়ই এবং কেবলই সমাজ বৈ রাষ্ট্র নয় ।

তবু কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বিবৃত অনুরূপ তথ্য-তত্ত্বের সহিত বৈরী-সাংঘর্ষিক এবং পরিপন্থী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের বানোয়াটি বক্তব্যের পক্ষে ও সমর্থিত এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপক্ষে ও বিরুদ্ধে অনুরূপ ক্ষতিকর বক্তব্য বা তদানুরূপ বক্তব্যের সমর্থনে লেনিনীয় ধারণা মতো লেনিনকে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বীকৃতিতে ও লেনিনীয় রাষ্ট্র গঠন করার রাজনীতিকেই ভ্রান্তভাবে কমিউনিষ্ট ইস্তাহার বর্ণিত মৌল নীতি গণ্যে কার্যত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের সহিত ভুল ও ভ্রান্তভাবে পরিচিত হয়ে লেনিনবাদী ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়ে এমনকি সাম্যের প্রতি আন্তরিক, সহজ-সরল বা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বস্ত বা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য সর্বান্তকরণে লেনিনবাদী পার্টিতে কাজ করে পৃথিবীর বহু মুক্তিকামী মানুষ যেমন মৃত্যুবরণ করেছে

তেমন সাম্য প্রত্যাশী কোটি কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নানান ধরণের নির্যাতন-নিপীড়ন ও অত্যচারের শিকার হওয়াসহ বহুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী যেমন শ্রেণী চৈতন্য হারিয়ে শ্রেণী স্বার্থ ভুলেছে তেমন পুঁজিবাদ বিরোধীদেরকে ঝাড়ে-বংশে নির্মুল করাটা অতীব সহজ হয়েছে লেনিননবাদের বদৌলতে।

অথচ,সর্বকালের সর্বনিকৃষ্ট দাসত্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থার তামাম লেনিননবাদী রাষ্ট্রের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধাভোগী সর্বকালের সর্ব নিকৃষ্ট খুনি-বর্বর, হিংস্র প্রতারক -জঘন্য জালিয়াত, মিথ্যাবাদী -কপটচারী এবং পিরামিড আশ্রিত তবে ফারাওদের অধিক প্রভু গণ্য ও তাদের ততোধিক গুণধর চেলা-চামুন্ডা ছাড়া সমাজতন্ত্রের আন্তরিক কর্মীরা জানতেই পারেনি যে লেনিননবাদ -শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির নয় বরং শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রেণীচেতনা সহ মানসিক-নৈতিক ও সাংগঠনিক তথা সকল অর্থে পংগু-বিকলাংগ, বিভ্রান্ত-অবসাদগ্রস্ত, বিভক্ত-বিভাজিত করার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীরই বিপক্ষে অর্থাৎ লেনিননবাদের কাতারভুক্ত রাষ্ট্রের প্রতিটি শ্রমিককেই কেবলই পেট সর্বস্ব জীব গণ্যে অতিরিক্ত ও অধিকহারে উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নে কেবলই মানবিক যন্ত্রে পরিণত করে শ্রেণীচেতনাহীন প্রতিবন্ধী হিসাবে কেবলই সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমির সেবায় কেবলই দাসানুদাসের অধম হয়েও কেবলই হুকুমের গোলাম ও দেশরক্ষী বীর বনে লেনিননবাদী লর্ডদের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের সর্বাধিক সুযোগ নিশ্চিতি করার অপকৌশল মাত্র।

উপরন্ত বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী কেবলই জাতীয় ও পীড়ত বুর্জোয়ার সেবা করে সকল ক্ষেত্রেই যেমন 'মহান দেশপ্রেমিক' তেমন লেনিননবাদী বীর হয়ে বীরত্বের মৃত্যু বরণ করে বিশ্ব পুঁজিবাদের জন্য কেবলই অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের সুযোগ নিশ্চিতিতে কেবলই নিজে অভুক্ত থেকেই কেবলই লেনিননবাদী এবং সম্পত্তিহীন হয়েও কেবলই সম্পত্তিবানদের সকল সম্পদ নিরাপদ রাখতে দেশপ্রেমিক বোধে এমনকি নিজের মৃত্যুর শর্ত স্বীকৃতিতে কার্যত বর্বর ফারাও কিংদের সৃষ্ট জঘন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের পরম ক্ষমতার হালনাগাদিকরণের লেনিনীয় কেন্দ্রীকতার স্বৈরতান্ত্রিক শৃংখল ও নিয়মে-নিগড়ে বন্দী হয়ে দাসানুদাসের মতোই নিজ মস্তিষ্ককে লেনিননবাদী প্রভুদের নিকট জিম্মা রেখে সর্বকালের সেরা দেশপ্রেমিকের দায়-দায়িত্ব পালন-সম্পাদনে বাধ্য হয়ে প্রকৃতার্থে চিন্তা-চেতনায়ও শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তথা শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুপক্ষ হিসাবে সর্বাধিক ক্রিয়াশীল হয়ে নিজেই নিজের শ্রমস্বত্ব , শ্রেণী স্বার্থ,শ্রেণী চরিত্র ও শ্রেণী চৈতন্যের বিরুদ্ধে লেনিনীয় অবস্থান গ্রহণ করে পুঁজি ও পণ্য উৎপাদনে তথা মুল্য সৃষ্টিতে শ্রমের ভূমিকা-গুরুত্ব ও হিস্যা বেমালুম ভুলে গিয়ে শ্রম ও পুঁজি বিষয়ে যেমন অজ্ঞ হতে কেবলই অজ্ঞতর হয়েছে তেমন শ্রম ও পুঁজির জন্মগত বৈরীতায় ও মিমাংসার অযোগ্য বিরোধে তথা বিশ্ব বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর যথার্থ-উপযুক্ত বৈরীতা-বিরোধ তথা শ্রেণী সংগ্রাম বৈ তথাকথিত রুশ বিপ্লবের জন্য জন্ম নেওয়া বিশেষ প্রতিভার ক্ষণজন্মা লেনিন ও লেনিনীয় বীর এন্ড এভার ভিক্টোরিয়াস এন্ড সেইভারস বা এভার টেলেন্টটেড এন্ড জিনিয়াস বা গ্রেট টিচার এন্ড গ্রেট লিডার ইত্যকার ফারাও বা আক্কাদিয়ান বা গ্রীক বীর তুল্য-গণ্য দুষ্ট-দুর্বৃত্ত বা বজ্জাত-প্রতারকদের ক্যারিশমেটিক তেলছমতি বা কেরামতিতে লেনিননবাদী রাষ্ট্র গঠিত হলেও কার্যত শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্যের বিশ্ব প্রজাতন্ত্র বা উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের সুযোগহীন অর্থেই শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় না রূপ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক নীতিগুচ্ছ-কমিউনিষ্ট ইস্তাহার বেমালুম ভুলে বা তদ্রুপ উপলব্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে লেনিনবাদীদের সাংগঠনিক-প্রায়োগিক প্রতিবন্ধকতায় ও লেনিনবাদী অন্ধত্বে লেনিনবাদের বিজ্ঞান বৈরীতার বিষয়ে চিন্তা করতেও অক্ষমতায় কেবলই দেশপ্রেমিক মহাবীরের বীরত্বে মতিচ্ছন্নতা ও মোহাচ্ছন্নতায় কেবলই অজ্ঞ-অন্ধের মতো লেনিন ও লেনিনবাদী মোড়লদেরকে আদিকালের দেব-দেবতার মতোই পূঁজা-অর্চনা করাসহ রাজা-মহারাজাদের জন্ম-মৃত্যু দিবসের মাহাত্ম কীর্তনের অতিতের সকল ঘৃণ্য আচার-আচরণ করে কেবলই শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থ ভুলে গিয়ে কেবলই শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু হয়ে মুলত শ্রমিকরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধেই ভয়ানক ক্ষতিকর যুদ্ধ করে করে কেবলই নিজেকেই নিজের বা শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুতে পরিণত করেছে ও তদার্থে শত্রু হয়েছে বিধায় লেনিনবাদ- মরণাপন্ন পুঁজিবাদের জীবন রক্ষায় সর্বাধিক কার্যকর টনিক বিশেষ মাত্র হেতু বিশ্ব পুঁজিবাদেরই সেবক ও রক্ষকই কেবল নয় বরং পুঁজিবাদের বিশ্ব শান্তি বজায় রাখতে বিশ্বের ৩ পুলিশের প্রধান পুলিশ হতে পারার যোগ্যতায় মুগ্ধ ও গর্বিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রশংসাধন্য স্বীকৃতিমতো লেনিনবাদী ষ্ট্যালিন পুঁজিবাদের বিশ্ব পুলিশত্রয়ীর অন্যতম পুলিশ বটে অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে দুনিয়ার গুন্ডাত্রয়ীর অন্যতম গুন্ডা বলেই লেনিনের উপযুক্ত শিষ্য ষ্ট্যালিন বিশ্বগুন্ডা।

মার্কসদের কালে বুর্জোয়ারা চার্চের নিকট আশ্রয় নিয়েও শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রেণী চৈতন্যহীন মানবযন্ত্রে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়ে বুর্জোয়ারা কমিউনিজমের ভূত নয় বরং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্যারী কমিউনের বাস্তবতা দেখে নিজেরাই ভূত হয়ে ভয়ানক ভূতুড়ে কান্ড করে প্যারী কমিউন দমনকারী জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণী নিজেদের সংকট হতে রেহাই পেতে জার্মান স্যোশাল ডেমোক্রাট ও ২য় আন্তর্জাতিকের পন্ডিত প্রবর পান্ডা-কাউৎস্কিদের মতো পুঁজিবাদী ভূত ও ভূতুড়েদের আশ্রয় নিয়ে লেনিনীয় দৈত্যের কাঁধে ভর করে লেনিনের রাশিয়াকে জার্মান পুঁজি-পণ্যের অবাধ বিচরণ ভূমিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্য লেনিন জার্মান পুঁজি ও জারের দুর্বৃত্ত আমলাচক্রকে ঘুষ-বকশিশ ও সেলামি দিয়ে লেনিনের ভাষ্যে খারাপ শ্রমিকের দেশ রাশিয়ায় প্রতারণা ও জালিয়াতিমূলে মার্কসের নাম ব্যবহার করে কার্যত নিজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে স্বীয় রাজত্ব ও কর্তৃত্ব রক্ষায় ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়েও আশ্রয় নিয়েছিল ঈশ্বর সৃষ্টে ইতিহাসের প্রথম গ্রন্থ বুক অব পিরামিডে। অর্থাৎ পিরামিডীয় মুল্যবোধ,রীতি-নীতি ইত্যাদিতে এবং সেই মুলেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নামে কার্যত পিরামিডীয় ধারণার ব্যক্তি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সহ পার্সোনাল কাল্টের ভূতাশ্রিত হয়ে মরেও ভূত হয়ে স্বীয় অমরত্ব ও কর্তৃত্ব চিরস্থায়ীকরণে ফারাওদের মতোই এবং একদম পিরামিডীয় কৌশলে মমী হয়ে লেনিনবাদী ভূতদের কেবলই মমীর অমরত্ব লাভে প্রতিপক্ষ সকলকে খুন-খারাবি করা সহ নিত্য পূঁজিত হতে অনুপ্রাণিত করে দুনিয়ায় পুনর্বহাল করেছে বর্বর-জঘন্য পিরামিডীয় সংস্কৃতি।

গাধা-ঘোড়ায় যেমন খচ্চর পয়দা হয় তেমন আধুনিক উৎপাদন উপকরণের উপর ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিপতিত দাসতান্ত্রিক রাজনীতির কাঠামো চাপিয়ে দেওয়ার ফলে লেনিনের সমাজতন্ত্র পরিণত হয়েছে দুনিয়ার সর্ব নিকৃষ্ট তবে অতুলনীয় প্রভুত্বের তুলনাহীন জঘন্য কর্তৃত্বের দাসতান্ত্রিক এক কিম্ভুত কিমাকার উদ্ভট রাষ্ট্রে।

অত:পর, মারাত্মক রকমে শ্রমশোষণের মাধ্যমে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যে লেনিনের সমাজতন্ত্রে যেমন বিপুল পরিমান পুঁজি পুঞ্জিভূত ও ঘনীভূত হয়েছে তেমন লীগ অব ন্যাশন্সকে অকার্যকর করে প্রথাগত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতেও উৎপাদিত অতিরিক্ত পণ্য ও পুঁজির বাজারজাতকরণের সমস্যায় ১৯৩০ সালের মহামন্দায় জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণীর ত্রাতা দাবীদার -জাতিয় সমাজতন্ত্রী হিটলারের গুন্ডামি ও সন্ত্রাসের সহযোগী ও সমর্থক হিসাবে পোলান্ড আক্রমণে খুনি হিটলারের সহযোগী হয়ে ২য় বিশ্ব যুদ্ধের সূচনা করে ২য় বিশ্বযুদ্ধের দায়ে হিটলারের মতোই দায়ী-দোষী হওয়া সত্ত্বেও কেবলই সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘনীভূত পুঁজির দৌরাত্মে আদি পুঁজিবাদী ইংলন্ড-আমেরিকার সহিত জোটবন্ধ হয়ে ইতিহাসের সর্বাধিক নৃশংস হত্যাকান্ড ও ধ্বংস যজ্ঞ সংঘটিত করে সমগ্র দুনিয়ার পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা অক্ষুন্নে ও নিয়ন্ত্রণে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ প্রতিষ্ঠায় দুনিয়ার সর্বাধিক পুঁজিধর রাষ্ট্রগুলোর ৩ নম্বর সদস্য রাষ্ট্র- সোভিয়েত ইউনিয়নের ষ্ট্যালিন কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল রুজভেল্ট-চার্চিলের সহিত সহমতে-যৌথভাবে।

কিন্তু, বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ ইতিহাস নির্ধারিত ভাবে পুঁজির সংকট সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে বলেই বিগত শতকের শেষাংশে যেমন বিশ্ব পুঁজিবাদ সংকটে পড়েছিল তেমন বর্তমান শতকের প্রথম দশকেও পুঁজিবাদী সংকটে শ্রমিকশ্রেণী যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমন ব্যক্তি পুঁজিপতি সমেত বহু বড় বড় মাল্টি ন্যাশনালও দেউলিয়ায় পরিণত হচ্ছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের স্থলে বৈশ্বিক সংগঠনে আশ্রয় নিয়েও আশ্রয়দাতার ঐতিহাসিক ব্যর্থতায় পুঁজিবাদ নিজেই নিজের কবর পাড়ে উপনীত হয়েছে।

অথচ, ধাক্কা দিয়ে কবরস্তকরণে নাই কোন শক্তি। কারণ-**১১৪ বছর আগেই চুরি হয়েছে কমিউনিষ্ট ইস্তাহার সহ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান।** আর ৯৩ বছর যাবত তা-লেনিনবাদের বিকৃতিতে পরিবেশিত হয়েছে বিধায় বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী স্বীয় শ্রেণীমুক্তির বিজ্ঞানের জ্ঞান ও বিজ্ঞান মনস্কতার সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়েছে হেতু বিশ্ব পুঁজিবাদের ব্যর্থ সংরক্ষক বিশ্বব্যাংক- আই.এম.এফকে রি-প্লেসকরণে শ্রমিকশ্রেণীর কোন সংগঠনতো নয়ই এমনকি তেমন একটি সংগঠনের মাধ্যমে বিশ্ব পুঁজিবাদকে পরাজিত ও পরাভূত করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে স্বীয় মুক্তি নিশ্চিত করার শর্তে সকল মানুষকেই মুক্ত-স্বাধীন মানুষ হিসাবে শাশ্বত শান্তির শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় যে এমন একটি বৈশ্বিক সংগঠন অতিব জরুরী ও আবশ্যক তাও ভুলে কেবলই পরজীবীতার মতান্ধতায় অন্ধ হয়ে কেবলই বিব্রত ও বিভ্রান্ত হয়ে যারপর নাই দু:খ-দুর্দশায় জীবন পাত করছে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী।

অথচ,লেনিনবাদের চশমা সহ পরজীবীতার সকল মতাদর্শতা মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র কমিউনিষ্ট ইস্তাহার বা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে যথাযথভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভংগি দ্বারা জীবন ও জগত এবং পুঁজি ও শ্রম সম্পর্কে যথার্থ ও উপযুক্ত বোধ-বুদ্ধি ও উপলব্ধিতে শ্রমিকশ্রেণীর অবলুপ্ত শ্রেণী চৈতন্য পুনরুদ্ধার ও অর্জন করতে; এবং

লেনিনবাদী প্রতারণা ও ভন্ডামি সমেত বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের নিয়ন্ত্রণাধীন ও কর্তৃত্বাধীন পুঁজিবাদের বিদ্যমান ত্রিশংকু অবস্থা যথার্থভাবে অনুধাবন করে সেমতে স্ব স্ব দায়-দায়িত্ব পালন-সম্পাদন করতে; এবং

অনুরূপ দায়-দায়িত্ব পালনে বিশ্বের শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য-সংহতি বিকল্পহীনভাবে আবশ্যক ও অপরিহার্য বিধায় অনুরূপ ঐক্য ও সংহতি গড়ে তুলতে; এবং

পুঁজিবাদ বিরোধী-বিনাশী বা সমাজতন্ত্রের প্রতি আন্তরিক সকল মানুষ সহ শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক লড়াই-সংগ্রাম সংগঠিত করার যোগ্য-উপযুক্ত একটি বৈশ্বিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা অতীব জুরুরী এবং বিকল্পহীনভাবে আবশ্যক ও অপরিহার্য। যতদ্রুত উক্ত সংগঠন সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে সমগ্র দুনিয়ায় আবারো প্রসারিত-বিস্তারিত করতে সক্ষম হবে ততো দ্রুত কবর পাড়ে উপনীত পুঁজিবাদ কবরস্ত হবে।

কিন্তু, ২য় আন্তর্জাতিকের জাতীয়তাবাদী কমিউনিষ্ট কাউৎস্কি কোম্পানী এবং লেনিন ও লেনিনবাদী মোড়লরা মরণাপন্ন পুঁজিবাদের পক্ষে ও মৃতবৎ রাষ্ট্র রক্ষার অপচেষ্টায় কমিউনিষ্ট ইস্তাহার বিষয়ে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে সমাজতন্ত্রকে এক দেশ বা এক রাষ্ট্র ভিত্তিক এবং রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিপন্নকরণে এযাবৎকাল সফল হওয়ায় কমিউনিষ্ট ইস্তাহার যেমন বিস্মৃত হয়েছে তেমন গ্যাংরিনে আক্রান্ত রোগীর মতোই বিপন্ন রাষ্ট্রের ব্যাবচ্ছেদ ঘটিয়েও বৈশ্বিক পুঁজির বিশ্ব সিন্ডিকেট বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের জন্ম দেওয়াসহ নানান দুস্কর্মের মাধ্যমে খোদ পুঁজিপতিশ্রেণী বিশ্বায়নের নীতি-কৌশল গ্রহণ করে রাজনীতি ও রাষ্ট্রের কারণে বিভক্ত ও বিভাজিত ধরিত্রীর অনাবশ্যকতা নিশ্চিত করেছে পুঁজিবাদ। কাজেই, লেনিনবাদী প্রতারণা ও ভ্রান্তি -বিভ্রান্তি সমেত বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের বৈশ্বিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা-এখতিয়ার সত্ত্বেও পুঁজিবাদের ত্রিশংকু অবস্থার একটি পূর্ণাংগ ও সুস্পষ্ট বিবৃতি ও তদমর্মে শ্রমিকশ্রেণীর করণীয় বিষয়ক বক্তব্য ব্যতীত রাষ্ট্রহীন-শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিশ্ব পরিসরে গড়ে তোলা অসম্ভব বলেই তদার্থে মার্কস-এ্যাংগেলসের রচিত কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের একটি বর্ধিত সংস্করণ বা সংযোজনী বিকল্পহীনভাবে আবশ্যক।

অত:পর, কবরপাড়ে উপনীত পুঁজিবাদের কবরস্তকরণে সক্ষম শ্রমিকশ্রেণীর তদার্থে উপযুক্ত ও যোগ্য একটি বৈশ্বিক সংগঠন গঠন ও উল্লেখিত সংগঠনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সামাজিক আন্দোলনকে পুনর্গঠন ও বিকাশের আবশ্যকতা ও ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের ভিত্তিতে তথা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের নিরিখ ও মানদন্ডে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের বর্ধিতাংশ বা কমিউনিষ্ট ইস্তাহারকে আদি পর্ব গণ্যে তৎপরবর্তী পর্ব হিসাবে শ্রেণীহীন সমাজের ইস্তাহারখানি প্রণীত হল। তবে শব্দগত ভুল-ভ্রান্তি বা বিভ্রাট ও বক্তব্য বিষয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি দুরীকরণের সুযোগ উন্মুক্ত।

উল্লেখ্য কমিউনিষ্ট ইস্তাহার ও সমাজতন্ত্র বিষয়ে কাউৎস্কি-লেনিনদের প্রতারণা-জালিয়াতি ও জুচ্চোরীতে সমাজতন্ত্র সমেত কমিউনিজম সম্পর্কেই বিশ্বব্যাপী ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি তৈরী হয়েছে বলেই কেবলমাত্র অনুরূপ বিভ্রান্তির কবল হতে মুক্তি পেতে কমিউনিজমের স্থলে "শ্রেণীহীন সমাজ" ব্যবহার করা হল।

শাহ্ আলম

১২ মার্চ,২০১০। ঢাকা,বাংলাদেশ।

শ্রেণীহীন সমাজের ইস্তাহার

বিশ্ব পুঁজিবাদকে আবারো আতংকগ্রস্ত করছে কমিউনিজমের ভূত। পূর্বেও অনুরূপ ভূতাতংকিত হয়ে পিরামিডিজম- জুডাইজম সহ অতিতের সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি-মতাদর্শের সাথে মিতালী করে, জোটবদ্ধ হয়েও দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের নজিরবিহীন তান্ডব ঘটিয়ে শেষত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোই ভূত হয়ে পুঁজিবাদী-পরজীবীদের বৈশ্বিক সংগঠন জাতিসংঘ গড়ে তোলে সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় সৃষ্টি করেছিল বিশ্ব পুঁজির বিশ্ব সিন্ডিকেট বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ।

বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতি ও সমগ্র বিশ্বে প্রাইভেট ক্যাপিটেলের অবাধ যাতায়াত ও প্রাইভেট এন্টারপ্রেনারশীপের বিস্তার সাধনে বিশ্বের কেন্দ্রীভূত পুঁজির সঞ্চালন সাধন, সমগ্র বিশ্বের মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ ও মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ, ভারসাম্যপূর্ণ বাণিজ্য নিশ্চিতি, সমগ্র বিশ্বের বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও তৎনিমিত্তে সকল সদস্য রাষ্ট্রের উপর নজরদারী-খবরদারী করা সমেত সকল রাষ্ট্রের সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সমূহ হিসাব-পত্র সংগ্রহ ও উদ্ভূত সমস্যা-সংকট নিরসনে নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও তা পালনে সকল সদস্য রাষ্ট্রকে বাধ্যকরণ, অনুরূপ ক্রিয়াদি সম্পাদনে প্রতিবন্ধক সকল আইন এমনকি সদস্য রাষ্ট্র বিশেষের সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন বা স্থগিত-বাতিল করার প্রয়োজন হলে তা করতে বাধ্যকরণ এবং অনুরূপ কার্যাদি সম্পাদন বা তদ্রুপ ক্রিয়াদি যদি কোন দেশের আইন-বিধি মোতাবেক অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়, তবে পূর্বাহ্নেই বা প্রয়োজনে দি ফান্ডকে ইনডেমনিটি প্রদান ও দি ফান্ডের শর্ত ভংগে-অমান্যে সদস্য রাষ্ট্রের দন্ডবিধান এবং সমগ্র বিশ্বে একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নীতি-কৌশল বাতিল-রহিত করে কেবল মাত্র বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের প্রণীত-নির্দেশিত বা শর্তাধীন নীতি-কৌশল প্রণয়ন-গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কেবলমাত্র বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের সিদ্ধান্ত অনুসরণ ও অনুগমণে সকল সদস্য রাষ্ট্রকে বাধ্য করে পুঁজিবাদ রক্ষায় তথা পুঁজিবাদের পাহারায় অকার্যকর হওয়া সত্ত্বেও অকার্যকর রাষ্ট্র ও ক্ষতিকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা রক্ষণ-সংরক্ষণে সমগ্র বিশ্বকে কেবলমাত্র একটি কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য গঠিত বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফের বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের একচ্ছত্র ক্ষমতা- তাও আবার বিগ ফাইভ শেয়ারহোল্ডার সদস্য রাষ্ট্রের নিয়োগকৃত ৫ নির্বাহী পরিচালকের সর্বাধিক ক্ষমতা নিশ্চিতিতে, তন্মধ্যে আবার প্রকৃত পক্ষে ব্যাংক-ফান্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এককভাবে সকল সদস্য রাষ্ট্রের বিপক্ষে বা বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে সকল বিষয়ে নিজের পক্ষে বা অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বা স্বীয় ইচ্ছার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপর সকল রাষ্ট্রকে অক্ষম-অযোগ্য গণ্যে ও তদানুরূপ স্বীকার-স্বীকৃতিতে সকল সদস্য রাষ্ট্রকে তদমর্মে বাধ্যকরণে একক-একচ্ছত্র ক্ষমতা-এখতিয়ারে কার্যত ব্যাংক-ফান্ডের নিয়ামক ক্ষমতাধর সদস্য -ব্যাংক-ফান্ডের সর্বাধিক এস.ডি.আর হোল্ডার যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োগকৃত

এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের একক ও একচ্ছত্র ক্ষমতা-কর্তৃত্ব নিরংকুশ করে প্রণীত চুক্তিপত্র মোতাবেক গঠিত বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের নিয়ন্ত্রণে-কর্তৃত্বে পরিচালিত বিশ্ব পুঁজিবাদ টিকে থাকার শেষ ভরসার স্থল বিশ্ব পুঁজির বৈশ্বিক সিন্ডিকেট খোদ বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফও স্বয়ং তদীয় হুকুম নির্দেশিত ঋণদাস রাষ্ট্রের মতোই ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা -অক্ষমতা এবং অযোগ্যতা ও অকার্যকরতায় অর্থাৎ পরজীবীতার পুঁজিবাদী ও পুঁজিপতিশ্রেণী কর্তৃক উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে সৃষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত বলেই বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফও মৃতবৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সমেত রাষ্ট্রের মতোই পুঁজিবাদী উৎপাদন উপকরণের ক্ষমতা -যোগ্যতা ও কার্যকরতা নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হেতু পুঁজিবাদেরই অস্তিত্বের আবশ্যকীয় ও অপরিহার্য শর্ত স্বরূপ কেন্দ্রীভূত পুঁজির সঞ্চালন ও পণ্যের পুনরুৎপাদনে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতিতে পুঁজিবাদ কর্তৃক প্রতিনিয়ত আবিস্কৃত ও উদ্ভাবিত নতুন নতুন উৎপাদন উপকরণের ব্যবহারের কারণেই পুঁজির চিরাচরিত নিয়ম ও সূত্রানুযায়ী অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন বা উদ্বৃত্ত উৎপন্নের হেতুবাদে পূর্বের মতোই পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে সাধারণ মালিকানার সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে সামাজিক চরিত্র সম্পন্ন উৎপাদন উপকরণের বিদ্রোহ তথা অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনে সৃষ্ট চলমান মন্দায় নিপতিত পুঁজিপতিশ্রেণী ও পুঁজিবাদ- স্বসৃষ্ট বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের উপরও চরম হতাশা-আস্থাহীনতায় আবারো উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ-সুবিধাহীন অর্থাৎ বিশ্ব পরিসরে পরজীবীতার ব্যক্তিমালিকানাহীন, আই.এম.এফ-বিশ্বব্যাংকহীন,রাষ্ট্রহীন- শ্রেণীহীন সমাজ তথা স্বাধীন-মুক্ত মানুষের মুক্তি-স্বাধীনতা ও শাশ্বত শান্তির - কমিউনিজমের ভূত তাড়িত মরণাপন্ন পুঁজিবাদ স্বীয় মৃত্যু নিশ্চিতকারী বা পুঁজিবাদের কবর খোদক শীর্ণ দেহের ক্ষুধার্ত শ্রমিকশ্রেণীকে যারপরনাই ভয় পেয়ে-শ্রেণীহীন সমাজ বিনির্মাণের একমাত্র নির্মাতা-কারিগর ও স্থপতি অর্থাৎ জীবনযুদ্ধে ভয়হীন-শংকামুক্ত ও নি:শংক মনের শ্রমিকশ্রেণীর সাম্ভাব্য উত্থান-জাগরণ বা বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি ও সংগঠনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ সহ বিশ্ব পুঁজিবাদের বিনাশ-বিলোপ ও অবসানে পরজীবীতার সকল বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আসন্ন বিদ্রোহের সাম্ভাব্যতায় ভীতগ্রস্ত ও আতংকিত হয়ে পরজীবীতার জীবন তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ-সুবিধা হারাণোর আতংকে ভূত হয়ে বিচলিত পুঁজিবাদ উদ্ভুত সংকটের জন্য পরস্পরকে দায়-দোষী গণ্যে কমিউনিজমের ভূত হতে অব্যাহতি পাওয়ার নানান অপকৌশলের অন্যতম কৌশল হিসাবে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের নিয়োগ-অপসারণকারী অর্থাৎ বিশ্বপুঁজিবাদের বিশ্ব মোড়ল খোদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকেই আখ্যায়িত করছে- মার্কসবাদী, কমিউনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রী হিসাবে।

প্রতিশ্রুত "পরিবর্তনে" কেবলই ইতিহাস নির্ধারিত ব্যর্থতা-অযোগ্যতাই নয় বরং মন্দা সহ সামগ্রীক অবস্থার ভয়ানক অবনতির দায়ভাগীতার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের স্বীয় ওয়াদা পূরণে অক্ষমতা হেতু বিক্ষুব্ধ শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষোভ-বিক্ষোভ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করাসহ বিভিন্ন গোষ্ঠী-গোত্রের সাম্ভাব্য হামলা-আক্রমনের ভয়ে ভীতু বেচারা প্রেসিডেন্টও চরম দুর্ভোগ-দুর্দশা পীড়িত শ্রমিকশ্রেণীকে তোয়াজ করে বলেছে- 'যুক্তরাষ্ট্রের সকল উন্নয়ন-উন্নতির স্রষ্টা বটে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণীই' ।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বক্তব্য - আপাত দৃষ্টিতে সরল স্বীকারোক্তি বলে মনে হলেও কার্যত তাঁরই কর্তৃত্বাধীন বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্বের বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই যে, সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর মতোই যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদেরও চলমান দুরাবস্থার জন্য দায়ী-দোষী সে বিষয়টিকে যেমন একদিকে আড়াল ও গোপন করা তেমন অপর দিকে বিশ্বব্যাংক,আই.এম.এফ ও সহযোগি সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিরক্ষক-সংরক্ষক খোদ বিশ্বব্যাংক ও আই.এম.এফ এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বিষয়ে বিশেষত ভুয়া পরিবর্তনের ভুয়া স্বপ্নের ভুয়া ভাবাবেগ ভুয়াভাবে হলেও আরো কিছুদিন কার্যকর রাখা সহ তাঁর নিজের সম্পর্কেও ভুয়া-ভ্রান্ত ধারণা জন্মানো ও অনুরূপ বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রকৃত ভ্রম-বিভ্রম বিস্তার-প্রসারের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীকে আবারো বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করার অপপ্রয়াশ-অপচেষ্টা ও দুরভিসন্ধি বৈ শ্রমিকশ্রেণীর দুরাবস্থা-দৈন্যতা বৃদ্ধি করা ব্যতীত তা হ্রাসের বিন্দুমাত্র ক্ষমতাও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের নাই এবং অভিপ্রায়তো নয়ই। কারণ-যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্বাধীন বিশ্বব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বিশ্বে পুঁজির যতই কেন্দ্রীভবন ও ঘনীভবন ঘটবে ততোই ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বাড়বে এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা ও দারিদ্রতার হার-মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে এবং তৎপ্রসূত মন্দা-মহামন্দা ও মহামন্দাজনিত তাবৎ দুর্দশা-দুর্ভোগ যেমন অনিবার্য এবং তেমন পুন:পুন মহামন্দার পরিণতিতে শ্রেণীহীন সমাজ অবশ্যম্ভাবী ও মানবজাতির ভবিতব্য।

তবে, চলমান সংকট উত্তরণে অক্ষমতায় মৃতবৎ পুঁজিবাদ অন্ত:সংকট ও অতি বার্ধক্যের ততোধিক জ্বরাগ্রস্থতার ততোধিক জ্বালা-যন্ত্রণায় দিগ্বিদিগ কান্ডজ্ঞান শূন্য -উন্মত্ত ও ততোধিক অতি উন্মাদনা বা সিজোফ্রেনিয়ায় চরমভাবে আক্রান্ত হয়ে আচার-আচরণে পূর্বাপর সামঞ্জস্যহীন বদ্ধ উন্মাদের মতো যখন-যা খুশি বলে যাচ্ছে এবং বিশ্ব রাজনীতির রাজপথে উদোম-বিবস্ত্র ও ক্ষতবিক্ষত-নোংরা দেহের নানাবিধ অশ্লীল-বিশ্রী ভাব-ভংগী করা সহ চরম দুর্গন্ধ ছড়িয়ে বিশ্বময় ধ্বংসাত্মক তান্ডব নৃত্য করে যাচ্ছে বিপন্ন-স্বার্থান্ধ পুঁজিবাদ। বিগত শতকের সত্তর দশকে বিনিয়োগ সংকটে নিপতিত পুঁজিবাদের মহাত্রাতা বিশ্ব পুঁজির মহা ভান্ডার আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডার ও বিশ্বব্যাংক আশির দশকে মুক্তবাজার অর্থনীতির ফতোয়া জারী করেছিল । অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবাধ বা মুক্ত বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রায়ত্তখাতের বিলোপ তথা রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা বা লাভ-লোকসানের হিসাবও বিবেচ্য নয় বরং রাষ্ট্রকে কেবলই পুঁজিওয়ালাদের জন্য পুলিশী দায়-দায়িত্ব পালন করার উপযুক্ততায় ও কার্যকরতায় সকল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বেসরকারীখাতে হস্তান্তর করবে রাষ্ট্র। আবার অবাধ বা মুক্ত বাণিজ্য নিশ্চিতিতে বিশ্বময় পুঁজি-পণ্যের অবাধ যাতায়াতেও কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না রাষ্ট্র এবং তদমর্মে যদি কোন রাষ্ট্রিক বাঁধা তথা বাণিজ্য সংরক্ষণ নীতি বহাল বা কার্যকর থেকে থাকে কোন রাষ্ট্রে তাও বাতিল-রহিত করবে রাষ্টই । অর্থাৎ কথিত মুক্তবাজার অর্থনীতি কার্যকর করবে রাষ্ট্রই। তবু পুঁজির বিশ্ব নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিশ্বব্যাংক ও আই.এম.এফ বলছে পুঁজি-পণ্যের বাজার নাকি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ মুক্ত। তবে, এখন আবার বিশ্বব্যাংক-আই.এম. এফের তরফে বলা হচ্ছে চলমান সংকট উত্তরণে- দেওলিয়া ব্যক্তিখাতের দায়িত্ব সহ বাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও নিতে হবে ক্ষমতাহীন ঠুঠোজগন্নাথ রাষ্ট্রকেই।

সারা দুনিয়ার নানান কিছিমের পুঁজিবাদী অর্থাৎ বিপুল কেন্দ্রীভূত পুঁজির মালিক রাষ্ট্রজীবী হতে নামে রাজতান্ত্রিক কার্যত একব্যক্তির রাজদন্ডে- পুঁজি ও পুঁজিবাদী সম্পর্ককে পাহারা প্রদান বা সমাজতন্ত্রের আবরণে রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের মাধ্যমে অধিকতর উদ্বৃত্ত-মূল্য হাসিলে মজুরি দাস শ্রমিকশ্রেণীকে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম দাসানুদাসে পরিণত করার রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদী সমাজতন্ত্রী অর্থাৎ অধিকতর মাত্রায় উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকারীদের সমাজতন্ত্র বা তদ্রুপ স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষ সহ সকল রাষ্ট্রজীবী তাঁদের মহা প্রভু দি ফান্ড-বিশ্বব্যাংকের ফতোয়ামতো একদা দেদারছে বেসরকারীকরণ করেছে । ফলে- দুনিয়াময় প্রাইভেট ক্যাপিটালের অধিশ্বরদের রমরমা বাজার সৃষ্টি হয়েছে এবং মনের আনন্দে প্রাইভেট ক্যাপিটালের সিন্ডিকেটগুলো কেবলই উদ্বৃত্ত-মূল্য হাসিলে কেবলই উৎপাদন বৃদ্ধি করে সামগ্রীক বিশ্ব বাণিজ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। অনুরূপ নৈরাজ্যকে আইন সম্মত ও বৈধ রূপ দিয়ে বিশ্বময় পুঁজি-পণ্যের অবাধ প্রবেশ-অনুপ্রবেশকে সুনিশ্চিতকরণে ২০১১ সালের মধ্যে সমগ্র বিশ্বে পুঁজি-পণ্যের অবাধ যাতায়াতে প্রতিবন্ধক ট্যাক্স-ট্যারিফের সকল প্রতিবন্ধকতা বিলোপ ও তদসংক্রান্ত নীতি-সিদ্ধান্ত কার্যকরণে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের জন্মকালীন শর্তমতো ও উদ্যোগেই ১৯৯৫ সালে গঠিত হয় বিশ্ব বাণিজ্য শাসক-নিয়ন্ত্রক সংগঠন-" বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা"।

২০০০ সালের প্রথম দশকেই মুক্তবাজার অর্থনীতি- মুক্ত প্রতিযোগিতায় মুক্ত উৎপাদনের ফলশ্রুতিতে আবারো নিপতিত হয়েছে অতি উৎপাদনের মহা সংকটে। সংকটের জন্য উৎপাদন ঝুঁকি বিষয়ে অজ্ঞ-অপরিপক্ক পুঁজিপতি সমেত নীতি নির্ধারক রাষ্ট্রজীবীদেরকে দায়ী-দোষী গণ্যে বিশ্বের মহাপ্রভু দি ফান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে এবং জার্মান-ফ্রান্সের বিরোধীতা ও দ্বিমতে বিপন্ন ব্যক্তিখাতকে বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রিক সহায়তা প্রদানে জি-২০ এর ২০০৯ এর এপ্রিল, লন্ডন সম্মেলনে প্রথমে ১.১ ট্রিলিয়ন পরবর্তীতে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিশেষ তহবিল গঠন ও তা বিলি বন্টনে দি ফান্ডকে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। জি-২০, সেপ্টেম্বর -২০০৯ সালের অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনে বাজার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও কার্যকরণে গুরুত্বারোপ করা হয়। ইত:মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ প্রণোদনা বা বেইল আউট কর্মসূচীর আওতায় দেউলিয়া ঘোষিত বা প্রায় দেউলিয়া অবস্থায় নিপতিত বিশাল দেহী মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানী সহ প্রাইভেট খাতে কেবল ঋণ-অনুদান প্রদানই নয় বরং রাষ্ট্রায়ত্তকরণের কর্মসূচীও কার্যকর করছে। অর্থাৎ মুক্তবাজারী নীতির বৈশ্বিক মোড়ল ও প্রচারক প্রেসিডেন্ট র‍্যাগানদের নীতির বিপরীতে আবারো ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করছে যুক্তরাষ্ট্র ।

অত:পর, জন্মদোষে সংকটাপন্ন এবং বিনাশ-বিলোপ বৈ সংকট নিরসনে অযোগ্য-অক্ষম পুঁজিবাদের বহুমাত্রিক সংকট নিরসনে জড়বুদ্ধির-অন্ধ পুঁজিবাদ কেবলই অসার এমনকি সংকট-সমস্যা আরো প্রকট-বৃদ্ধির পন্থা হিসাবে একবার প্রাইভেট খাতের সরকারীকরণ, আবার রাষ্টায়ত্তখাতের বেসরকারীকরণ এবং আবার সরকারীকরণের চক্ররথের মাথামোটা ও বিপন্ন রথি-চক্রী হয়ে কেবলই বারে বারে আরো সংকট-সমস্যার জন্ম দিয়ে ও সমস্যার প্রসার ঘটিয়ে পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানার ভয়ানক ক্ষতিকরতা ও অপ্রয়োজনীয়তা সমেত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ বা পুঁজিবাদী-পরজীবীদের রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্রের

প্রতারণা-জালিয়াতি ও ভন্ডামির নির্মমতা নিশ্চিতিসহ খোদ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অসারতা-ক্ষতিকরতা প্রমাণ ও সুনিশ্চিত করে বিপন্ন বিশ্ব পুঁজিবাদের ত্রাতা অর্থাৎ যাবতীয় নৈরাজ্যিকতায় আচ্ছন্ন ও মতিচ্ছন্ন মৃতবৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা মরণাপন্ন-বিপন্ন ও অসহায় রাষ্ট্রের সহায়ক-রক্ষক বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের অক্ষমতা-অযোগ্যতা, অকার্যরতা-ক্ষতিকরতা ও অনিবার্য বিলুপ্তির আবশ্যকতা সহ উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সকল সুযোগ-সুবিধার সমাপ্তি-অবসান অর্থাৎ সামগ্রীকভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিলুপ্তি-বিলোপ ও অবসানের ঐতিহাসিক সত্যতা পুন:পুন স্বপ্রমাণ ও সুনিশ্চিত করেও হাজারো স্ববিরোধীতা-বৈরীতা, নৈরাজ্য-বর্বরতা ও হিস্রংতা সহ টিকে আছে কেবলই পুঁজিবাদের মৃত্যু নিশ্চিতকারী ও কবরস্তকরণে কেবলমাত্র সক্ষম ও তদার্থে চিন্তা-চেতনা ও ঐক্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও উপযুক্ততায় যোগ্য ও উপযুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর অনুপস্থিতি ও অভাব হেতু পুঁজিবাদী বিশ্ব সিন্ডিকেট বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ সহ পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থাকে বৈশ্বিকভাবে বিলুপ্তকরণে সক্ষম অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সকল সুযোগ-সুবিধা বাতিল-বিনাশ ও বিলুপ্তিতে কার্যকর ও উপযুক্ত বৈশ্বিক সংগঠন তথা বিশ্বের তাবৎ শ্রমজীবীর সামগ্রীক স্বার্থের স্বার্থক ও কার্যকর রক্ষক এবং একমাত্র ধরিত্রী বা বিশ্বের একমাত্র এবং একটি মাত্র বৈশ্বিক সমাজ বা মুক্ত-স্বাধীন মানুষের মুক্ত-স্বাধীন সমাজ তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ-সুবিধাহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থাৎ শ্রেণীহীন -সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ও যোগ্য-উপযুক্ত অর্থাৎ উল্লেখিত সংগঠনের নীতি-উদ্দেশ্য ও করণীয় বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান ও বোধবুদ্ধিসম্পন্ন এবং তদ্বিষয়ে পরিস্কার-সুস্পষ্ট ধ্যান-ধারণা পুষ্ট এবং সকল সদস্যের সমমর্যদা ও সমঅধিকার ভিত্তিক তবে, কেবলমাত্র সাংগঠনিক দায়-দায়িত্ব পালনে সাময়িক সময়ে পদ-পদবীর করণীয় ও কর্তব্যের হের-ফের ব্যতীত সকল সময়ে সকল বিষয়ে সকলেই সম দায়-দায়িত্ব ও সমসুযোগ সম্পন্ন ব্যক্তি গণ্যে প্রত্যেকের প্রত্যেক বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত প্রদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিতিতে সাময়িক বা স্বল্প সময়কালের জন্য একদম অস্থায়ী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে প্রত্যেকের প্রত্যেক পদে নির্বাচিত ও প্রত্যাহার যোগ্যতায় এবং বারে বারে বা বহুবছর একই পদ-পদবী বা দায়িত্বে থাকার সুযোগহীনতায় সকলের সমমর্যদা - সমসুযোগ ও সমঅধিকার সুনিশ্চিতিতে সংগঠনের সকল স্তরে সকলের দায়িত্ব পালনের সুযোগ-সুবিধা অর্থাৎ কেবলমাত্র গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নীতি-নৈতিকতা ও পদ্ধতিতে পরিচালিত কেবলমাত্র একটি একক বৈশ্বিক সংগঠনের অভাব ও অনুপস্থিতির হেতুবাদে খোদ মরণাপন্ন পুঁজিবাদ স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় বারে বারে নানান স্ববিরোধী পথ-পন্থা গ্রহণ-বর্জন করলেও কার্যত নিজস্ব সিদ্ধান্ত মতো সাফল্য অর্জনে বারে বারে ব্যর্থ-অক্ষম হয়েও ঘনীভূত পুঁজি-পণ্যের চাপে-ভারে দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য উন্মাদ পুঁজিবাদী-পরজীবীরা কেবলই কেন্দ্রীভূত পুঁজির সঞ্চালন সাধন ও মজুতকৃত পণ্যের বাজারজাতকরণে কেবলই বোকা-বেকুফ ও অবুঝ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধাভোগী ভন্ড-প্রবঞ্চক ও প্রতারক তবে পুঁজির দাসানুদাস-গোলামকুল কেবলই পুঁজির দাসত্ব বোধে কেবলই সমগ্র দুনিয়ায় চরম মানবিক সংকট সৃষ্টি সহ অসংখ্য সমস্যা-সংকটের জন্মদাতা- সরকারীকরণ ও বেসরকারীকরণের দুষ্টচক্রে চক্রীভূত- ভূত হতে বাধ্য বটে উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগী পরজীবী সমেত পুঁজিবাদ নিজ জন্ম ও নিয়তি দোষেই।

কার্ল মার্কসের জন্মের ৩ বছর আগে অর্থাৎ ১৮১৫ সালে প্রথম অতি উৎপাদনের সংকটে পড়েছিল বিশ্বজয়ী পুঁজিবাদ। মন্দা চলেছিল ১৯২১ সাল পর্যন্ত। মন্দায় আক্রান্ত ইংলন্ডের শ্রমিকশ্রেণী গড়ে তুলেছিল নিজেদের রক্ষার সংগ্রাম। ইতিহাসে দাস প্রভুরা দাসদের ভরণ-পোষণে দায়-দায়িত্ব পালন করলেও মানব ইতিহাসে এই প্রথম পুঁজিবাদী মালিক গোষ্ঠী তাদের মজুরি দাসদের ভরণ-পোষণে যেমন অক্ষম-আযোগ্য হল তেমন উৎপাদন উপকরণের উপযুক্ত ও যথার্থ ব্যবহারেও তাঁরা ব্যর্থ হল। ফলে- পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একদিকে উৎপাদন উপকরণের বিদ্রোহ ও অন্যদিকে যুগপত শ্রমিকশ্রেণীর বিদ্রোহ বা আন্দোলন-সংগ্রামের ভয়ে ভীত পুঁজিবাদ নিজ চরিত্র বিরোধী সমাজিক চুক্তিতে উপনীত হতে বাধ্য হয়ে তাবৎ পুঁজিবাদী কুল তাদের শত্রুপক্ষ শ্রমিকশ্রেণীকে মোকাবেলা করা সহ উৎপাদন উপকরণের প্রকৃত ক্ষমতা ব্যবহার না করার জন্য সহমতে উপনীত হয়েও কমিউনিজমের আতংকে আতংকিত হয়ে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় সাবেকী প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শ -রাজনীতির সহিত মিতালী ও জোটবদ্ধ হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল চার্চ ইত্যাদিতে।

কিন্তু, তৎসত্ত্বেও উৎপাদন সংকট হতে রেহাই পায়নি পুঁজিবাদ কেবলই পুঁজির জন্মশর্ত ও পুঁজি-পণ্যের সঞ্চলন ও পুনরুৎপাদনের সূত্র- নিয়মজাত কারণেই।বৃদ্ধ পুঁজিবাদের অনুরূপ নৈরাজ্যিক ও আতংকিত অবস্থায় রচিত হল কমিউনিষ্ট ইস্তাহার। শ্রেণী মুক্তির উপযুক্ত সনদ -কমিউনিষ্ট ইস্তাহার হতে উপযুক্ত তত্ত্ব-তথ্য ও দিগ নির্দেশণা লাভ করল বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী। মুক্তির শর্ত স্বরূপ নিয়ামক নীতি হিসাবে ঘোষিত হল- "দুনিয়ার মজুর এক হও"। উক্ত নীতি বাস্তবায়নে গড়ে উঠল "শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি"।

১৮৭১ সালে প্যারী কমিউন আবিস্কার করল সেই রাজনৈতিক রূপ যার আওতায় শ্রমের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন হবে। অত:পর, বুর্জোয়া আতংকবাদীরা এবার সত্যি সত্যি কমিউনিজমের ভূত নয় বরং দেখতে পেল বটে কমিউনিজমের ভিত্তি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিশ্ব প্রজাতন্ত্র । ফলে-কমিউনিজমের আতংকে তাবৎ বুর্জোয়ারাই ভূত হয়েছিল বলেই জার্মান পুঁজিপতিদের সেবক-রক্ষক তবে বিশ্ব পুঁজিবাদের উপযুক্ত মাস্তান বিশ্বগুন্ডা বিসমার্কের ভূতুড়ে নয়,একদম পরিকল্পিত ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক পৈচাশিক তান্ডবে ও হিংস্রতায় পরাজিত হয় শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব প্রজাতন্ত্র-প্যারী কমিউন।

বিশ্ব পুঁজিবাদের এক নাম্বার শত্রু হিসাবে ঘোষিত হয় শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সমিতি। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সমিতির বিপরীতে বিসমার্কের উদ্যোগে পাল্টা গঠিত হল তিন সম্রাটের লীগ। দমন-পীড়ন, অত্যাচার-নির্যাতন চলল ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর উপর। বিশেষত- বিসমার্ক জার্মানীতে অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালানোর জন্য তৈরী করল সমাজতন্ত্র বিরোধী আইন। কিন্তু, এতোসব সত্ত্বেও জার্মান শ্রমিকশ্রেণী ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করে সংসদে সিট সংখ্যা যেমন বাড়াতে থাকল তেমন ভোট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হল।অপরদিকে জার্মানীর পুঁজিপতিশ্রেণীর রক্ষক তথা প্যারী কমিউন দমনের বিনিময়ে অর্জিত নগদ অর্থ লাভকারী জার্মান রাষ্ট্র ইত:পূর্বেকার কেন্দ্রীভূত পুঁজির অধিকারী ব্যভিচারী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ইংলন্ড ইত্যাদির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতে পরিণত হল।

প্যারী কমিউনের উপর আপাত বিজয়ী পুঁজিবাদ বিশেষত জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণী একদিকে প্রতিপক্ষ ইউরোপীয় পুঁজিপতি শ্রেণীকে পরাস্তকরণে এবং অন্যদিকে নব উদ্যমে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীকে পরাভূতকরণে নিজেই কমিউনিজমের ভূত সাজলো। অর্থাৎ জার্মান শ্রমিকদের দল হিসাবে পরিচিত জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেট পার্টির জাঁদরেল নেতাদের ভাড়া করে । যদিচ, মুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সমাজতন্ত্রের কর্মসূচী গ্রহণ করায় মার্কসরা ঐ পার্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছিল।

এ্যাংগেলসের মৃত্যুর পরের বছর ১৮৯৬ সালে জার্মান ডেমোক্রেটদের প্রভাবাধীন ২য় আন্তর্জাতিকের লন্ডন কনফারেন্সে সমাজতন্ত্রীদের কর্মসূচী হিসাবে "জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার" গৃহীত হয়। যার অর্থ হচ্ছে- অধিকতর কেন্দ্রীভূত পুঁজির অধিকারী ব্যভিচারী - সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সহিত তুলনামূলক স্বল্প পুঁজির অধিকারী রাষ্ট্রের পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরোধ বা উপনিবেশিক রাষ্ট্রের পুঁজিপতিশ্রেণীর সহিত উপনিবেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর বৈরীতায় স্বল্প পুঁজিওয়ালা বা উপনিবেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর পক্ষভুক্ত হয়ে উপনিবেশের পুঁজিপতিদের স্বার্থে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করা। উল্লেখ্য-জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের বক্তব্যটি জন লক হতে ধার নিয়ে জেফারসন্সরা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা তথা ইংলন্ড হতে বিচ্ছিন্নতার নীতিগত যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করেছিল।

পুঁজিবাদের বিনাশ বৈ পুঁজিবাদের আন্তবিরোধ বা বৈরীতায় অংশ গ্রহণ বা পুঁজিপতিশ্রেণীর পক্ষভুক্ত হওয়া শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ বিরোধী-বৈরী এবং শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির পরিপন্থী দুস্কর্ম হিসাবে গণ্য হয় বলেই অনুরূপ দুস্কর্ম সংঘটনে ২য় আন্তর্জাতিকের কর্তারা শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারিত ও বিভ্রান্তকরণে রাজনৈতিক চাতুরালী ও চালবাজির আশ্রয় নিয়ে জাত-পাত হীন শ্রমিকশ্রেণীকে ভুয়া-কৃত্রিম জাত-জাতির অধীন ও আত্মীকরণ করে কেবলই ভুয়া জাতিয় মুক্তি বা জাতীয় স্বাধীনতা হাসিলের রাজনৈতিক অপতৎপরতায় নিয়োজিত রাখতে তথাকথিত জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার তথা জাতির স্বাধীনতা বা জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম ইত্যাদি সমর্থন ও সহযোগিতা করার নীতি গ্রহণ করে কার্যত শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী মুক্তির সংগ্রামকে বিপথে চালিত করে বা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে কৌশলে বিশ্ব পুঁজিপতিশ্রেণী তথা পুঁজিবাদের স্বার্থে ব্যবহার করে শ্রেণীমুক্তির সংগ্রামকে অস্বীকারই কেবল করেনি বরং শ্রমিকশ্রেণীর আজন্ম শত্রু পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ করার পরিবর্তে স্থানিকতা বা জাতিয়তার নামে পুঁজিপতিশ্রেণীরই অংশ বিশেষের সহিত সহযোগিতা করার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী চৈতন্য লুপ্ত করা সহ শ্রেণী সংগ্রামের চেতনা লাভে বা বিকাশের পথেও মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

ফলে-২য় আন্তর্জাতিকের সদস্য পার্টিগুলি কার্যত শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির নিয়ামক শর্ত - "আন্তর্জাতিকতাবাদ" হতে সরে গিয়ে কেবলই জাতি-রাষ্ট্র ভিত্তিক মুক্তরাষ্ট্রের সমাজতন্ত্রীতে পরিগণিত হল। স্বদেশ, স্বজাতি হারানো শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদকে পরাজিত ও বিলুপ্ত করে সাধারণ মালিকানার বৈশ্বিক সমাজ তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নিজ নিজে দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করে বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি গড়ে তোলা ও তদ্রুপ ক্রিয়াদির মাধ্যমে গঠিত ঐক্য-সংহতিকে আরো সংহতকরণের সামাজিক কাজটি

সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা-আবশ্যকতায় প্রতিষ্ঠিত ২য় আন্তর্জাতিক উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর সাথে বেঈমানি ও বিশ্বাসঘাতকতা করে পরিণত হল বুর্জোয়াদের চর-অনুচরে।

উল্লেখিত সিদ্ধান্ত বিষয়ে মতানৈক্য থাকলেও ২য় আন্তর্জাতিকে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের প্রাধান্যে কার্যত আন্তর্জাতিকের প্রায় সকল সদস্য পার্টি পরিণত হল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দলে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে স্বীয় শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী পরিত্যাগ ও পরিহার করে এবং স্বীয় শ্রেণী চরিত্র-চৈতন্য বিসর্জন দিয়ে কেবলই পীড়িত পুঁজিপতির স্বার্থে কেবলই 'জাতির' মধ্যে বিলীন হয়ে নিজ নিজ দেশের-জাতির বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে লড়াই না করে বিপরীতে স্বদেশী বুর্জোয়াদের পক্ষে সংগ্রামে মনোযোগী হয়ে উপনিবেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম কার্যত জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বি ইংলন্ড ইত্যাদির বিরুদ্ধে উপনিবেশ সমূহের কথিত স্বাধীনতার সংগ্রামে কল্পিত ও বানোয়াটি মূলে সৃষ্ট 'জাতীয় বুর্জোয়ার' স্বপক্ষে লড়াই করতে বলা হল।

রুশী মার্কসবাদী লেনিন আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন- জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তি অর্জনে যদি জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী অক্ষম-অযোগ্য হয় তবে শ্রমিকশ্রেণীকেই বুর্জোয়া মুক্তির অসম্পূর্ণ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন-সম্পাদন করতে হবে। অত:পর, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার নির্দেশিত-সকল দেশের সকল শ্রমিকের স্বার্থের স্বার্থক ও উপযুক্ত প্রতিনিধি কমিউনিষ্টের করণীয় মর্মে বিশ্বের সকল শ্রমিকের স্বার্থের সংগ্রামের সমর্থক-রক্ষক হওয়ার পরিবর্তে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত পুঁজিপতি ও পীড়িত জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের সর্বাধিক দৃঢ় সমর্থক-রক্ষক হিসাবে কমিউনিষ্ট করণীয় মর্মে কমিউনিষ্টদের দায়িত্ব নির্ধারণ ও নির্দিষ্ট করলেন লেনিন ।

দেশী-বিদেশী, স্বভাষী-ভিন্নভাষী বা জাতীয়-বিজাতীয় নির্বিশেষে বুর্জোয়ারা প্রত্যেকেই উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নকারী শ্রমিকের শ্রমের "অদেয় দাম" লুণ্ঠন করে থাকে। অনুরূপ লুণ্ঠনের মাধ্যমে পুঁজি সৃষ্টি করাই উৎপাদন উপকরণের দখলদার বা পুঁজিপতিশ্রেণীর কার্য বলেই উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতকারী /ভোগী সকলেই শ্রমিকশ্রেণীর শ্রম শক্তির শোষক বিধায় ব্যক্তিমালিকানার সুযোগ-সুবিধায় বুর্জোয়ামাত্রই -শ্রম শক্তির ক্রেতা, ঠগবাজ, ফেরেববাজ হেতু শ্রমিকের শত্রু ।

অত:পর, বুর্জোয়াশ্রেণীকে উৎখাত করে ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটিয়ে সাধারণ মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সকল সুযোগ রহিতকরণে-সকল প্রকার উত্তরাধিকার সমেত ব্যক্তিমালিকানার রক্ষক পরিবার ও রাষ্ট্র বিলুপ্তকরণে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের স্বাধীন সদস্য বা ইউনিট গণ্যে প্রত্যেকের স্বাধীনতা নিশ্চিতকল্পে সমাজের মুক্তি নিশ্চিতিতে তথা শ্রমকে বিশেষ গোষ্ঠীর ধর্ম হওয়া থেকে মুক্ত করে সকলের সাধারণ ধর্মে পরিণত করে কায়িক ও মানসিক শ্রমের বৈষম্য-তফাত বিমোচন তথা শ্রেণী বিভাজনের চিরাবসান ঘটিয়ে বিশ্বের সকল মানুষের সম্মিলিত সংগ্রাম বা সামাজিক লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রকৃতিকে সর্বাধিক অনুকূলে ও নিয়ন্ত্রণে আনার প্রক্রিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর

আধিপত্যে শোষণমুক্ত বৈশ্বিক সমাজ অর্থাৎ **উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন ও আত্মসাতকরণের সুযোগহীন** সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকের উদ্দেশ্য ও করণীয় এবং ইতিহাস নির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য হওয়া সত্ত্বেও উল্লেখিত সিদ্ধান্তমূলে ২য় আন্তর্জাতিকের প্রভাবাধীন শ্রমিকশ্রেণী নিজ নিজ দেশে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিবর্তে দেশীয় বুর্জোয়াদের মিত্র শক্তিতে পরিণত হয়ে নিজের শ্রেণী স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে প্রকৃতই অস্তিত্বহীন কেবলই ভাবাবেগপূর্ণ 'খাঁটি দেশপ্রেমিক' হিসাবে আর্ভিভূত হল। জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের ছুতায় পীড়ক বুর্জোয়া জাতির বিরুদ্ধে পীড়িত বুর্জোয়া জাতির সংগ্রাম তথা বুর্জোয়া মুক্তির সংগ্রাম সমর্থন-সহযোগিতা করা বা শ্রমিকশ্রেণীকে দেশপ্রেমিকের কাতারবন্দী বা তকমাভুক্তকরণ-সন্দেহাতীতভাবে কমিউনিষ্ট ইস্তাহার ও প্যারী কমিউনের নীতি ও নির্দেশনার পরিপন্থী।

কিন্তু, মার্কসের আবিস্কৃত উদ্বৃত্ত-মুল্য তত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান যথার্থ ও সঠিক নয় এমনটা বলার সুযোগহীনতায় এবং ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীসহ অপরাপর দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কমিউনিষ্ট ইস্তাহার ও প্যারী কমিউনের ব্যাপক প্রভাব ও জনপ্রিয়তা থাকায় জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ইত্যাদি যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বিরোধী নয় বা সমাজতন্ত্রের সাথে সাংঘর্ষিক নয় তেমন বা তদ্রুপ ভ্রান্ত ধারণা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রতিপন্নে ও উৎপন্নে ২য় আন্তর্জাতিকের পান্ডারা তাঁদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের দুরভিসন্ধিতে - বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব-সূত্র আবিস্কারক মার্কসকে প্রতারণা ও জালিয়াতিমূলে তাঁদের শিখন্ডি হিসাবে ব্যবহার করে।

কমিউনিষ্ট ইস্তাহার বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতিমূলেই মার্কসের আবিস্কার বা সূত্র-ব্যাখ্যা ইত্যাদি মার্কসের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় বরং সমগ্র দুনিয়ার সকলের সাধারণ সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও কেবলই বুর্জোয়া মালিকানাবোধে মার্কসকে তাঁর আবিস্কারের মালিক সাজিয়ে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সহিত সমাঞ্জস্যহীন-সাংঘর্ষিক ও ক্ষতিকর " মার্কসবাদ" শব্দের দ্বারা যেমন সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান তেমন মার্কস-এ্যাংগেলস সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও বিভ্রম সৃষ্টি করে আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার পন্থী পান্ডারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আবিস্কারক বা বিজ্ঞানী মার্কসের আবিস্কৃত তত্ত্বের অনুসরণ বা অনুশীলন করা নয় বরং বিজ্ঞানী মার্কসকে- বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতার ঘোরতর শত্রু গুরুবাদের মহান গুরু সাজিয়ে গুরু মার্কসের খাঁটি শিষ্য প্রতিপন্নে- নিজেদেরকে "মার্কসবাদী" হিসাবে জাহির করে তাঁদের সকল দুস্কর্মকে "মার্কসবাদের" আবরণে বাজারজাত করে।

উল্লেখ্য-সমসাময়িককালে জার্মান রাজাও বৃটিশ কলোনী সহ অন্যান্য কলোনীতে জাতিয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের ফতোয়ায় কার্যত নিজেদের কেন্দ্রীভূত-ঘনীভূত পুঁজির সঞ্চালন ও মজুতকৃত পণ্যের বাজারজাতকরণের অনুকুল সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিতে কলোনীর স্বাধীনতার নামে দেশে দেশে মিত্রের ছদ্মাবরণে এজেন্ট নিয়োগ করে ও তদমর্মে অস্ত্র - অর্থ সহ সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করে। আরো উল্লেখ্য-আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার বা জাতীয় স্বাধীনতা ইত্যকার ছুতায় অনুরুপ নীতি ইত:পূর্বে স্পেন-ফ্রান্স ও ইংলন্ডও পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিল। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর

ইতিহাস কেবলমাত্র দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা পন্থীদের স্বাধীন কার্যক্রমই নয় বরং ব্যভিচারী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরের বাজার দখল-বেদখলের নিমিত্তে ভুয়া দেশপ্রেমি কীর্তিকলাপের যোগসাজসীদের পারস্পারিক স্বার্থোদ্ধারের যুদ্ধ বা হিংস্র-ঘৃণ্য ও জঘন্য কার্যকলাপের যেমন তেমন খোদ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক দায়-দায়িত্ব পালনে স্বয়ং অক্ষমতা -অযোগ্যতা সমেত কার্যত রাষ্ট্রের অকার্যকরতা-অনাবশ্যকতা ও বিনাশেরও খাস খতিয়ান বা ইতিহাস।

অর্থাৎ মজুরি দাসকে আরো কঠিন-কঠোরভাবে দাসত্বের বন্ধনে বন্দী রেখে নব সৃষ্ট রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীক বেষ্টনী বা রাষ্ট্রিক শৃংখলের বন্দনীতে তথা রাষ্ট্রিক কারাগারে আবদ্ধ করে আরো অধিকতর মাত্রায় উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নে বাধ্য করে উৎপাদিত পণ্য ও পুঁজির সঞ্চালন তথা বাজারজাতকরণে স্থানীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও রক্ষায় কেবলমাত্র পুঁজিওয়ালাদের স্বার্থেই ঐতিহাসিকভাবেই অকার্যকর ও মৃতবৎ রাষ্ট্রের স্থলে আরো নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠন করার বৈরীতায় নতুন-পুরাতন রাষ্ট্রের বুর্জোয়াদের বিরোধে-যুদ্ধে বা জয়-পরাজয়ে লাভালাভ সবই পুঁজিপতিশ্রেণীর এবং পুরানো অকার্যকর রাষ্ট্রের পরিবর্তে নতুন কার্যকর রাষ্ট্র বিনির্মাতাদের তদমর্মে দুরাশা ও দু:স্বপ্ন পূরণে সমাজতন্ত্র-গণতন্ত্র ইত্যকার রাজনৈতিক জালিয়াতি ও চালবাজিতে কার্যত কেবলই এক ব্যক্তির একক ক্ষমতার চরম কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের ভয়ানক স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টায় আরো নানান সংকট-সমস্যা জন্ম দিয়ে কার্যত পূর্বাপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাংকের কর্তৃত্বাধীন জগতে স্বয়ং ক্ষমতায় অসম্পূর্ণ বা রাষ্ট্রিক ক্ষমতায় কার্যত অক্ষম এক উদ্ভট রাষ্ট্রের ততোধিক উদ্ভট ও কঠিন কঠোর রাষ্ট্রিক শৃংখলায় শৃংখলিত ও বিভাজিত শ্রমিকশ্রেণীর কেবলই আরো আরো ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই, পুঁজির সঞ্চালন নিশ্চিতিতে পুঁজির নিয়ম বা সূত্রানুসারে পুঁজিপতিশ্রেণীর পরস্পরকে মালিকানাহীন করার আন্ত লড়াইয়ের অপর নাম ভুয়া জাতীয় মুক্তি বা তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম। অথবা, বৃদ্ধ পুঁজিবাদের মতোই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত অর্থাৎ ব্যভিচারী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে নিজস্ব রাষ্ট্রিক সত্ত্বা ও অস্তিত্ব রক্ষায় স্বীয় অক্ষমতায় নানান ভাগ-বিভাজনের মাধ্যমে নতুন নতুন রাষ্ট্র পত্তন করা বৈ বিকল্প ছিল না বলে কেবলই মরণাপন্ন পুঁজিবাদের মতোই মৃতবৎ রাষ্টকে রক্ষার রাজনীতিই হচ্ছে-স্বাধীনতা ও জাতিয় মুক্তির সংগ্রাম।

অত:পর, উপনিবেশিক ও উপনিবেশের পুঁজিপতিদের রাজনীতিক-রাষ্ট্রজীবীদের পুঁজিবাদ সমেত রাষ্ট্র রক্ষায় অনুসৃত রাজনীতি আর শ্রমিকশ্রেণীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতাকারী ২য় আন্তর্জাতিকের প্রতারক নেতাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী সমার্থক-সম্পূরক ও সমর্থনীয় হওয়ায়-তারা পরস্পরের সহযোগী হওয়া সত্ত্বেও ২য় আন্ত র্জাতিকের কমিউনিষ্ট নামীয় বুর্জোয়া ভূতরাই সমাজতন্ত্রের আবরণে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল অন্তত ১ম বিশ্ব যুদ্ধ পর্যন্ত।

কমিউনিজমের ভূত উপযুক্তভাবে ব্যবহারকারী জার্মানী শিল্পোন্নয়নে ১৮৯৫ সালেই ইংলন্ড-ফ্রান্সের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতে পরিণত হলেও উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়। স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপের পুঁজিবাদ ১৮৯৮ সালেই নিপতিত হয় মহামন্দায় যা ১৯০০ সালে ভীষণ প্রকট আকার ধারণ করে। পুঁজির সূত্র অনুযায়ী মন্দা নিরসনে মরিয়া জার্মানীর আক্রমণের মাধ্যমে ১৯১৪ সালে শুরু হয় ১ম বিশ্বযুদ্ধ। জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার সমর্থনের ছুতায় ও ধারাবাহিকতায় জার্মানীর সমাজতন্ত্রী ভূতেরা যেমন জার্মান রাজার পক্ষে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছে তেমন তদমর্মে বাদ যায়নি ফ্রান্সসহ অপরাপর রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী কমিউনিষ্ট-সমাজতন্ত্রী ভূতেরা। বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই ২য় আন্তর্জাতিক অকার্যকর – বিলুপ্ত হয়। কেউ কেউ চেষ্টা করেছিল -শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ২য় আন্তর্জাতিককে সচল ও সক্রিয় রাখতে কিন্তু পারেননি।

জার্মানীর পরাজয় ও ভার্সাই চুক্তি মূলে লীগ অব ন্যাশনস গঠিত হওয়ার মাধ্যমে ইতিহাসের ভয়াবহমত জঘন্য-হিংস্র ১ম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হয়। লন্ড-ভন্ড জার্মান অর্থনীতি পুনর্গঠনে জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণীর বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে ২য় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতক নেতাদের সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলই জার্মানীর রাষ্ট্রিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। সমাজতন্ত্রী ভূতরা ক্ষমতা গ্রহণ করেই তাঁদের বিরোধী তবে বিশ্ব বিপ্লবপন্থী এবং জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার বিষয়ে ভিন্নমত ছিল তবু ২য় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বে ছিল বা বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীকে সমর্থন দেয়নি এমন নেতৃত্বকে প্রথম সুযোগেই সাবেক রাজার গুপ্তঘাতক বাহিনী দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা সহ আন্দোলনকারী শ্রমিকদেরকে নিষ্ঠুরভাবে দমন-পীড়ন, হত্যা-খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন ও অত্যাচার করে অবশিষ্ট শ্রমজীবীকে নিয়ন্ত্রণ ও বাগে এনে পুঁজিপতিশ্রেণীর জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন ও তা আত্মসাতের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছিল।

২য় আন্তর্জাতিকের লন্ডন সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের দৃঢ় সমর্থক ও প্রচারক লেনিন ১ম বিশ্বযুদ্ধের শেষ প্রান্তে ১৯১৭ সালের শেষ লগ্নে চক্রান্ত মূলে ও সেনাশক্তির বলে রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব-সূত্র মতোতো বটেই এমনকি খোদ লেনিনেরও ইত:পূর্বেকার অভ্যুত্থান বিষয়ক বক্তব্যের পরিপন্থী হওয়া সত্বেও অনুরূপ ক্ষমতা দখলকে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হিসাবে প্রতারণামূলে জাহির করে বিশ্বের তাবৎ শ্রমিকশ্রেণীকে ধোঁকা ও ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে। রাশিয়াকে জার্মান ও জার্মান সহযোগীদের পুঁজি-পণ্যের অবাধ বাজার স্বীকৃতিতে বিশ্ব পুঁজিবাদের বিশেষত জার্মান পুঁজির স্বপক্ষে ও অনুকূলে ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে জার্মানীর সাথে ব্রেস্ত-লিতোভস্ক চুক্তি করে রুশ ক্ষমতাসীন বলশেভিকরা পোলান্ডসহ রাশিয়ার এক বিরাট অংশ জার্মানীকে প্রদান করে ।

ফলে- ১ম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী মনোভাব নিয়ে ও অনুগত রুশ বলশেভিকদের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুকূল সুবিধায় আরো হিংসাত্মক ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে জার্মানী এবং প্রলম্বিত হয় ১ম বিশ্ব যুদ্ধ। অন্তত পূর্বতম সরকারের ধারাবাহিকতায় লেনিনরা অনঢ় থাকলেও ভাবীকালে পরাজিত জার্মান নিশ্চিতভাবে আরো বহুপূর্বেই পরাজিত হত। তাতে-

ভয়ংকর বিশ্বযুদ্ধের ভয়ানক তান্ডব হতে বিশ্ববাসী আরো আগেই রেহাই পেত। আবার বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হলেও খোদ রাশিয়ায় যুদ্ধ হয়েছে আরো ৪ বছর। ফলে কথিত শান্তিচুক্তি মূলে খোদ রাশিয়াতেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাছাড়া- যে বাজারের জন্য জার্মানী যুদ্ধ শুরু করেছিল সেরূপ বাজারের সুযোগ অর্থাৎ জার্মান ও জার্মান সহযোগীদের পুঁজি-পণ্যের অবাধ চারণ ভূমিতে পরিণত হয় লেনিনের রাশিয়া উল্লেখিত ব্রেস্ত-লিতোভ্স্ক চুক্তিমূলে। এতেও বাহ্যত লাভ হয়েছে জার্মান পুঁজির কিন্তু মূলত লাভটা বিশ্ব পুঁজিবাদেরই।

মহাসংকটাপন্ন পুঁজির আন্ত:বিরোধে যেমন ১ম বিশ্ব যুদ্ধ হয়েছে তেমন পুঁজির অনুকূলেই লেনিনরা রুশের ক্ষমতা দখল করলেও তাবৎ লেনিনবাদীরা লেনিনদের ক্ষমতা দখলকে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে যেমন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলে জাহির করে তেমন রাষ্ট্র বিলোপকারী সমাজতন্ত্র সমাজ বৈ রাষ্ট্র না হলেও লেনিনের দখলীকৃত রুশকে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে প্রচার করে সমাজতন্ত্র ও রাষ্ট্র বিষয়ে ভয়ানক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। অর্থাৎ পুঁজি ও শ্রমের বিরোধ অর্থাৎ পুঁজিপতিশ্রেণীর সহিত শ্রমিকশ্রেণীর মিমাংসার অতিত বিরোধের হেতুবাদে শ্রেণী সংগ্রামের নিয়মে পুঁজিবাদকে উৎখাত করে রাষ্ট্র নয় 'প্যারী কমিউনের' মতোই সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব-সূত্র অস্বীকার ও অকার্যকর গণ্যে কেবলই লেনিনের মতো প্রতিভাবান গুরুর মহান প্রতিভার গুণেই রাশিয়ার মতো সাংবিধানিকমূলে ডিভাইন রাইটহোল্ডার সুপ্রিম অটোক্রাট জারের স্বৈরতান্ত্রিক ভাংগাচুরা রাষ্ট্র ও কৃষি প্রাধান্যের অর্থনীতির দেশের অংশবিশেষে ক্ষমতা দখল করা সহ লেনিনরা যা করেছে তাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে।

অথচ, মার্কস-এ্যাংগেলসরা - সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক নিয়ম ও সূত্র অর্থাৎ সাবেকী উৎপাদন সম্পর্কের সহিত নতুন উৎপাদন উপকরণের বিরোধ-বৈরীতায় পুরানো সমাজের সৃষ্ট নতুন নতুন উৎপাদন উপকরণের উপযোগী নতুন সমাজ পত্তন ও গঠনের শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বকে ভিত্তি ধরে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের মজুরি দাসত্বের পুঁজিবাদী সমাজ পরিবর্তন বিষয়ে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তা সংক্ষেপে এই-

সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে সুস্পষ্ট মৌলিক জ্ঞান ও পরিবর্তিত সমাজে করণীয় ও না-করণীয় বিষয়ে পরিস্কার-স্বচ্ছ্ব ধারণাপুষ্ট এবং অনুরূপ জানা-বুঝার বা তৎবিষয়ে সম্যক উপলব্ধি সম্পন্ন - সচেতন জনসমষ্টির সম্মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমেই সমাজ বিপ্লব সংঘটিত হয় বলেই বিপ্লব কোন ফরমায়েশী বা কতিপয় প্রতিভাবান ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-কর্ম নয়। অত:পর, পুঁজিবাদ বৃহদায়তন শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ায় ব্যক্তি পুঁজিপতির স্থলে প্রতিষ্ঠানটি বেতনভুক কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় শিল্প মালিকানায় ব্যক্তি পুঁজিপতির অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ ও সুনিশ্চিত হওয়ায় এবং একই সাথে শিল্পগত নিয়ম-শৃংখলায় অভ্যস্ত -অভিজ্ঞ শ্রমিকশ্রেণী যেমন শিল্প তেমন সমাজ পরিচালনে উপযুক্ততা অর্জন করায় পুঁজি গঠনের শর্তে অতি উৎপাদন প্রসূত পুঁজিবাদী সংকট উত্তরণে পুঁজিবাদী ব্যক্তি মালিকানার বিরুদ্ধে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠায় উৎপাদন উপকরণের বিদ্রোহের সহযোগী উক্তরূপ অভিজ্ঞ-বিজ্ঞ তথা উৎপাদন উপকরণের সাধারণ

মালিকানা অর্জন ও পরিচালনায় যোগ্য শ্রমিকশ্রেণী সমাজ বিকাশের শ্রেণী সংগ্রামের নিয়মে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় একমাত্র উপযুক্ত ও যোগ্য শ্রেণী।

তদপুরি বিশ্বজনীন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ও বিলোপ কেবলমাত্র কোন দেশ-রাষ্ট্র বিশেষের গন্ডীতে নয় বা শিল্প-কারখানা সমেত উৎপাদন উপকরণের সাধারণ বা সামাজিক মালিকানাধীন সমাজ পরিচালনায় অনুরূপ অভিজ্ঞ-পরিপক্ক শ্রমিক শ্রেণী অনুপস্থিত এমন অঞ্চলেও নয় বরং পুঁজিবাদী বিকাশের অনুরূপ স্তর অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব বিপ্লবের আদি ক্ষেত্র ফ্রান্স-ইংলন্ড ও জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণীর সম্মিলিত ও বৈশ্বিক লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বযুদ্ধের পরিণতিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ের শুরুতে ফ্রান্স-ইংলন্ড ও জার্মানীতেই প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রই বৈশ্বিক পরিসরে সমাজতন্ত্র বিজয়ের শর্ত।

মার্কস-এ্যাংগেলসদের উক্তরূপ তত্ত্ব-সূত্র ও বক্তব্যকে বেমালুম অস্বীকার-অকার্যকর করে বা কেবলই ভুল বলে অথচ ভুলের উপযুক্ত কারণ উল্লেখ বা তদমর্মে যথার্থ ব্যাখ্যা না দিয়ে বরং শ্রমিকশ্রেণীর মার্কসকে বিশ্ব পুঁজিবাদের পক্ষে ছিনতাই ও জিম্মি করে অতীব সুকৌশলে লেনিনরা নিজেদেরকে " মার্কসবাদের" আবরণীতে আবৃত করে নিজেদেরকে মার্কসের মুল অনুসারী-অনুগামী গণ্যে ও পরিচিতিতে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত করে মার্কসদের আবিস্কৃত পুঁজিবাদী মালিকানার সাথে উৎপাদন উপকরণের বৈরীতা-বিরোধীতায় শ্রেণী সংগ্রামের অনিবার্যতায় সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক নিয়ম-সূত্র মতো নয়, কেবলই রুশ বলশেভিকদের নেতা লেনিনের কেরামতি ও তেলছমাতিতেই - শিল্প পরিচালনায় অনভিজ্ঞ সংখ্যাল্প শ্রমিকশ্রেণী সহ সরকারী দুষ্ট-দুর্বৃত্ত কর্মচারী সমেত খাজনা ভোগী বর্বর জমিদারদের বেগারী সহ নানান অত্যাচার-অনাচারের কবল হতে মুক্তি লাভে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের প্রতিনিধি 'মহান জারের' দয়া প্রাথী বিপুল সংখ্যক কৃষকের বিশাল দেশ রাশিয়ায় এবং কেবলমাত্র রাশিয়ার মতো এক দেশেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করা সম্ভব বলে এবং সমাজতন্ত্র -রাষ্ট্র নয়, সমাজ অর্থাৎ মার্কসদের বিবরণে কেবলই "সমাজ" হওয়া সত্ত্বেও সাবেক জারের সেনা-পুলিশ ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রকেই উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতিতে উপযুক্ত কর্তৃত্ব গণ্যে লেনিনেরই বিবৃতিতে- রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী রুশ রাষ্টকেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে প্রতারণা ও জালিয়াতি মুলে দুনিয়ায় প্রচার করে এবং তদ্রুপ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও অনুরূপ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাবৎ দুনিয়ার পীড়িত বুর্জোয়াদের পীড়ন মুক্তি তথা বুর্জোয়া মুক্তির বা পীড়িত জাতি সমুহের জাতীয় আত্ম -নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রয়োজনে স্বশস্ত্র হামলা-আক্রমণ করে লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র গঠনে ও বিশ্ব জয়ে রাশিয়ার মজুরদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যে অর্থাৎ রুশ মজুরদের শ্রমের অদেয় দামে-ষ্ট্যালিনদের গুরু লেনিন পত্তন করেছিল তথাকথিত কমিউনিষ্ট ৩য় আন্তর্জাতিক।

মার্কসবাদী লেনিনের দেয় ঘুষ-বকশিশ বা সেলামী গ্রহীতা জার্মান বুর্জোয়া ও রুশীয় জারের দুর্নীতিবাজ আমলারা প্রাপ্ত সেলামির কারণেই যেমন জানতো তেমন দুনিয়ার

আরো বহু বুর্জোয়ারাও বিশেষত যারা রাশিয়ার সাথে নানান চুক্তি করেছে বা ব্যবসা বাণিজ্য করেছে বা লেনিনকে ত্রাণ সামগ্রী দিয়েছে তারা সকলেই স্বীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কারণেই জানতো যে, উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ সুবিধা রহিত-বাতিল ও বিলোপ করার জন্য নয় বরং রাষ্ট্রিক মনোপলির কর্তৃত্বে আরো অধিকতর উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন ও তা আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রিয় পুঁজি গঠনে কার্যকর ও উপযুক্ত একটি স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র বৈ লেনিনের কথিত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া মোটেই সমাজতান্ত্রিক সমাজ নয়।

তবু, কেবলমাত্র পুঁজির স্বার্থেই দুনিয়ার তাবৎ বুর্জোয়ারা যেমন রাশিয়াকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ব্যাপক প্রচার করলো তেমন লেনিনবাদীরাও রাশিয়াকেই সমাজতন্ত্রের মার্কসবাদী -লেনিনবাদী মডেল হিসাবে উপস্থাপন করায় বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী সহ পুঁজিবাদ বিরোধীরা বিমোহিত-বিভ্রান্ত হয়ে কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই 'সমাজ' নয় , রাষ্ট্রকেই সমাজতন্ত্র হিসাবে কবুল করেছিল। ফলে- লেনিনের মতো ক্যারিশম্যাটিক এন্ড ভিক্টোরিয়াস প্রতিভার জয়-জয়কারে উৎপাদন ও সমাজ পরিবর্তনে **শ্রমের ভূমিকা যেমন অস্বীকৃত ও অকার্যকর** হল তেমন বস্তুবাদের নামেই অবস্তুবাদী বা অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার আধিক্য ব্যাপকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ঘটলো এবং তা মারাত্মক ভয়াবহতাসহ ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পেল ও প্রসার লাভ করলো।

একদা ঈশ্বরদ্রোহীতায় বিদ্রোহী বিজ্ঞানের সহযোগী-সহযাত্রী হলেও মার্কসদের আমলে ভীতু পুঁজিবাদীরা অস্তিত্ব সংকটোত্তরণে যেমন বিজ্ঞান বিরোধী ঐশ্বরিকতা-পরলৌকিকতা বা ভাববাদের সাথে আঁতাত করে বা জোটবদ্ধ হয়ে চার্চে আশ্রয় নিয়েছিল তেমন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রিক মনোপলিমূলে আরো অধিকতর হারে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে বাধ্য করে জার আমলের তুলনায় আরো আরো অধিকতর উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতকারী লেনিনবাদীরা শোষিত-পীড়িত ও ক্ষুব্ধ শ্রমিকশ্রেণীর ভয়ে আশ্রয় নিয়েছিল কেবল চার্চেই নয় বরং দাসতন্ত্রের আদি নিবাস মিশরীয় পিরামিডে। ফলে- সকল প্রকার বুর্জোয়া অর্থাৎ সংরক্ষণবাদী, অবাধ বাণিজ্য পন্থী ও রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী বুর্জোয়া-সকলেই প্রাক পুঁজিবাদী রাজনীতি বা মতাদর্শের ব্যাপক প্রচলন-প্রসার ঘটিয়ে একদা পুঁজিবাদের নিকট পরাজিত ও প্রায় বিলীন ' মাইথলোজিকেই' পুনর্জীবিত করে ব্যাপকভাবে মাইথলোজির বিস্তার-প্রসার সাধন করেছে বলেই আজকের বিশ্বের মোড়ল যুক্তরাষ্ট্র কেবলই ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের দু:স্বপ্ন যেমন দেখায় তেমন মিথ বা ধর্মেরই ব্যাপক প্রচার-প্রসার করছে; সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের খন্ড-বিখন্ডেও ধর্ম-মিথ ইত্যাদির ব্যানারে ব্যাপক রাজনীতি যেমন হচ্ছে তেমন অনুরূপ প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির প্রসার ঘটেছে ও ঘটাচ্ছে কুপমন্ডুক কমিউনিষ্ট-বুর্জোয়া সকলে এবং বিশ্ব পরিসরে।

তবু, সমাজতন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ও বিপক্ষে এহেন অবৈজ্ঞানিকতার যাবতীয় ক্ষতিকর বক্তব্য- লেনিনবাদী মোড়লদের বদৌলতে শ্রমিকশ্রেণী সহ বিশ্বের তাবৎ মুক্তিকামী-স্বাধীনতা প্রত্যাশী মানুষকে লেনিনবাদের ভাববাদীতায় নিক্ষিপ্ত-সম্মোহিত ও আপ্লুতকরণে আপাত:ত সাফল্য লাভ করল। তারই ধারাবাহিকতায় পূর্ব ইউরোপসহ চীন-ভিয়েতনাম ইত্যাদিতেও লেনিনবাদী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমজীবীদের সাথে

প্রতারণাতো বটেই তবু নির্বাচন ইত্যাদির আবরণে প্রথাগত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের একধরণের জবাবদীহিতার ভড়ংও না করে কেবলই আদি দাসত্বের ডিভাইন রাইটহোল্ডার প্রভু গণ্যে লেনিনবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীতো নয়ই এমনকি জনসাধারণের মতামতের তোয়াক্কা না করেই আমৃত্যু রাষ্ট্রিক পদ-পদবীতে অধিষ্ঠিত থেকে পূর্বাপর স্ব-বিরোধী ও বৈরীতাপূর্ণ এবং সাংঘর্ষিক ও পরস্পর বিরোধী বহু কাজ-কর্ম করা সত্ত্বেও একদম নির্ভুল ব্যক্তি মর্মে বিবেচ্য ও স্বীকৃত হয়ে প্রকৃতই শ্রমিকশ্রেণীকেতো বটেই জনসাধারণ্যেও আদিকালের প্রভুদের মতোই পুঁজিত-স্মরিত হওয়ার সকল কুসংস্কার ও কু-আচার অনুষ্ঠানের যাবতীয় অনাচার ও মানবতা বিরোধী ক্রিয়া-কর্ম সংঘটনের মাধ্যমে কার্যত মানব ইতিহাসের আদি দাসত্বের অধম দাসত্বের ঘৃণ্য মনোবৃত্তি ও কুসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা করায় যেমন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অবদান বা বৈজ্ঞানিক উপকরণ কেবলই ব্যবহার্য্য ও ভোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে তেমন শ্রমিকশ্রেণী সহ সমাজকে বৈজ্ঞানিকতা বা বিজ্ঞান মনস্কতা হতে রাষ্ট্রিক ক্ষমতায় বিতাড়িত ও দুরীভূত করে ব্যাপকভাবে যুগপত প্রভুত্ব ও গোলামি মানসিকতার প্রসার সাধনে লেনিনীয় 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার' জঘন্য ও বর্বর নীতি চালু ও কার্যকর করে অধীনস্ত ব্যক্তিসমষ্টিকে কেবলই ক্ষমতাসীন বা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি-কর্তৃত্বের কর্তৃত্বাধীন ও কর্তৃত্বানুগ ব্যক্তিতে পরিণত করে সামগ্রীকভাবে আদি দাসত্বের অধম দাস-প্রভু সম্পর্ক কার্যকরণে ব্যাপক খুন-খারাবি সহ যাবতীয় বর্বর-হিংসাত্মক কুকর্মাদি সম্পাদন করে কেবলই খুন-খারাবিকে সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক বীরের যোগ্যতার মানদন্ড নির্দিষ্ট ও স্থির করে লেনিন-মাওদের ভূতুড়ে সমাজতন্ত্রের রাজত্বে কেবলই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সদা-সর্বদা ভয়-ভীতিতে ভীত-সন্ত্রস্ত দাসানুদাসের মতো জীবনাচারে বাধ্য এক হুকুমের গোলাম জাতীয় জনগোষ্ঠী। যে জনগোষ্ঠী কেবলই বিনা বাক্য ব্যয়ে বা বিনা দ্রোহে কেবলই কমিউনিষ্ট ব্রাহ্মণদের সেবা করাসহ তাদের সকল হুকুম তামিলকরণে প্রয়োজনে নিজের বাঁচার শর্ত পরিত্যাগে ও অপরের বাঁচার শর্ত হরণে অর্থাৎ হত্যা সহ খুনাখুনিতে বাধ্য থাকবে। এমনকি তদমর্মে আইনানুগ বিচার-আচার যেমন প্রয়োজনীয় নয় তেমন দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব বা সহযোদ্ধার বিষয়টিও ধর্তব্য নয়। ভয়-ভীতি ও নৃশংসতার অনুরূপ ভয়ংকর পরিস্থিতি বজায় রাখতে- খুনের নেশায় উন্মত্ত পলপটদেরকে দ্রষ্টব্যের মধ্যে না নিলেও হত্যা-খুন, অপহরণ, নিপীড়ন, নির্যাতনের মতো বর্বরতা ও জঘন্যতায় ষ্ট্যালিনতো বটেই খোদ লেনিন-মাওরাও তদার্থে কেবল মোড়লই নয় বরং ব্যক্তিগত পৈচাশিকতা- নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতা প্রদর্শন বৈ বিরত থাকেনি।

যদিচ, বিচারান্তেও বেঁচে থাকার অধিকার হতে কোন কারণেই কাউকেই বঞ্চিত করার এখতিয়ার খোদ রাজা বা চার্চ, করোই নাই গণ্যে -বিবেচ্যে তদমর্মে মৃত্যুদন্ডকে রহিত করেছিল রোমের বুর্জোয়ারাই-কমিউনিষ্ট ইস্তাহার প্রকাশের পরের বছরেই। তাছাড়া, প্রভুত্ব -কর্তৃত্ব ও ব্যক্তিমালিকানাজাত কারণে উদ্ভুত হত্যা-খুনের ঘৃণ্য রাজনীতির চিরাবসান ঘটিয়ে শাশ্বত শান্তির সমাজ তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বৈ কারোই বেঁচে থাকার অধিকার হরণ করার চিন্তাও অন্তত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আবিস্কর্তা-ব্যাখ্যাতা দ্বয়ের মাথায়ও উদ্ভুত হয়নি; এমনকি কারাদন্ডের মতো বিষয়টিকেও তাঁরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ব্যক্তিকে এমনকি ভূমিপতি-পুঁজিপতি কাউকেই নিজ নিজ কুকর্মের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়-দোষী গণ্য না করেই বরং ভূমিপতি-পুঁজিপতিদের

ক্রিয়া-কলাপকেও সামাজিক নিয়মের অধীন গণ্যে-স্বীকৃতিতে কেবলই তেমন কুকর্ম অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাত ও উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ-সুবিধা হাসিল ও বহাল রাখার জন্য পরজীবীদের দ্বারা সংগঠিত দুস্কর্ম বা তদানুরূপ দুস্কর্ম সংঘটনের সুযোগ-সুবিধা ও দায় অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানা হতেই তাঁদেরকে বঞ্চিত প্রকৃতার্থে পুঁজির গোলামী হতে সকলকে মুক্ত করার নিয়ম-নীতি ও সূত্রই মার্কসরা উদ্ঘাটন-তত্ত্বায়ন, সূত্রায়ন ও ব্যাখ্যা করেছিলেন।

ফলে- প্রথাগত পুঁজিবাদের তুলনায় রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের ভূতুড়ে বা রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্রের জঘন্য বর্বরতায় - শ্রম শোষণের হার যেমন অধিকতর তেমন উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নের হারও অধিকতর বলেই পুঁজির সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় ও পুনরুৎপাদনের সূত্রানুযায়ী লেনিনবাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতেও দ্রুততর হারে পুঁজি কেন্দ্রীভূত ও ঘণীভূত হয়েছে। এসবের ফলে অধিক পরিমান পুঁজি উৎপন্ন হলেও ভোগাধিকার কিন্তু পায়নি পণ্য উৎপাদনকারী শ্রমিকশ্রেণী। বরং রাষ্ট্রিয় কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষের রাষ্ট্রিক মনোপলির হেতুবাদে লেনিনবাদী সমাজতন্ত্রে শ্রমিকেরা সকলেই খোদ লেনিন কর্তৃক বিবৃত-স্বীকৃতিতে কেবলই রাষ্ট্রের মজুরি দাসে পরিণত হয় বিধায় লেনিনবাদী রাষ্ট্রে স্বীয় শ্রম নয় বরং শ্রমিকশ্রেণীকে বেঁচে থাকার জন্য নির্ভর করতে হয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের দয়া-দাক্ষিণ্য বা মর্জ্জির উপরই বলেই প্রথাগত পুঁজিবাদী দেশে যেমন পুঁজিবাদীদের উদ্যোগেই দাসত্বের রাজনীতি তথা মিথ বা ধর্মীয় ভাববাদের প্রসার-চর্চা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সুকৌশলে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও তা প্রসারিত করা হয়েছে তেমন বস্তুবাদী ভূতুড়ে -দানবীয় কমিউনিষ্টদের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দানব ও ভূতুড়ে কর্তৃত্বের উপরই শ্রমিক শ্রেণীর জীবন ও জীবীকা নির্ভরশীল হওয়ায় এবং তদানুরূপ কুসংস্কার ও কুসংস্কৃতি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ব্যাপকভাবে চর্চা-প্রসার করার হেতুবাদে লেনিনের রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্রে - দাসত্বের মনোভাব ও গুরুবাদী মতাদর্শ ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে।

ফলে-প্রথাগত পুঁজিবাদী এবং লেনিনবাদী কমিউনিষ্টদের চার্চ এবং পিরামিড প্রীতি ও পীরিতের এহেন কালেও মুলত-কার্যত উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন ও তা-আত্মসাতের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতিতেই - নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক উপকরণের আবিস্কার ও ব্যাপক ব্যবহার জাগতিক কারণেই পুঁজিবাদী সমাজের অপরিহার্য অংগ হওয়া সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক উপকরণ ব্যবহারকারীরা যেমন বিজ্ঞান মনস্ক বা বৈজ্ঞানিক বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারছে না তেমন কৃত্রিমভাবে মিশরীয়-ভারতীয়, চীন-জাপান বা ইউরোপীয় সহ তাবৎ পরলৌকিকতার মতবাদ বা মাইথলোজির পুন:প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপক বিস্তার-প্রসার সাধিত হয়েছে বলে এডাম স্মীত-রিকার্ডোপন্থী বা লেনিনবাদী তথা সর্বপ্রকার পুঁজিতন্ত্রীদের পুঁজিবাদী সমাজও কার্যত বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে উঠেনি অর্থাৎ জাগতিক উপকরণের নিত্য প্রসার সাধন করেও তাবৎ পুঁজিবাদী-পরজীবীরা-সমাজ মানসিকতায় নিত্য জাগতিকতা বিরোধী বোধ বা জীবন-জগত সহ সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে ব্যক্তিবাদী -অসামাজিক এবং বানোয়াটি ও ভুয়া মত ও মতান্ধতার প্রাধান্য বিস্তার করছে বলে তা একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক ও জাগতিক উপকরণাদির সহিত পুঁজিবাদী সমাজের বৈরী ও বিরোধী বা সাংঘর্ষিকতাপূর্ণ অবস্থা তৈরী করছে তেমন উৎপাদনে বা উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় বা মূল্য সৃষ্টি

অথবা মূল্য বা উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নে শ্রমের ভূমিকা অস্বীকৃত-অগ্রাহ্য হচ্ছে বিধায় সমগ্র বিশ্বেই উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নকারী শ্রমিকশ্রেণী স্বীয় উৎপন্ন মূল্য বিষয়ে অন্ধত্বের কারণে সামাজিক উৎপাদনে নিজের হিস্যা-মালিকানা বা স্বার্থ বিষয়ে কেবলই ভ্রান্ত ধারণায় ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হয়েছে হেতু সর্বাধিক মাত্রায় শ্রেণী চৈত্যন্যহীন শ্রমিকশ্রেণীর এমনতরো ভ্রান্তি-অজ্ঞতার সুযোগে অধিকমাত্রায় উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন ও তা-আত্মসাতের সুযোগ লাভ করেছে রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্রী সহ তাবৎ পরজীবী- পুঁজিপতিশ্রেণী।

বিশ্বজয়ের নিমিত্তে বা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় লেনিনের প্রতিষ্ঠিত ৩য় আন্তর্জাতিক- উপনিবেশগুলোতে জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামে ব্যর্থ -অক্ষম বা অযোগ্য জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যর্থতা-অযোগ্যতায় সফল বুর্জোয়া বিপ্লব সংঘটনের রাজনৈতিক নীতি-কর্মসূচী গ্রহণ করে। বুর্জোয়া স্বার্থে, বুর্জোয়া চৌহদ্দিতে লেনিনবাদী কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে রাষ্ট্র বিশেষের ক্ষমতা দখলকে লেনিন - নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং মাওসেতুং - জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। অনুরূপ বুর্জোয়া বিপ্লব সংঘটনে ভারত-চীন সহ নানান দেশে ৩য় আন্তর্জাতিক গড়ে তোলে লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি। চীন-ভারত সহ বিভিন্ন উপনিবেশের লেনিনবাদী পার্টিগুলোই যথারীতি নিজ নিজ দেশে জাতীয় মুক্তি অর্জন সমেত লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের রাজনীতির প্রচার-প্রসার ঘটাতে থাকে। ফলে- উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সকল সুযোগ-সুবিধা রহিত-বিলোপে মার্কসদের আবিস্কৃত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান নয় কার্যত ৩য় আন্তর্জাতিকের কর্তৃত্বে লেনিনীয় রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় মনোপলিতে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের ব্যবস্থা সম্বলিত **পরজীবীদের সমাজতন্ত্রই** ভ্রান্তভাবে ও প্রতারণামূলে মার্কসবাদের আবরণে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব হিসাবে গ্রাহ্যতা লাভ করার কারণে উপনিবেশগুলোতেও সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান বিষয়ে লেনিনবাদীদের বদৌলতে শুরু হতেই বানোয়াটি-ভুয়া, বিকৃত- দুষিত ও ভ্রান্ত ধারণার জন্ম হয় এবং মারাত্মক বিভ্রান্তি ছড়ায়।

অনুরূপ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বুর্জোয়া বিপ্লব সংঘটনে সর্বত্র সক্ষম না হলেও ভারত সহ বিভিন্ন উপনিবেশগুলোতে বুর্জোয়া বিপ্লব বা নয়া গণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটনে রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে লেনিনবাদের নানান ঘরানার রাষ্ট্রবাদী কমিউনিষ্টরা তখন হতে এখনো তৎপর। কিন্তু, ইত:মধ্যে ভারত সহ বিভিন্ন উপনিবেশে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে-কর্তৃত্বে স্বাধীনতা লাভের আবরণে কার্যত বিশ্ব পুঁজিবাদের বিশ্ব নিয়ন্ত্রক সংস্থা আই.এম.এফ-বিশ্বব্যাংকের অধীনস্ত ঋণ দাস রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হয়ে কার্যত বিশ্ব পুঁজিবাদের বৈশ্বিক বন্ধন-শৃংখলে বন্দী-শৃংখলিত হয়ে তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের হুকুম-নির্দেশ বা শর্তমতো নীতি-কৌশল প্রয়োগ ও কার্যকর করে নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় গন্ডীভুক্ত শ্রমিকশ্রেণীকে অধিকতর মাত্রায় শোষণ-পীড়ন ও শাসনে সাবেক প্রভুদের আইন-কানুনসহ নতুন নতুন দমনমূলক বিধি-বিধান জারী- ব্যবহার করা সহ ততোধিক দমন-পীড়নে বিশাল ব্যয়ের সেনা-পুলিশ বাহিনী সহ রাষ্ট্রিক ব্যয় পূরণে অধিকতর কর-ট্যাক্স বা রাজস্ব আদায় এবং দেশী-বিদেশী পুঁজির অবাধ বিচরণ ও বিনিয়োগের অবাধ সুযোগ রাষ্ট্রীক কর্তৃত্বে নিশ্চিত করতে সাবেকী আমলের তুলনায় উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের হার-মাত্রা অধিক হতে অধিকতর

করায় এসকল তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতে শ্রমিকের মজুরি যেমন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে তেমন শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্রতা ও দুর্দশা ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অথচ, বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের সদস্য হওয়ার হেতুবাদে আই.এম.এফের চুক্তিপত্র ও ঋণের শর্তাধীনে কথিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর সরকার নিজ কর্তৃত্বে স্বাধীনভাবে নিজস্ব ভূখন্ডে কর কাঠামো নির্ধারণ সহ করারোপে অক্ষমতা বা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ অর্থনীতি বা বিনিয়োগ নীতি-কৌশল প্রণয়নের সুযোগহীনতায় অনুরূপ ঋণদাস রাষ্ট্রগুলোর লেনিনবাদী কমিউনিষ্টরা বিশ্ব পুঁজিবাদের সংরক্ষক বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের বিনাশ নিশ্চিতিতে উল্লেখিত ভুয়া স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর বিলোপ-বিলীনে উপযুক্ত নীতি-কৌশল গ্রহণে কেবল অক্ষমই নয় বরং জাতিয় পুঁজির উন্নয়ন-বিকাশ বা উন্নত দেশ গঠনে দেশপ্রেমিক কর্তব্য সম্পন্নে অস্তিত্বহীন দেশপ্রেমিক পুঁজিপতিশ্রেণীর নিরন্তর অুনসন্ধান ও তদনিমিত্তে বিশ্বব্যাংকের লোকাল এজেন্ট বা অনুগামী রাজনৈতিক দল বিশেষকেও দেশপ্রেমিক ও জাতীয় পুঁজি বিকাশে সহায়ক শক্তি গণ্যে বা তদ্রুপ বিবেচনায় নানান ধরণের জোট গড়ে তোলা সহ সরকারেও অংশ গ্রহণ করার নজির ভুরি ভুরি।

অত:পর, তথাকথিত স্বাধীন বা নব্য স্বাধীন এমন প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রথাগত বুর্জোয়া শ্রেণীর অনুগামী শ্রমিক সহ লেনিনবাদীদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বাধীন শ্রমিকশ্রেণী কেবলই তাদের দেশ-জাতির রাষ্ট্রীয় গন্ডি ও সীমায় সীমিত হয়ে কেবলই দেশপ্রেমিক হিসাবে অপরাপর দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগী নয়, একদম প্রতিপক্ষ হিসাবে আর্ভিভূত হয়ে বহুধাভাগে বিভক্ত ও বিভাজিত হয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদী চিন্তা- চেতনা সমেত স্বীয় শ্রেণী চৈতন্য হারিয়ে কার্যত পুঁজির অন্ধ-অজ্ঞ মানবিক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে । ফলে-নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রে সর্বাধিক পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের সুযোগ পেয়েছে লেনিন বর্ণিত পীড়িত পুঁজিপতিরাই হেতু সমগ্র দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীই হালে সর্বাধিক মাত্রায় দরিদ্র - পীড়িত, শোষিত-বঞ্চিত এবং যাবতীয় দুর্ভোগ-দুরাবস্থার শিকার।

তথাকথিত স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বিশেষ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অটুট-অক্ষুন্ন রাখতে ব্যর্থ ও অযোগ্য প্রমাণিত হয়ে নিজ নিজ সত্ত্বা ক্ষুন্ন ও বিঘ্ন করে ভার্সাই চুক্তিমুলে গঠন করেছিল লীগ অব ন্যাশন্স। উদ্দেশ্য-পারস্পারিক অবাধ প্রতিযোগীতার নীতির ফলে সৃষ্ট ভারসাম্যহীন বাণিজ্যের সংকট ও সংকটোত্তরণে যুদ্ধসহ ধ্বংসাত্মক তৎপরতা আর নয়, বরং বিশ্ববাজারে পুঁজির আধিপত্য অক্ষুন্নকরণে পারস্পারিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পুঁজিবাদের আন্ত:বিরোধ ও বৈরীতা নিরসন-নিস্পন্নকরণ সহ তথাকথিত শান্তিপূর্ণ অবস্থায় পুঁজিপতিরা সকলে মিলমিশে বা ভাগে-যোগে উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাৎ করার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা। তদ্রুপ ব্যবস্থার নিমিত্তে বিশেষ কোন দেশেও যাতে শ্রমিক আন্দোলন বা বিদ্রোহ দেখা দিয়ে বিশ্বের তাবৎ পুঁজিপতির ক্ষতি সাধন করতে না পারে সেজন্য প্রত্যেক দেশের শ্রমিককে সভা-সমাবেশের অধিকার প্রদানসহ অন্তত কাগজে-পত্রে তথা বেঁচে থাকার জন্য আইনানুগ উপযুক্ত মজুরি প্রদান সহ তদমর্মে বিহীতাদি সম্পাদনে লীগ অব ন্যাশন্সের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা হয় আন্তর্জাতিক শ্রম অফিস হালে যা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা। শুরুতে ২৪ টি রাষ্ট্র সদস্য হলেও

বিলীনকালে লীগ অব ন্যাশন্সের সদস্য সংখ্যা ছিল -৫১। ইতিহাসের সর্বাধিক ব্যাপ্তীসম্পূর্ণ ও গুরুত্ববাহী সামাজিক চুক্তিপত্র তথা ভার্সাই চুক্তিমুলে পুঁজিবাদের সর্বাধিক বৃহৎ সংগঠন-লীগ অব ন্যাশন্স কার্যত বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হওয়ার মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীটাই কার্যত একটি একক রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হল। বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীও প্রকাশ্যে ও প্রত্যক্ষভাবে তবে বুর্জোয়াদের নিয়ন্ত্রণে ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে একক একটি সংগঠনের আওতায় নিপতিত হল।

ব্যক্তি পুঁজিপতি যখন স্বীয় সীমাবদ্ধতা পুরণে বাধ্য হয়ে বাণিজ্যিক সিন্ডিকেট গঠন করেছিল তখনই পুঁজিপতিশ্রেণীর ঐতিহাসিক অপ্রয়োজনীয়তা ও বিলুপ্তির শর্ত তৈরী হয়েছিল। পুঁজিবাদী উৎপাদন সংঘটন-নিয়ন্ত্রণে সিন্ডিকেট ব্যর্থ হয়েছিল বলেই সিন্ডিকেটের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করার মাধ্যমে রাষ্ট্র একদিকে যেমন সমাজের সকলের সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান রূপ ভ্রান্ত ধারণার বিনাশ সাধন করে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনায় অক্ষম-আযোগ্য পুঁজিপতিশ্রেণীর সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের অপ্রয়োজনীয়তা ও বিলুপ্তির শর্ত তৈরী করল তেমন রাষ্ট্র হয়ে উঠল কেবলই পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রকাশ্য রক্ষক ও শ্রমিকশ্রেণীর পীড়ক-শোষক তথা উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতে প্রধান হাতিয়ার।

পুঁজিবাদ নিজেই নিজের পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানার সম্পর্ককে যেমন অকার্যকর ও অপ্রয়োজনীয় হিসাবে শনাক্ত ও নিশ্চিত করেছে তেমন ব্যক্তি পুঁজিপতির পরিবর্তে সিন্ডিকেটের বেতনভুক কর্মাচারী ও রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর মাধ্যমে সমগ্র উৎপাদনী ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ-পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন করেই পুনরপি এবং পুন:পুন ব্যক্তি পুঁজিপতির অস্তিত্ব বিনাশের বৈষয়িক ও বস্তুগত ভিত রচনা করেছে। কিন্তু, ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে লীগ অব ন্যাশন্স গঠন ও আন্তর্জাতিক লেবর অফিস প্রতিষ্ঠা করে খোদ রাষ্ট্রের-অক্ষমতা,অকার্যকরতা ও অপ্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করা সহ পুঁজিবাদী সমাজের বিপরীতে শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক সমাজ তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বের পুঁজিপতিশ্রেণীকে বৈশ্বিকভাবে মোকাবেলা করতে শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতাই কেবল নয় বরং অনুরূপ বৈশ্বিক সংগঠনের প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য উপস্থিতির সমূহ বস্তুগত শর্ত নিশ্চিত করেছে স্বয়ং পুঁজিবাদই।

মজুরি দাসত্ব বজায়-বহাল রেখে উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন ও তা-আত্মসাতের বিহীতার্থে প্রাইভেট ওনারশীপের প্রাইভেট ইকোনোমি এবং রাষ্ট্রীয়খাতের প্রাধান্য বা লেনিনদের ষ্টেট মনোপলির রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদী অর্থনীতি -দুটোই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বা পুঁজিবাদী গৃহেরই দুটি কক্ষ মাত্র। উল্লেখ্য-প্রায় ২৩০০ বছর পূর্বে অনাথ-এতিম বা সমাজ অস্বীকৃত শিশুদের ভরণ-পোষণ সহ সাধারণ কল্যাণে রাজকীয় বা রাষ্টিক খাতের সুচনা করেছিল ভারতের মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী এবং চানক্য নীতি প্রণেতা বা ল'গিভার ও আর্থনীতিক চানক্য । কিন্তু, ১৩০০ সালে ইটালীতে জন্ম নেওয়া পুঁজির সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় ১৮০০ সালেই হল্যান্ডে রাষ্ট্রীয়খাতের পত্তন ও ধাপট প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু অনুরূপ রাষ্ট্রীয়খাতের পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত থেকে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ হতে তফাতহীন গণ্যে রুশী মার্কসবাদী কমিউনিষ্টের পোষাক আবৃত লেনিন সমাজতন্ত্রের আবরণে রাশিয়ায় স্বীয় ডিক্রিমূলে ভূমি ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প সেক্টর সহ উৎপাদনের উপকরণাদির রাষ্ট্রীয়করণ করে রাষ্ট্রীয়খাতের নিশ্চিতিতে জারের সেনা-পুলিশ সহ নতুন গুপ্তঘাতক বাহিনী ও লেনিনীয় কেন্দ্রীকতার লেনিনবাদী ব্রাহ্মণ্যকুলকে ব্যবহার করেছিল। রাশিয়ার প্রাইভেট পুঁজিপতি সহ ধনী কৃষকরা তা মানতে রাজী হয়নি।

অত:পর, লেনিনের পুর্বেকার দাবী ও সূত্র মতো লেনিনের ক্ষমতা দখল ও ডিক্রি সমূহের বৈধতা প্রদানে লেনিনের কর্তৃত্বে-নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত সংবিধান সভার নির্বাচনে রাশিয়ার ভোটারগণ কর্তৃক ভয়ানকভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এবং শেষত সংবিধান সভার অধিবেশনেও স্পীকার নির্বাচনে পরাজয় বরণ ও সংবিধান সভা কর্তৃক লেনিনের ক্ষমতা দখল ও অবৈধ দখলদারীত্বে লেনিন কর্তৃক ইস্যুকৃত পিস ডিক্রি, ল্যান্ড ডিক্রি সমেত অপরাপর ডিক্রি গুলো বাতিল-রদ ও রহিত করায় খোদ লেনিনের সরকার স্বয়ং সংবিধান সভা কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত ও প্রত্যাখ্যাত এবং পরিত্যাজ্য হওয়ায় স্বয়ং লেনিনেরই পূর্বেকার এতদসংক্রান্ত মতানুযায়ীই খোদ লেনিনের সরকার অবৈধ ও বাতিল হওয়ায় স্বীয় অবৈধ ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিজ দখলীয় স্বত্ব বহাল রাখতে পরিত্যাক্ত জারের সেনা-পুলিশ বাহিনীর সহযোগে-মাধ্যমে নির্বাচিত সংবিধান সভাকে বাতিল করে স্বয়ং লেনিন।

সুতরাং লেনিনের অভ্যুত্থান বিষয়ক ও সংবিধান সভা সংক্রান্ত ফতোয়া মতো দখলীকৃত পদ-পদবী সমেত স্বয়ং লেনিন ও লেনিনের সরকার এবং তাঁর তাবৎ ডিক্রি অবৈধ। তবু অবৈধ ডিক্রিমূলে সৃষ্ট " চেয়ারম্যান অব দ্যা পিপলস কমিশারস" অব রুশ রিপাবলিক এর কর্তৃত্বে সমাজতন্ত্রের নামে প্রণীত হয় রুশিয়ান সোভিয়েট ফেডারেটেড সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকের ১৯১৮ সালের সংবিধান।

কিন্তু, উক্ত সংবিধানে লেনিনের নিজের দখলীকৃত পদ- 'চেয়ারম্যান অব দ্যা পিপলস কমিশারস'যেমন উল্লেখিত নাই তেমন চেয়ারম্যানের ক্ষমতা-এখতিয়ার বা করণীয় ও না-করণীয় বা চেয়ারম্যানের যোগ্যতা-অযোগ্যতা সমেত উক্ত পদাধিকারীর কার্যক্রমের জবাবদীহিতা ইত্যকার বিষয় কিছুই বিবৃত হয় নাই। তবু, লেনিন আমৃত্যু উক্ত পদে বহাল ছিলেন এবং সংবিধান বহাল রেখেই বর্ণিত সংবিধানমূলেও অসাংবিধানিক বা সংবিধান বিরোধীভাবে বা সংবিধানের বিরুদ্ধেই জারী করেছেন নানান ডিক্রি।

ফলে-লেনিনের সংবিধানটি লেনিন কর্তৃকই একটি গুরুত্বহীন কাগুজে বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। আবার লেনিনের সংবিধানে নুন্যতম মজুরি সহ মজুরি নীতি যেমন ঘোষিত হয়নি তেমন রাষ্ট্রীয় মজুর-কর্মচারী রুপী নাগরিকগণের অধিকার বিবৃত নাই।

তদপুরি, সিভিল ও ক্রিমিরাল ল' সহ বিচার বিভাগীয় সংগঠন ও বিচারক নিয়োগ করার কথা থাকলেও বা তদমর্মে বিচারমন্ত্রী থাকলেও লেনিনের সংবিধানে যেমন সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা সহ বিচার বিভাগীয় সংগঠন ও বিচারকদের ক্ষমতা-এখতিয়ার বা করণীয় ও না-

করণীয় বা বিচারক নিয়োগ ও অপসারণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা বিষয়েও কিছুই বর্ণিত নাই বিধায় কার্যত লেনিনের হুকুম-নির্দেশেই অনুরূপ নিয়োগ-অপসারণ সহ বিধি-বিধান বাতিল বা প্রণীত হত বলে ব্যাবিলনের সম্রাট বর্বর হাম্মুরাবীর কোডের চেয়েও লেনিনের সংবিধান ছিল জঘন্য।

রুশী মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট লেনিন তাঁর রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদকেই সমাজতন্ত্র হিসাবে গণ্যে এবং অপরাপর রাষ্ট্রে স্বশস্ত্র হামলা-আক্রমণ চালিয়ে আরো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার প্রক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র বিনির্মাণের ধোঁকা ও ধাপ্পাবাজিতে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হলেও ১৯১৮ ও ১৯২৬ সালের রুশ-জার্মান চুক্তির সুবিধাভোগীরা কিন্তু তাঁদের প্রাপ্ত সুবিধা ও অভিজ্ঞার মাধ্যমেই জানতো যে, লেনিন সাহেব সেবা করেছেন বটে পুঁজিবাদের এবং লেনিনের রাজত্বেই বিপুল-বিশাল সেনাধিক্যের রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বের ব্যয় যেমন বেশী তেমন উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন ও উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের হার-মাত্রাও বেশী বলে লেনিনের রাষ্ট্রের শ্রমজীবীরাই সবচাইতে বেশী শোষিত-বঞ্চিত। হাম্মুরাবী-জাররা ঐশ্বরিক বলে ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রভু আর বুর্জোয়া শাসকরা জনমতামতের ভড়ংয়ে ক্ষমতাধর কিন্তু লেনিন - কেবলই জারের সেনা-পুলিশের জোরে ও লেনিনবাদী ব্রাহ্মণদের হিংস্রতা ও ছল-চাতুরীমুলেই এবং সর্বোপরি- শ্রমিকশ্রেণীর মার্কসকে ছিনতাই-জিম্মি করেই রুশ জনগণের প্রভু বনেছেন বলেই লেনিনের রাজত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইতিহাসের সর্ব নিকৃষ্ট দাসতন্ত্র।

প্রথমে বুঝতে পারেনি রাশিয়ার পুঁজিপতি ও ধনী কৃষকরা, তাইতো লেনিনের রাষ্ট্রিক মনোপলির কর্তৃত্ব মানতে চায়নি তাঁরা বা লেনিনের রাজত্বের বিরুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে গৃহযুদ্ধে। আবার লেনিনের ব্রাহ্মণরাও রাষ্ট্রিক সুযোগ-সুবিধায় লিপ্ত হয়েছে ঘুষ-দুর্নীতি ও চুরি-জুচ্চোরিতে। অত:পর, লাল সন্ত্রাসের স্রষ্টা -স্বসৃষ্ট নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির ভয়াবহতায় ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিপন্ন স্বয়ং লেনিন - উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগী পুরানো চোর-ডাকাতদের খুশী করে স্বীয় বশে আনতে এবং নতুন লুটেরা-খুনি ও প্রতারক বলশেভিক মোড়ল ও ভন্ডদের জমানো পুঁজির উপযুক্ত বিহীতাদি সম্পাদনে-নিউ ইকোনোমিক পলিসির আওতায় ব্যাংকিং ও ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে প্রাইভেট ওনারশীপ পুন: চালু করেন ১৯২১ সালে; এবং স্বীয় সংবিধান অকার্যকর করেই।

কালেক্টিভাইজেশনের আবরণে আবারো রাষ্ট্রিক মনোপলির মাধ্যমে সৃষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়নে বাক-ব্যক্তি স্বাধীনতাহীনতা ও মুলত পেশাগত অধিকারহীনতা বা পছন্দমতো পেশা গ্রহণ বা পরিবর্তনের সুযোগহীনতায় এবং আর্থিক দৈন্যতার কারণেই যত্র-তত্র যাতায়াতে অক্ষম শ্রমজীবীদের তাবৎ শ্রমশক্তি নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে শুষে-নিংড়ে নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপুল পুঁজি-পণ্যের মজুত সৃষ্টি করা হলেও ১৯৩৬ সালেও কেবলমাত্র শিল্প সেক্টরেই ২০% ছিল প্রাইভেট সেক্টরে। আর ইনহেরিটেন্স সহ প্রাইভেট ওনারশীপের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও আইনানুগ অনুমোদন এবং প্রাইভেট প্রপার্টির সংরক্ষা ও সুরক্ষা দেওয়া হয় ষ্ট্যালিনের ১৯৩৬ সালের সংবিধান দ্বারাই। কাল্পনিক তবু জনগণের রাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্রের ছুতায়-আবরণে ১৯৭৭ সালের সংবিধান দ্বারা

উত্তরাধিকার সহ ব্যক্তিমালিকানার সুযোগ ও ব্যক্তিমালিকানার অধিকারীদের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা হয় লেনিনের সোভিয়েত ইউনিয়নে।

ফলে- পূর্বাপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ধারী ব্যক্তিসহ প্রাইভেট প্রপার্টিওয়ালারা রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে আরো বেশী পরিমাণ পুঁজির মালিক হয়ে বিশ্বময় ব্যক্তিখাতের প্রাধান্যের বাতাবরণে নিজেদের সঞ্চিত ও কেন্দ্রীভূত পুঁজির অনুকূলে এবং তদার্থে উপযুক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভেংগে বেশ কয়েকটি তথাকথিত স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। বর্তমান রুশ ফেডারেশনের ১৯৯৩ সালের সংবিধান তদমর্মে উপযুক্ত প্রামাণ্য পত্র। অত:পর, লেনিনের রাষ্ট্রেরও মৃত্যু ঘটার মাধ্যমে খোদ রাষ্ট্রের চূড়ান্ত অবস্থা বা মরণাপন্ন দশা বিষয়ে মার্কসের বক্তব্যের যথার্থতা ও সত্যতাই পুনরপি নিশ্চিত হয়েছে । সুতরাং, লেনিনবাদের অনিবার্য নিয়তি ও পরিণতি হচ্ছে একদা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে পরিচিত পূর্ব ইউরোপীয় দেশ সহ খোদ লেনিনের রাশিয়ায় বিদ্যমান প্রথাগত পুঁজিবাদী অবস্থা।

সমাজতান্ত্রিক বাজার ব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক চীনের বর্তমান সংবিধান দ্বারা উত্তরাধিকার সহ ব্যক্তিমালিকানাকে নাগরিকগণের " অলংঘনীয়" অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে হেতু যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় চীনে পুঁজির ব্যক্তিমালিকানা কেবল অধিকতর নিরাপদই নয়, বরং মিলিয়ন/বিলিয়নিয়ারদের কর্তৃত্বাধীন চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির কর্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত চীনা রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত মজুরীতে সপ্তাহে ৮৪ -৯৬ ঘন্টা শ্রমশক্তি বিক্রি করেও ঠিকঠাকমত বেঁচে থাকতে পারছে না চীনের শ্রমিকশ্রেণী। লজ্জাস্করভাবে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় চীনে মজুরির হারও অনেক কম। চীনা কমিউনিষ্টদের রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণের সুযোগ-সুবাদে ও নিরাপদে যুক্তরাষ্ট্র সহ যে কোন প্রথাগত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের তুলনায় অধিকতর মাত্রায় উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাত করতে পারে বলেই দুনিয়ার তাবৎ পুঁজিবাদী শকুন আস্তানা গেড়েছে লেনিনবাদী মাওয়ের চীনে। এক কথায় চীন এখন পুঁজিপতিদের স্বর্গরাজ্য। অত:পর, গ্রেট টিচার এন্ড গ্রেট লিডার এন্ড গ্রেট লেনিনবাদী এবং ষ্ট্যালিন পন্থী গ্রেট মাওসেতুংয়ের গ্রেট চিন্তাধারার জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিণতি-মাও-দেং কর্তৃক বিনির্মিত প্রজাতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক মনোপলির ফলশ্রুতিতেই চীন এখন বিশ্ব পুঁজির অমন বিচরণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে ।

স্বনির্ভর বা স্বয়ং সম্পন্ন অর্থনীতি ভেংগে চুরমার করেই পুঁজিবাদ সমগ্র দুনিয়াকে নিজ দখলীভুক্ত করে সমগ্র দুনিয়াকে নিজের ছাঁচে- গড়ে তোলে কেবলমাত্র পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিল বলেই পুঁজিবাদী বিশ্বে স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতির সুযোগ রহিত হয়ছিল কমিউনিষ্ট ইস্তাহার রচিত হওয়ার প্রাক্কালেই।

উপরন্ত,বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের মতো ওয়ার্ল্ড সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণাধীন - বর্তমান দুনিয়ায় স্বনির্ভরতার সুযোগ না থাকলেও বা তদানুরূপ স্বনির্ভরতা অসম্ভব হলেও এবং স্বনির্ভরতার মতো প্রাক পুঁজিবাদী অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মতো দাবী পুঁজিবাদের মানদন্ডেই চরম প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া সত্ত্বেও এবং তদপুরি, বিদেশী পুঁজির অবাধ

অনুপ্রবেশ ও উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকরণের পাকাপোক্ত সুযোগ নিশ্চিত করতে সংবিধান মূলে " ফ্রি ট্রেড জোন" গঠন করেও ভুয়া স্বনির্ভর বা স্বয়ংসম্পন্ন অর্থনীতি অর্থাৎ " জুসে আইডিয়ার" রচয়িতা - দুনিয়ার একমাত্র ইটার্নাল প্রেসিডেন্ট, এভার ভিক্টোরিয়াস এন্ড টেলেন্টেড লিডার কিম উল স্যুংয়ের নিউ কমিউনিষ্ট ডি.পি.আর.কে-র সংবিধান দ্বারাও উত্তরাধিকার সমেত ব্যক্তিমালিকানার অনুমোদন- স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে ।

রাষ্ট্র বিলুপ্তির কোন বিধান কোরিয়া সহ সকল লেনিনবাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে সংযুক্ত করা না হলেও তাঁরা সকলেই একদিকে যেমন মহান দেশপ্রেমিক তেমন ভারীরকমের আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং চূড়ান্ত অর্থে নাকি শ্রেণী ও রাষ্ট্র বিনাশী সাম্যবাদী ! কিমের রাষ্ট্রের সেনা সংখ্যা পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রের তুলনায় আনুপাতিক হারে বেশী । কিমের ব্রাহ্মণরা সেনাশক্তিতে কোরিয়ার শ্রমিকের শ্রম শক্তির একমাত্র ক্রেতা ও উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতকারী। অপর কোন দেশে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের এমন হার নাই বিধায় বর্তমান দুনিয়ায় সর্বাধিক দাসানুদাসের রাষ্ট্র হচ্ছে- ভিন দেশী ত্রাণসামগ্রীতেও দাসদের বাঁচাতে অক্ষম একদা লেনিনবাদী-মাওপন্থী লর্ড কিমের জুসে আইডিয়া অর্থাৎ "স্বয়ং সম্পন্ন" বা স্বনির্ভর অর্থনীতির উত্তর কোরিয়া।

'আংকেল' হোচিমিনের ভিয়েতনামও সংবিধানমূলেই দেশী-বিদেশী সকল প্রাইভেট পুঁজির পাহারাদার ও রক্ষক এবং গ্যারেন্টার। তবু দেশীতো বটেই বিদেশী পুঁজি ও পুঁজিপতির সেবায় জীবন বলি দিতে হয় ভিয়েতনামের "দেশপ্রেমিক" শ্রমিকশ্রেণীকেই। এমনটাই লেনিনবাদী তবে জেফারসন্স পন্থী এবং রুজভেল্ট-ষ্ট্যালিনের অনুগত কমিউনিষ্ট হোচিমিন ও হোচিমিন থট পন্থীদের সাংবিধানিক নির্দেশ। অত:পর, ভিয়েতনামী দেশপ্রেমে নিমজ্জিত হয়ে দেশী-বিদেশী পুঁজিপতি-পরজীবীদের আয়েশী-বিলাসী জীবন যাপনে ও পুঁজির বহর বাড়াতে প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নকারী হয়েও খাদ্যে উদ্বৃত্ত রাষ্ট্র - ভিয়েতনামের বিশাল সংখ্যক মানুষ প্রতি রাতে স্বাস্থ্য সম্মত বা তদপুযোগী খাবার খেয়ে ঘুমাতে যেতে পারে না।

শুরতে লেনিনবাদী বা সমাজতন্ত্রী না হলেও সোভিয়েতের সাহায্য-সহযোগীতা লাভে পরবর্তীতে লেনিনবাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হলেও কিউবার বহু মানুষ অধিকতর সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাশায় বাঁচা-মরার ঝুঁকি নিয়ে পাড়ি জমায় পুঁজিবাদের সেরা গুন্ডা ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র- যুক্তরাষ্ট্রে। হালে প্রাইভেট ওনারশীপ স্বীকৃত ও বেসরকারীকরণ কর্মসূচী কার্যকরণ যথারীতি পুঁজির নিয়মমতোই চালু হয়েছে লেনিনবাদী কাস্ত্রোদের কিউবায় । অত:পর, লেনিনবাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারী ও রক্ষক প্রত্যেকেই একদিকে যেমন উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের রাষ্ট্রিক কর্তা বলেই পুঁজির গোলাম তেমন কেন্দ্রীকতার নীতিমুলে রাষ্ট্রিক অধিপতি বলেই ইতিহাসের জঘন্য ও বর্বরতম এবং নিকৃষ্টতম দাসতন্ত্রের রাজাধিরাজ মহা প্রভু হেতু লেনিনবাদী রাষ্ট্রের শ্রমজীবীগণও সর্বকালের সর্ব নিকৃষ্ট দাসতন্ত্রের বাসিন্দা ও দাস বা কেবলই প্রভুগোত্রের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নকারী মানবিক যন্ত্র বলেই লেনিনের রাষ্ট্রের

সাংবিধানিক **মটো** ছিল- বাঁচার শর্তে খেতে অর্থাৎ কেবলই পেটের জন্য কাজ করে বাঁচার নিশ্চিতিতে মস্তিষ্কহীন পেট সর্বস্ব মানবছুরত জাতীয় জন্তু উৎপাদন করা।

কৃষি ও শিল্প মজুর মিলিয়ে গড়ে ৬-৭ কোটি মজুরি দাসের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যে গঠিত বিশাল পরিমান কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রিক পুঁজির সঞ্চালন ও পুঞ্জীভূত পণ্যের বাজারজাতকরণে বিশ্ববাজারের ভাগ দখলের তাড়না ও উন্মাদনায় ১৯৩৬ সালে লীগ অব ন্যাশন্সে যোগ দিয়েছিল ষ্ট্যালিনের সোভিয়েত ইউনিয়ন। লেনিনের ভাষ্যেই জার্মানীর সহিত রাশিয়ার ১৯১৮ সালের বর্বর-জঘন্য চুক্তির চেয়েও মিত্রশক্তির হুকুম নির্দেশিত আরো 'বর্বর-জঘন্য' ভার্সাই চুক্তিমুলে গঠিত লীগ অব ন্যাশন্সে যোগদান করে মিত্র শক্তির বর্বরতায় শামিল হয়েছিল বলে মিত্র শক্তির জঘন্য ও বর্বর কর্তাদের সহযোগি হিসাবে অন্তত লেনিনের ফতোয়ামুলেই ষ্ট্যালিনও জঘন্য-বর্বর । তবে নিজস্ব ঘোষণা মতে লেনিনের উপযুক্ত ও যোগ্য শিষ্য ষ্টালিন স্বীয় গুন্ডামি-হিংস্রতা ও ধুর্তামি দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, তিনি খোদ লেনিনের চেয়েও আরো জঘন্য বর্বর ও গুন্ডা এবং পুঁজিবাদীতো বটেই।

কিন্তু বিশ্ব বাজারে আরো অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় ১৯২৬ সালে রুশ-জার্মান চুক্তির শর্তমূলে ১৯৩৯ সালের ২৫ আগষ্ট, নাৎসী জার্মানীর সাথে মৈত্রী চুক্তিভুক্ত হয় ষ্ট্যালিনের সোভিয়ত ইউনিয়ন। ১লা সেপ্টেম্বর-১৯৩৯ সালে নাৎসী জার্মানী পোলান্ড আক্রমণ করে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা করে। মৈত্রী চুক্তির গোপন অনুচ্ছেদ মতোই সেপ্টেম্বরেই পোলান্ড আক্রমণ ও দখল করে হিটলারের সহযোগী হিসাবে ২য় বিশ্বযুদ্ধের যাবতীয় দায়-দোষের ভাগীদার হয়েও আজন্ম দুর্বৃত্ত পুঁজির প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক চরিত্র জনিত কারণেই পুঁজিবাদী ষ্ট্যালিনও পক্ষ পরিবর্তন করে লেনিনের ফতোয়াকৃত 'জঘন্য-বর্বর' মিত্র শক্তির পক্ষ নিয়ে রাশিয়ার অনুন্য আড়াই কোটি নিহত মানুষের জীবনের ক্ষতিপূরণ বাবত বার্লিন চুক্তিমুলে পরাজিত জার্মানির নিকট হতে লাভ করেছিল এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার সাথে অর্ধেক জার্মানী। উল্লেখ্য-রুশ সম্রাট জারও সৈন্য ভাড়া দিয়ে আয় করতেন অর্থাৎ যুদ্ধের ব্যবসা করতেন।

ভার্সাই চুক্তিমুলে সৈন্য সংখ্যা ১ লাখের মধ্যে সীমিত রেখে রাষ্ট্রিক ব্যয় ভার কমাতে পারলেও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবত চুক্তিকৃত দন্ডনীয় অর্থ পরিশোধে শ্রমিকশ্রেণীকে অতিরিক্ত হারে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নে বাধ্য করে "মার্কসবাদী" জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা। উল্লেখ্য-১ম বিশ্ব যুদ্ধের বহু পূর্বেই পার্টি কর্মসূচির মাধ্যমে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা প্রস্তাব দিয়েছিল আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বে শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখার। কিন্তু কেন্দ্রীভূত পুঁজির পুরানো মালিক- দখলদার সাম্রাজ্যবাদী-ব্যভিচারী রাষ্ট্রগুলো তাতে সম্মত হয়নি বলে জার্মান পুঁজিপতির পক্ষে জয়-পরাজয়ের পূর্ণাংগ ও সম্পূর্ণ হিসাবপত্র সম্পূর্ণকরণে অক্ষম হলেও জার্মানীর কেন্দ্রীভূত পুঁজি ও পুঞ্জীভূত পণ্যের চাপে-ভারে উচ্চরক্তচাপের রোগীর হিষ্টোরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার মতো ভয়ানক অবস্থায় নিপতিত হয়ে জার্মান রাজাই সুচনা করেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল জার্মান রাজা কিন্তু বিজয়ী হল জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটরাই। অর্থাৎ যুদ্ধ সমাপ্তির চুক্তিমতো গঠিত লীগ অব ন্যাশন্সের উদ্দেশ্য হিসাবে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের

শান্তি প্রস্তাব গৃহীত হল এবং জার্মানীর সরকারী ক্ষমতায়ও অধিষ্ঠিত হয় শান্তিবাদী বিশ্ব সমাজতন্ত্রী জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটরাই।

অত:পর, তাদেরই রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বে জার্মান পুঁজি-পণ্যের আধিক্য ও প্রাচুর্য সৃষ্টি হলেও তা সঞ্চালন ও বাজারজাতকরণে পরিপূর্ণ সুযোগ যেমন ছিল না তেমন শ্রমিকশ্রেণীর দুর্ভোগ-দুর্দশাও প্রকট রূপ লাভ করে। পুঁজির সঞ্চালন নিশ্চিতিতে ও দেশব্যাপী অসন্তোষের সুযোগে শান্তিবাদী বৈশ্বিক সমাজতন্ত্রী জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের ব্যর্থতা-অযোগ্যতার অভিযোগে এবং কার্যত অতিরিক্ত উৎপাদনের ভারমুক্ত হতে বিশ্ববাজারে আবারো অনুপ্রবেশের সুযোগ নিশ্চিতিতে ন্যাশনাল সোশ্যালিজমের উৎকট জাতীয়তাবাদী ও স্বৈরতান্ত্রিক নাৎসীবাদ প্রকটরূপ লাভ করে জার্মানীতে।

কেন্দ্রীভূত পুঁজির চাপে বন্ধ উন্মাদ হয়ে নাৎসী গুন্ডা হিটলার ১৯৩৬ সালে লীগ অব ন্যাশন্স ত্যাগ এবং ভার্সাই চুক্তি অস্বীকার-অমান্য ও অকার্যকর করে যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে গড়ে তোলে বিশাল সেনাবাহিনী সহ বিপুল পরিমান মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্রের বিশাল ভান্ডার। অন্যদিকে চুক্তিকৃত শান্তির বাতাস কাজে লাগিয়ে যুদ্ধজয়ী ইংলন্ড-ফ্রান্স বা যুক্তরাষ্ট্রও কেবলই পুঁজির নিয়মে অতিরিক্ত উৎপাদন করে পুঁজির সঞ্চালন ও পণ্যের পুনরুৎপাদন করতে গিয়ে আবারো অতি উৎপাদন সংকটে নিপতিত হয় ১৯৩০ সালেই। লীগ অব ন্যাশন্সও সক্ষম হলো না আধুনিক উৎপাদন উপকরণের এবারকার বিদ্রোহ সামাল দিতে। ফলে- অনিবার্যভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটে গেল সর্বাধিক জঘন্য ও বর্বর হত্যাকান্ড ও ভয়ানক ধ্বংসযজ্ঞের ভয়ংকর তান্ডবলীলার ২য় বিশ্বযুদ্ধ।

মহা মন্দার হেতুবাদে কবরস্তকরণে উপযুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর অনুপস্থিতিতে ২য় বিশ্বযুদ্ধে ভয়ানক ক্ষয়-ক্ষতিতে মারাত্মকভাবে ক্ষত-বিক্ষত বা দারুনভাবে জেরবার হওয়া সত্ত্বেও পুঁজির চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী আবারো ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সামাজিক চুক্তিতে উপনীত হতে বাধ্য হল মরণাপন্ন পুঁজিবাদ । পরাজিত জার্মানী নিজস্ব সরকার গঠনের অধিকার হারানো সহ সেনাবাহিনী ও যুদ্ধাস্ত্র বিলোপ-ধ্বংস করতে বাধ্য হয়ে রপ্তানী নয়, কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মতো উৎপাদন করার শর্তে জেফারসন্সী বা লেনিনীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার হতেও বঞ্চিত হল। কেন্দ্রীভূত পুঁজির চাপে উন্মাদ জাপানের রাজা বার্লিন চুক্তির শর্ত মানতে অস্বীকৃত হওয়ায় -ওয়ার গেইমসের সকল ল' ভংগ করে দুনিয়ার সর্বাধিক কেন্দ্রীভূত পুঁজির চাপে-ভারে বন্ধ উন্মাদ যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে ইতিহাসের বর্বরতম-জঘন্যতম হত্যাকান্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করেছে এটোমিক বোমা হামলা চালিয়ে। অত:পর, পুঁজির স্বার্থান্ধ ছোট সাইজের উন্মাদ- জাপান, ততোধিক বড় উন্মাদ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আত্ম সমর্পন করে এবং বার্লিন চুক্তির অনুসরণে সানফ্রান্সিসস্কো চুক্তি সহি-সম্পাদন করে।

ফলে- পুন:পুন মহাসংকটে নিপতিত বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উৎখাতে- উৎপাদন উপকরণের মহা বিদ্রোহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিদ্রোহী শ্রমিকশ্রেণীর সম্মিলনী সাধনে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর একটি একক বৈশ্বিক সংগঠনের তদানুরূপ সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্য-

কলাপের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহা সুযোগ দুই দুই বার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও কাউৎস্কি-লেনিনদের জালিয়াতি-প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতায় যেমন সে সুযোগ নষ্ট-বিনষ্ট হয়েছে তেমন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আবশ্যকীয় শর্ত শ্রমিকশ্রেণীর একটি একক বৈশ্বিক সংগঠন গড়ে উঠা ও তোলার ক্ষেত্রে কাউৎস্কি-লেনিনদের প্রচন্ড বাঁধা ও মারাত্মক প্রতিবন্ধকতায় একদিকে যেমন ২য় ও ৩য় আন্তর্জাতিক- বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে ও বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিশ্ব পুঁজিবাদের ধারায় লীন-বিলীন ও বিলুপ্ত হয়েছিল অন্যদিকে বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কার্যকর লড়াই সংগঠিত করে বিশ্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উপযুক্ত ও যোগ্য বৈশ্বিক সংগঠন গঠিত হতে না পারায় কেবলমাত্র বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর উক্তরূপ সংগঠনের অনুপস্থিতি ও অভাবেই পুঁজিবাদ মরে মরে করেও দুই দুই বারই বেঁচে গেল দুই দুটি বিশ্বযুদ্ধের বিশ্ব তান্ডব দ্বারা ইত:মধ্যে পুঁজিবাদী নৈরাজ্যিক উৎপাদনে উৎপন্ন অতিরিক্ত পণ্যের ধ্বংস সাধন ও তদ্রুপ বৈশ্বিক উন্মাদনা ও হিংস্রতায় জঘন্যভাবে বিশ্বের কয়েক কোটি মানুষ হত্যা করে।

কাজেই আবারো যাতে মন্দা বা সংকটে নিপতিত হতে না হয় বিশ্ব পুঁজিবাদকে সেরূপ বিহীতার্থে অতিতের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ পুঁজিবাদী যুদ্ধা-বিশ্ব বিজয়ী মিত্রশক্তির পান্ডাত্রয়ীর উপলব্ধি হয়েছে যে, কেবল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ক্ষুন্ন-বিঘ্ন করলেই চলে না এবং চলবে না । বরং সমগ্র বিশ্বে লেনিনীয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ অর্থাৎ পরজীবীদের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই উত্তম বিবেচনায় কার্যত ইত:মধ্যেই অকার্যকর লীগ অব ন্যাশন্স নয় বরং একদম সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতি একটি মাত্র কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত ও সক্ষম একটি মাত্র বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহ বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেই মহা সংকটের মহা সাগরে ডুবন্ত পুঁজিবাদকে হয়তো আরো কিছু কাল বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে।

তদ্রুপ ব্যবস্থা কার্যকরণে-ইত:মধ্যেই পুঁজিবাদী স্বার্থ সংরক্ষণে অক্ষম-অনুপযুক্ত ও অকার্যকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের কর কাঠামো নির্ধারণ ও কর-রাজস্ব নির্দিষ্টকরণ বা অনিয়ন্ত্রিত বা নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা-বাণিজ্য সহ সামগ্রীক উন্নয়ন-উৎপাদন সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণী ক্ষমতা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ভাবে রাষ্ট্রিক আর্থিক নীতি -কৌশল নির্ণয় ও নির্ধারণী ক্ষমতাও সমর্পন ও হস্তান্তর করতে হবে বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট। অর্থাৎ দৃশ্যত না হলেও প্রকৃতার্থেই কেবলমাত্র নীতি নির্ধারণ-বাস্তবায়ন ও কার্যকরণের ক্ষমতা-এখতিয়ারে সমগ্র বিশ্বের সকল শ্রমিকের শ্রম শক্তির প্রকৃতার্থেই একমাত্র ক্রেতা হবে উল্লেখিত এককেন্দ্রীক বৈশ্বিক সংগঠন। অত:পর, পুঁজির হিস্যা অনুসারে পৃথিবীর তাবৎ পুঁজিপতি-পরজীবীরা নিজ নিজ কার্যকরতা-হিস্যামতো সমগ্র দুনিয়ার সকল শ্রমিকের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ-সুবিধা পাবে কেবলমাত্র উল্লেখিত বৈশ্বিক সিন্ডিকেটের বৈশ্বিক মনোপলির অধীনে ও নিয়ন্ত্রণে।

লেনিন যেমন রাশিয়ার সংবিধান দ্বারা অনুমোদিত কোন পদাধিকারী না হয়েও কার্যত ও প্রকৃতই সংবিধান সমেত সমগ্র রাশিয়ার আইন-কানুন, বিধি-বিধান, বিচার-আচার সমেত কর ও মজুরি নির্ধারণে ছিলেন একমাত্র কর্তৃত্ব তেমন কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপতির নাম ইত্যাদি উল্লেখিত না হলেও বিশ্ব সিন্ডিকেটের চুক্তিপত্র অনুযায়ী পুঁজির পরিমাণ বা

কেন্দ্রীভূত পুঁজির নিরিখে ও মানদন্ডে প্রাপ্ত ভোটাভোটির মাধ্যমে হলেও ৮৫% ভোটে যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিধান করে ১৬.৯% ভোটাধিকারী যুক্তরাষ্ট্রের অমতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিকবর্তী আরো বৃহৎ পুঁজির মালিক ৪ টি রাষ্ট্র সহ মোট ৫ টি রাষ্ট্রের ৫ জন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের নিয়োগকৃত ৫ জন পরিচালক প্রকৃতার্থে কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় অপসারণ-নিয়োগকৃত নির্বাহী পরিচালকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় বিধায় মুলত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের হুকুম-নির্দেশেই পরিচালিত- নিয়ন্ত্রিত হয় পুঁজিবাদী বিশ্বের একমাত্র রক্ষক লগ্নী পুঁজির বিশ্ব সিন্ডিকেট বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফ ।

১৯৪৪ সাল হতে শুরু হলেও কার্যত ৫১ সদস্য নিয়ে অনুরূপ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিশ্ব পুঁজির বিশ্ব সিন্ডিকেট বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ খোদ জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গঠিত ও কার্যকর হয় তদানিন্তন বিশ্ব জয়ী তিন "বিশ্ব পুলিশ" যথাক্রমে - মি: রুজভেল্ট,মি:চার্চিল এবং মি: ষ্ট্যালিনের সিদ্ধান্তমতো। কেন্দ্রীভূত পুঁজির মালিক রাষ্ট্র গণ্যে- এস.ডি.আর যোগ্যতায় -আই.এম.এফ গঠনে ৩ পুলিশের প্রদেয় হিস্যা-যথাক্রমে, যুক্তরাষ্ট্র- ২৭৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যুক্তরাজ্য-১৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ১২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সমগ্র বিশ্বের সকল শ্রমিকের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতে সকল পুঁজিপতি-পরজীবীর সুযোগ-সুবিধা বৈশ্বিকভাবে একক ক্ষমতায় নিশ্চিতিতে আই.এম.এফ-বিশ্বব্যাংকের মতো বিশ্ব নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠন ও পরিচালনায় সহমত হতে অসুবিধা হয়নি একদা সংরক্ষণ অর্থনীতির যুক্তরাষ্ট্র, অবাধ বাণিজ্য নীতির ইংলন্ড এবং লেনিনীয় সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বের। দৃশ্যত,পারস্পারিক প্রতিযোগিতা ও শত্রুতা পরিহার করে সর্বাধিক কেন্দ্রীভূত-ঘনীভূত পুঁজির কতিপয় রাষ্ট্রের মুলত যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র একাধিপত্য -কর্তৃত্ব কবুল করে আই.এম.এফের অপরাপর সদস্য রাষ্ট্রগুলো প্রকৃতই স্বীয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হারিয়ে- কেবলই যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির প্রাধান্য ও কর্তৃত্বাধীন বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের হুকুম-নির্দেশিত ও আনুগত্যের শর্তে কেবলই বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফেরই স্থানীয় ইউনিটে পরিণত হয়েছে।

মানবদেহের অংগবিশেষ আলাদা আলাদা ভাবে বা পৃথকভাবে কোন কর্ম সম্পাদনে অযোগ্য ও অক্ষম তবে দৃষ্টি-অনুভব ও অনুভূতির মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিটি তথ্যই শরীরের তথ্য প্রবাহের সুপার হাইওয়ে অর্থাৎ মেরুদন্ডের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে মস্তিষ্কের নিকট পৌঁছে যায় । অত:পর, শরীরের একমাত্র অংগ যা- চিন্তা করতে সক্ষম সেই মস্তিষ্ক প্রাপ্ত তথ্য বিষয়ে উপযুক্ত প্রতিবিধান ও করণীয় স্থিরকরণে ইত:মধ্যে মস্তিষ্কে জমাকৃত পূর্বেকার সকল তথ্য বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে থাকে বলে শরীরের সকল অংগই মস্তিষ্ক হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা -সিদ্ধান্ত কার্যকরণে সক্রিয় হয় বা তৎমতে শরীরের সকল অংগ-প্রত্যংগ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই শরীরের কোন অংগ বিশেষ কোন কারণেই মস্তিষ্কের হুকুম-নিয়ন্ত্রণের দেহগত অর্ডারের বাইরে যেমন অবস্থান করতে পারে না তেমন কোন কারণে শরীরের কোন অংগ বিশেষ শরীর

থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার কার্যকারতাও আর থাকে না বলে অনুরূপ বিচ্ছিন্ন দেহগত অংগ বিশেষ স্বীয় অকার্যকারতায় পদার্থের রাসায়নিক নিয়মে ভিন্ন কোন বস্তু বা বস্তুসমষ্টির উপাদানে পরিণত হয় হেতু বিচ্ছিন্ন অংশ বিশেষ আর মানব দেহের অংগ থাকেনা বা তদার্থে সক্রিয় থাকে না বা তদ্রুপ বিবেচিত হয় না।

অনুরূপভাবে, আই.এম.এফের মতো বৈশ্বিক সংগঠন যা বিশ্বের তাবৎ পরজীবীদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিয়তা বিধানকারী অর্থে পরজীবীদের সমাজতান্ত্রিক সংগঠন হিসাবে লেনিনীয় নিদানেই গণ্য হওয়ার যোগ্য ও উপযুক্ত বলে পরজীবীদের উক্ত সমাজতান্ত্রিক সংগঠন তথা আই.এম.এফ-বিশ্বব্যাংকের আওতা ও অধীনে দুনিয়ার প্রায় সকল রাষ্ট্রই মুলত মানব দেহের মতোই একটি মাত্র দেহগত কাঠামোতে আবদ্ধ হয়েছে।

অত:পর, সদস্য পদের শর্তেই বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের সদস্য রাষ্ট্রগুলো আলাদা আলাদাভাবে মোটেই স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র নয়। তবে মানব দেহের মতোই সকল রাষ্ট্রই সদস্যপদের শর্তমতো রাষ্ট্রাধীন বিষয়ে আই.এম.এফের আবশ্যকীয় তথ্য যথারীতি দি ফান্ডের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্ষদকে প্রদানে বাধ্য হয়েও দি ফান্ডের সার্বক্ষণিক নজরদারী-খবরদারীতে তথা " ফার্ম সার্ভিলেন্সে" থাকে এবং দি ফান্ডের প্রদত্ত নীতি-কৌশল বা সিদ্ধান্ত মতোই এ্যাক্ট-রিএ্যাক্ট করে থাকে বলে আই.এম,এফের নিয়ন্ত্রণাধীন দুনিয়ায় স্বাধীন-স্বার্বভৌম রাষ্ট্রের উপস্থিতি যেমন অসম্ভব তেমন আই.এম.এফের শর্ত পুরণ বা পালন না করে রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকাও অবাস্তব।

তাছাড়া, পুঁজিবাদী-পরজীবীদের সমাজতান্ত্রিক বৈশ্বিক সংস্থা দি ফান্ডের লর্ডশীপে সমগ্র দুনিয়ায় ইতোপুর্বেকার সকল জাতপাত, ধর্ম-বর্ণ, জাতি-গোত্র বা তদানুরূপ বোধের জাতিপ্রেম, দেশপ্রেম বা ভাষা প্রেম ইত্যকার বোধ-সংস্কৃতির সকল মানুষকে একই সংগঠনের আওতাভুক্ত করে কেবলমাত্র দুটি পরস্পর বৈরী ও বিরোধী শ্রেণীভুক্ত করেছে। অর্থাৎ সকল জাতির সকল ধর্মের, সকল গোত্রের, সকল দেশের, সকল ভাষার ও সকল রাষ্ট্রের সকল শ্রমজীবী মানুষ জাতি-ধর্ম ও ভাষা নির্বিশেষে কেবলমাত্র পুঁজিপতি-পরজীবী গোত্রের পরজীবীতা-বিলাসিতার মানবিক উপকরণ মাত্র। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল শ্রমজীবী কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নকারী আর দুনিয়ার সকল পরজীবী কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতকারী। দুনিয়ার সকল শোষক-পরজীবীর শোষণ-পরজীবীতা তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতিতে প্রতিষ্ঠিত দি ফান্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন পরজীবীদের সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় শোষণ-শাসন আরো সহজতর করার জন্যই পুঁজির আদি নিয়ম অনুযায়ী পুঁজিবাদই স্বীয় সৃষ্ট তড়িৎ প্রযুক্তির বিনা তারে সমগ্র দুনিয়াকে বন্দী-আবদ্ধ করেছে বলে সমগ্র দুনিয়া সামগ্রীকভাবেই পুঁজিবাদীদের কঠোর অধীনতায় ন্যাস্ত হয়েছে। অবশ্য শ্রমিকশ্রেণীও স্বীয় শ্রমশক্তি বিক্রির সুবিধা-অসুবিধা সমেত নিজ মুক্তি অর্জনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তির সহজ সুযোগ পেয়েছে।

পরজীবীদের সমাজতন্ত্র কার্যকরণে আই.এম.এফের মতো এমনতরো কেন্দ্রাতীগ সংগঠনের শাসন সমগ্র দনিয়ায় কায়েম করেও পুঁজিবাদীরা নিশ্চিন্ত হতে পারেনি বলে শ্রমিকশ্রেণীকে

বহুধাভাগ-বিভাগে বিভক্ত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসরে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন রেখে একদিকে যেমন বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি ও সংগঠনের বোধ-বুদ্ধি অর্জনের পথে মারাত্মক বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে তেমন অন্যদিকে দি ফান্ডের নির্দেশিকা মতো উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নে অনীহা প্রকাশ বা উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের হার হ্রাসে বা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি অর্জনে বিশ্ব পরিসরে বৈশ্বিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হলে বা পরজীবীদের সমাজতন্ত্র ক্ষুন্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন কোন ধরণের কর্মতৎপরতায় বা তদ্রুপ উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণী কোন ধরণের আন্দোলন-সংগ্রাম করলে তা যাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে সর্বাধিক স্বল্প সময়ে দমন-নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করা যায় সেজন্য আই.এম.এফীয় সুবিধাভোগীরা একদিকে যেমন পিরামিড হতে চার্চীয় ধারণার চরম প্রচার-প্রসার করে নানান ধর্ম-বর্ণের উস্কানী দিয়ে ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্র বা জন লকের ধারণা হতে লেনিনবাদী ঘরানার জাতিয়মুক্তি -বুর্জোয়া মুক্তি, সেলফ্ ডিটারমাইনেশন ইত্যাকার ভুয়া-কাল্পনিক ধারণা অথচ প্রতারণায় কার্যকর তথাকথিত স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনীতির ব্যাপক প্রসার ও বিস্তার সাধন করে বিপুল সংখ্যক রাষ্ট্রের পত্তন করেছে।

তাতেও পুঁজিবাদের স্বস্তি পাওয়ার সুযোগ নাই বলে জেনে-বুঝেই ঠান্ডামাথায়-সুপরিকল্পিতভাবে শ্রমজীবী মানুষকে প্রতারিত-বঞ্চিত ও বিভ্রান্ত করতে খোদ বিশ্বব্যাংক শ্লোগান তুলেছে দারিদ্র দুরীকরণের এবং তদমর্মে জাতিসংঘের ভুয়া শান্তির বানোয়াটি সনদ ভিত্তিক তথাকথিত মানবাধিকার সনদ এবং কেবলমাত্র আই.এম.এফের চুক্তিপত্রমূলেই প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রেরই সংবিধান ও আইন-বিধি বস্তুতই কাগুজে দলিলে পরিণত হলেও এবং কার্যত আইন মানুষের মানবিক মর্যাদার জন্য হানিকর হওয়া সত্ত্বেও তথাকথিত আইনের শাসন নিশ্চিতি বা দাস-প্রভু সম্পর্কের সামাজিক কারণে সৃষ্ট তবে দেহগত বিষয়ে অবৈজ্ঞানিক অর্থাৎ কর্মক্ষমতা ও মূল্য উৎপন্নে নয়, কেবলই দৈহিক আকৃতি-প্রকৃতির তারতম্য প্রকাশক অঙ্গবিশেষ বৈষম্য-বৈরীতারও কারণ না হলেও অনুরূপ অঙ্গবিশেষকে কর্মক্ষমতা বা মূল্য উৎপন্নে তারতম্যের কারক গণ্যে একটি বিশেষ অঙ্গাধারীকে অধিকতর কর্মক্ষমতাবান ও অন্যরূপ অঙ্গাধারীকে কম কর্ম ক্ষমতাবান সাব্যস্তে এবং অনুরূপ বৈষম্যের ভিত্তিতে অধীনতামূলক সম্পর্ক নিশ্চিতিতে মানুষকে কেবলই অঙ্গ বিশেষের পরিচয়ে পরিচিতিকরণে সৃষ্ট জেন্ডার ও তদ্ভিত্তিতে জেন্ডার আধিক্যের ও জেন্ডারভিত্তিক ভুয়া পরিচিতির সামাজিক স্বীকৃতিতে শোষক শ্রেণীর স্বার্থেই চালু ও জারীকৃত জেন্ডার কেন্দ্রিক বিভাজন- বৈষম্য ও বৈরীতার অবসান বা বিলোপ না করে মানুষ যেমন সত্যিকার অর্থেই মানুষ হতে পারে না তেমন অনুরূপ বিভাজন-বৈষম্য অবসানে অপরিহার্য ও আবশ্যকীয় শর্ত- পুঁজিবাদী সমাজের বিলোপ তথা সমাজ পরিবর্তনের বিষয়টিকে আড়াল ও গোপন করার হীন উদ্দেশ্যে তথাকথিত জেন্ডার ইকোয়ালিটি তথা লিংগ সমতা অর্জন; এবং

সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও বা অতিরিক্ত পণ্য উৎপন্নের কারণেই সংকট-মহাসংকট সৃষ্টি হলেও কেবলই পুঁজিবাদের হেতুবাদেই দারিদ্রের সৃষ্টি ও প্রসার হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র বিমোচনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিনাশ নয় বরং জোড়াতালি দেওয়া সহ যেনতেন প্রকারে হলেও মরণাপন্ন পুঁজিবাদকে রক্ষায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই দারিদ্র দুরীকরণে বিশ্ব

ব্যাংকের রাজনৈতিক ও ঋণ কর্মসূচি সহ ঋণ-ক্ষুদ্র ঋণ ইত্যাদি সহ ভুয়া স্বনির্ভরতার নানান ছবক দেওয়ার মাধ্যমে দুনিয়ার প্রত্যেককেই ধনী বানানোর খোয়াব বিক্রি করার নিমিত্তে অর্থাৎ এমনকি আমেরিকায় বিপুল সংখ্যক মানুষের দারিদ্রতার চিত্র হিসাবে না নিয়ে বা আমেরিকার সেরা ধনীদেরই গরীব হওয়ার হিসাবপত্র আমলে না নিয়ে এবং প্রকৃতপক্ষে ধনী -দরিদ্রের জন্মদাতা ব্যক্তিমালিকানা বিলোপের মাধ্যমে সাধারণ মালিকানা কায়েম করেই ধনী-দরিদ্রের ফারাক দুরীভূত করা তথা দরিদ্রকে কেবল দারিদ্রমুক্ত নয় বরং বিশ্বের সকল মানুষকে প্রাচুর্যের মধ্যে উত্তীর্ণ করতে সক্ষম অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উপযুক্ত বৈশ্বিক সংগঠনের অনুপস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিষয়ে চিন্তা-চেতনায় অক্ষম অথচ জাগতিক কারণেই ইহকালে যতকিঞ্চিত প্রাচুর্য লাভের মোহে - ধনী বানানোর ভুয়া স্বপ্ন বিক্রেতা ভন্ড ফেরীওয়ালাদের বাজারীকৃত ধনী বনার ভুয়া খোয়াব যত্রতত্র প্রাপ্তির সুযোগে অনুরূপ খোয়াবদোষে দুষ্ট দ্ররিদ্রদের দারিদ্র নিয়ে নোবেল ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য নোবেলম্যান সহ পত্তন করা হয়েছে বিশাল বহরের বিপুল সংখ্যক ভুয়া মানবধিকার বা ফালতু মানব উন্নয়ন ধর্মী বেসরকারী সংগঠন।

উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতকারী- প্রথাগত পুঁজিবাদী ও লেনিননবাদী পুঁজিবাদীদের এহেন ঘৃণ্য - জঘন্য চক্রান্ত - ষড়যন্ত্রের কারণে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী স্বীয় শ্রেণী চৈতন্য হারিয়ে কেবলই পুঁজিবাদের ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির গহবরে নিপতিত হয়েছে। ফলে- প্রতিনিয়ত দু:খ-দৈন্যতা সমেত দারিদ্রের হার-মাত্রা বর্ধিত হলেও শ্রমজীবী মানুষও কেবলই ধনী হওয়ার দু:স্বপ্নে আক্রান্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে ক্রমেই নি:স্ব হতে নি:স্বতর হচ্ছে। প্রকাশ্যে-দিব্যি চোখে শ্রমজীবী মানুষের এহেন দুরাবস্থা দেখেও এবং শ্রমমুক্তির বিকল্প সুযোগ-সম্ভাবনা না দেখে বা তেমন সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম ও উপযুক্ত বৈশ্বিক সংগঠনের উপস্থিতি না দেখে কেবলই খানিকটা স্বাচ্ছন্দে দিনাতিপাতের জন্য মৃতবৎ পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানার মোহগ্রস্ততায় দরিদ্রজনও কেবলই ব্যক্তিমালিকানার প্রতি ঝুঁকে নোবেলম্যানদের নোবেল ব্যবসা-বাণিজ্যের ফাঁদে পড়ে স্বপরিবারে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করেও ধনী হওয়াতো দুরে থাক ক্রমেই আরো দরিদ্র ও নি:স্ব হয়ে কেবলই লালন-পালন ও পরিপোষণ করছে তাবৎ পরজীবী গোষ্ঠী। অবস্থাটা এমন যে, হত্যা-খুন ও মৃত্যুর সর্বাধিক উর্বরভূমি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধমান প্রতিটি যুদ্ধা যেমন নিজেকে মৃত্যুর কাতারভুক্ত গণ্যে নয় বরং যদি অনুরূপ যুদ্ধে একজনও যুদ্ধা জীবিত থাকে তবে সে নিজেই হবে একমাত্র জীবিত ব্যক্তি রূপ ধারণায় আরো অনেকেরই মৃত্যু ঘটায় কেবলই কমান্ডারের হুকুম-নির্দেশে ঠিক তেমনই দরিদ্রদের দারিদ্রের নোবেল ব্যবসাদারদের নোবেল ফাঁকি-জুঁকি ও নোবেল প্রতারণায় বহু জনের দারিদ্রাবস্থা হতে আরো দারিদ্রতর অবস্থায় নিপতিত হতে দেখেও খানিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের মোহে যুদ্ধ ময়দানের যুদ্ধরত যুদ্ধার মতোই পুঁজিবাদের হুকুম-নির্দেশিত হয়েই অন্য কেউ ধনী না হলেও কেবলই ভাগ্যগুণে সে-ই একমাত্র ধনী ব্যক্তি হতে পারে মর্মে নিজের শ্রম নয়, কেবলই ভাগ্যবাদীতায় ধনী হতে চায় দুনিয়ার সকল সম্পদ উৎপন্নকারী হয়েও সম্পদের মালিকানাহীন শ্রমজীবী দরিদ্রজনেরাও।

বাণিজ্যিক সিন্ডিকেট গঠন করার মাধ্যমে ব্যক্তি পুঁজিপতির সীমাবদ্ধতা নিশ্চিত করার সাথে সাথে ব্যক্তি পুঁজিপতির অপরিহার্যতাও ক্ষুন্ন করেছে পুঁজিবাদই। বাণিজ্যিক সিন্ডিকেটের

বিলুপ্তিতে রাষ্ট্রায়ত্তখাতের পত্তন ও প্রাধান্যে ব্যক্তিপুঁজিপতির অপ্রয়োজনীয়তা দ্বিতীয় দফায় নিশ্চিত করে সামাজিক শ্রমে সামাজিকভাবে সৃষ্ট পুঁজির সামাজিক চরিত্র অনুযায়ী ও উপযোগী সামাজিক মালিকানার সূচনা ও পত্তনও করেছিল পুঁজিবাদই।

রাষ্ট্রিয় সিন্ডিকেট তথা ৩ সম্রাটের লীগ ও লীগ অব ন্যাশন্স গঠন করে ব্যক্তিপুঁজিপতির তৃতীয় দফা অপ্রয়োজনীয়তা সমেত খোদ রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা ও অকার্যকরতাও নিশ্চিত করেছিল পুঁজিবাদ। এবং সর্বশেষ বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের মতো বৈশ্বিক সিন্ডিকেট গঠন ও কার্যকর করার মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিপুঁজিপতিকে ব্যক্তিমালিকানা হতে যেমন অবসর দিয়েছে তেমন কেবলই ফিনান্স পুঁজির সুবাদে বিপুলমাত্রায় ডিভিডেন্ট কাটার সুযোগ দিলেও সকল পুঁজিপতির সকল সুযোগ-সুবিধা যখন-তখন কর্তন-বর্ধন করার যাবতীয় ক্ষমতা-এখতিয়ারের ক্ষমতাধর বৈশ্বিক সংগঠনের বৈশ্বিক কর্তা তথা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের একক ও একমাত্র কর্তৃত্ব - ক্ষমতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুনিয়ার তাবৎ পুঁজিপতি-পুঁজিবাদী তাদের নিজেদের সীমাবদ্ধতা-অপ্রয়োজনীয়তা যেমন চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করেছে তেমন দুনিয়ার সকল রাষ্ট্র ও রাষ্টীয় ব্যবস্থার অপ্রয়োজনীয়তা-ক্ষতিকরতা বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিলুপ্তির সুনিশ্চিত প্রমাণ উপস্থাপন ও নিশ্চিত করেছে খোদ পুঁজিবাদই।

অথচ, বহুবার মরে মরে করেও ব্যক্তিমালিকানা যেমন এখনো টিকে আছে তেমন ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় হয়েও ততোধিক ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় বাণিজিক সিন্ডিকেট এবং অকার্যকর ও মৃতবৎ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমেত রাষ্ট্র রক্ষক বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ সহ তদসংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত বৈশ্বিক সংস্থা-সংগঠন এবং ব্যক্তিমালিকানার সহায়ক-সমর্থক যাবতীয় প্রাক পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান এবং এন.জি.ও এবং উক্ত সকল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের কর্তৃত্ববলে বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধাভোগী পুঁজিপতি, ব্যবসাদার, বাণিজ্যজীবী, ব্যাংকার, বীমার দালাল, কমিশনভোগী ঠিকাদার, রাষ্ট্রপতি-বিচারপতি ও সেনাপতি সমেত তাবৎ রাষ্ট্রজীবী ও রাজনীতিজীবী, অনুরূপ রাষ্ট্রজীবীতার সাফাইদার গবেষক-অর্থনীতিবিদ ও পেশাজীবী, ব্রাহ্মণ-পাদ্রী গোত্রীয় সকল পরজীবী, এন.জি.ও পতি সমেত এন.জি.ও জীবী এবং বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ সহ সকল বৈশ্বিক সংগঠনের সংগঠনজীবী প্রমুখ সকলের আয়েশী ও বিলাসী জীবনের সকল দায়-দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে দুনিয়ার সবচাইতে দরিদ্র অথচ সকল উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নকারী সকল শ্রমিককেই।

ফলে-বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফসহ নানান আন্তর্জাতিক সংগঠনের বেতনভুক কর্মচারী দ্বারা ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে হচ্ছে বিধায় পুর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় পুঁজিবাদের মেন্টেইনেন্স কষ্ট অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সামাজিক সম্পর্ক -প্রক্রিয়া চালু রাখতে ইতিহাসের যেকোন সময়ের চেয়ে অধিকসংখ্যক উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগী সৃষ্টি করে অনুরূপ সকল পরজীবীর সর্বাধিক পরিমাণ ভোগ-বিলাসীতার ব্যয় যেমন বেশী তেমন ব্যক্তি মালিকানা বা ব্যক্তিমালিকানাধীন সামাজিক সম্পর্কের ক্ষতিকরতা - অপ্রয়োজনীয়তাও নিশ্চিত হয়েছে সর্বাধিক মাত্রায়। আবার অতিতের যে কোন সময়ের তুলনায় উৎপন্নের পরিমাণও এতোবেশী যে- ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদে মালিকাদের

মধ্যেও মালিকানার পরিমাণে তারতম্য ও মালিকানাহীন এবং দারিদ্রতার কারণে ব্যক্তি বিশেষের চাহিদা ও ক্রয়ক্ষমতার হেরফের হলেও সমগ্রীকভাবে সকলের মোট ক্রয় ক্ষমতার- চেয়ে অধিক পরিমাণ পণ্য-সম্ভারে বাজার ভরপুর এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের হার-মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে সর্বোচ্চ হারে বলেই দুনিয়ার উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নকারীরা অতিতের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিকতর মাত্রায় শোষিত ও বঞ্চিত এবং অত্যাচার-অনাচার ও নির্যাতনের নিষ্ঠুরতম শিকার এবং সর্বপুরি সর্বাধিক পরিমাণে দরিদ্র ও দারিদ্রতার কষাঘাতে চরমভাবে জর্জরিত, বিপন্ন ও মনোদৈহিক ভাবে জরাগ্রস্ত।

অথচ, এখনই যদি উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সকল সুযোগ-সুবিধা বাতিল-বিলোপ করা হয় এবং সকল পরজীবী যদি সামাজিক উৎপাদনী কর্মকান্ডে যুক্ত হয় এবং শ্রম যদি কেবল কোন শ্রেণী বিশেষের ধর্ম না হয়ে সমগ্র সমাজের কর্মক্ষম সকলের প্রাথমিক ও আবিশ্যিক ধর্মে পরিণত হয় তবে জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণ উৎপন্নে কারেই দৈনিক ২-৩ ঘন্টার বেশী পরিশ্রম করার যেমন প্রয়োজনীয়তা-আবশ্যকতা থাকবে না তেমন বিশ্বের প্রত্যেক মানুষ কেবলই প্রকৃতি জয়ে লিপ্ত থাকলেও উৎপাদনের বিদ্যমান পরিমাণেই স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ হিসাবে জীবন যাপনে সর্বাধিক অনুকূল পরিবেশ-প্রতিবেশে বসবাসের সুযোগ ও স্বাস্থ্য সম্মত খাবার-পাণীয় ও তাপানুকূল পোষাক-পরিচ্ছেদ প্রাপ্তির সুবিধায় সুস্বাস্থ্য সমেত সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যকীয় ও অপরিহার্য সকল মৌলিক উপকরণ ও তদ্রুপ সুযোগ-সুবিধা এখনই নিশ্চিতভাবে পেতে পারে।

পরজীবীদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতিতে কেন্দ্রীভূত পুঁজির সঞ্চালন ও পুনরুৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে ষ্ট্যালিন-চার্চিল ও রুজভেল্টদের পত্তনকৃত পরজীবীদের সমাজতান্ত্রিক সংস্থা দি ফান্ড গঠিত ও কার্যকর হওয়ার পরও পুঁজিবাদী নৈরাজ্যিক উৎপাদনী শর্তে ও প্রক্রিয়ায় বিগত শতকের চতুর্থ কোয়াটারের শুরুতে অতি উৎপাদন ও পুঁজি সঞ্চালনের সংকটে নিপতিত পুঁজিবাদ স্বীয় রক্ষক বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের সদস্য হিসাবে পুঁজিবাদের স্থানীয় রক্ষাকর্তা খোদ রাষ্ট্রকে-বাজার ও উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়ভার হতে সম্পূর্ণত দায়মুক্ত ঘোষণা করে মৃতবৎ রাষ্ট্রের আরো অকার্যকরতার উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করে ইতপুর্বে রাষ্ট্রায়ত্তকৃত সকল খাত ১০০% বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু ও তা কার্যকরণে পুঁজি-পণ্যের অবাধ গমনাগমন নিশ্চিতিতে গ্যাট চুক্তি সহ তদানুরূপ কার্যাদি বৈশ্বিকভাবে তদারকী ও নিয়ন্ত্রণে ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা যা বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফেরই সহযোগী বা বর্ধিত সংস্করণ।

সংকটাপন্ন ও বিপন্ন পুঁজিবাদ- বিশ্বায়নের শ্লোগান তুলে পুঁজিবাদের সর্বরোগহর বটিকা হিসাবে বেসরকারীকণের মাধ্যমে মুক্তবাজার অর্থনীতি কার্যকরণে প্রাইভেট ক্যাপিটেলের অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের সদস্য রাষ্ট্রগুলো রাষ্ট্রায়ত্তখাত বিষয়ে নিজ নিজ সাংবিধানিক নীতি-আইন ও প্রচলিত বিধান ইত্যাদি অসাংবিধানিকভাবে পরবির্তন করা সহ তদার্থের সকল নীতি-আইন ইত্যাদির অকার্যকরতা নিশ্চিত করে প্রাইভেট খাত বিকাশে রাষ্ট্রিক দায়িত্বে বিশ্বের সঞ্চালনহীন অর্থাৎ মজুতকৃত কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত পুঁজির সঞ্চালন সাধনে আই.এম.এফের শর্তাধীন ঋণ গ্রহণ করে পুঁঞ্জিভূত-ঘনীভূত

পুঁজির প্রবাহ বাড়িয়ে পুঁজির নিয়মেই সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে সাময়িকভাবে হলেও সংকটোত্তরণে- প্রভুর হুকুম-নির্দেশিত অনুগত দাসের মতোই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ঋণদাস রাষ্ট্রগুলো।

আই.এম.এফের কর্তৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণে ৫ বিগ শেয়ারহোল্ডারও পারস্পারিক টানা-পোড়নে পরস্পরের নিকট নানান কারণে দায়বদ্ধ বা স্বীয় ক্ষমতা-কর্তৃত্বে সীমিত ও সীমাবদ্ধ। তাছাড়া অপরাপর সকল রাষ্ট্রই কার্যতই এবং কেবলমাত্র দি ফান্ডের নীতি-কৌশলে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় বলে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আর কোন রাষ্ট্র বিশেষ যেমন স্বাধীন-সার্বভৌম থাকার সুযোগ নাই তেমন জাতীয় পুঁজি গঠন বা জাতিয় পুঁজির স্বার্থ রক্ষণ ও সংরক্ষণে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্তিত্বও অসম্ভব ও কাল্পনিক বিষয় বলে কল্পিত জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী -বুর্জোয়া বিপ্লব সংঘটনে অক্ষম হলেও লেনিনীয় কমিউনিষ্টরা বুর্জোয়াদের পক্ষে নয়া গণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ইত্যকার ভুয়া-বানোয়াটি তত্ত্ব -সুত্র বাস্তবায়নে যেমন নতুন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে তেমন জন লক-জেফারসন্সদের সেলফ্ ডিটারমাইনেশনের ফালতু-অকার্যকর তত্ত্ব ও তত্ত্বীয় মুলেও বুর্জোয়ারা বহু ভুয়া স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল বা এখনো তদ্রুপ কার্যাবলী পরিচালনা করছে ; আসলে পুঁজিপতিশ্রেণীর আন্ত:বিরোধে সাবেকী রাষ্ট্র বিশেষ নিজ নিজ সীমায় নিজস্ব কর্তৃত্ব-ক্ষমতা ও এখতিয়ার অটুট ও অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হচ্ছে না বলেই মৃতবৎ-ভংগুর রাষ্ট্রগুলো ভেংগে টুকরো টুকরো হচ্ছে বলেই দুনিয়ার বহু স্থানে অনুরুপ নতুন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নানান ধরণের যুদ্ধ-বিগ্রহ হচ্ছে হেতু জন্মকালে আই.এম.এফের সদস্য সংখ্যা- অর্ধশতের কম হলেও এখন ১৮৫ এবং জন্মলগ্নে ৫১ সদস্যের জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্য- ১৯৭ এবং নন-মেম্বার ও অবজারভার ষ্টেট মিলিয়ে দুই শতাধিক রাষ্ট্র তদীয় রাষ্ট্রপতি- সেনাপতি, বিচারপতি ও সংসদপতি সহ বিশাল বহরের পরজীবী নিয়ে উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন ও তা- আত্মসাতের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে পাহারা দিচ্ছে।

যদিচ, কেবলমাত্র অুনরূপ পাহারার আবশ্যকতায় সৃষ্ট সংস্থা-সংগঠন সমুহের বেতনভুক কর্মচারীদের নিকট দারস্ত হওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানার অক্ষমতা,অকার্যকরতা ও অপ্রয়োজনীতা যেমন নিশ্চিত হয়েছে তেমন পুঁজিবাদ কর্তৃক পরাজিত চার্চ ইত্যাদি ধর্মীয় বা সামন্তীয় প্রতিষ্ঠন বা তদানুরূপ পরলৌকিকতার রাজনীতির নিকট আশ্রয় নিয়ে ইহলৌকিকতার পুঁজিবাদ কেবলমাত্র অনুরূপ পরাজিত শত্রু ও শক্তির নিকট আশ্রিত হয়েছে বলেই অতিত আশ্রিত পুঁজিবাদ নিজেই নিজের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে।

অত:পর, এতসব পাহারাদার সত্ত্বে সংকট-সমস্যা সমাধানে অক্ষম পুঁজিবাদ উৎপাদন উপকরণের বিদ্রোহের মুখোমুখি হবেই। কাজেই, পুর্বেও যেমন উন্নত দেশগুলোর শ্রমিকশ্রেণীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিল্পোন্নত দেশগুলোতেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ ছিল, এখনো বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বাধীন দুনিয়ায় আই.এম.এফের ৫ বিগ মেম্বার ষ্ট্রেট সহ জি-৮ এবং প্রকারন্তরে ও পর্যায়ক্রমে জি-২০এর শ্রমিকশ্রেণীর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ঐক্য ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পুঁজিবাদ বিনাশী আন্দোলন যেমন জোরদার হবে তেমন ঐ সমস্ত দেশেই পুঁজিবাদকে পরাজিত ও পরাস্ত করে নতুন সমাজের ভিত্তি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ-সুবিধা বেশী।

সুতরাং, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সংঘটন ও সমন্বয় সাধনে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব সমিতি যদি আই.এম.এফের বিগ ৫ সদস্য সহ জি-৮ ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোতে অনুরূপ বিজয় অর্জন করে অর্থাৎ বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ সহ তাদের সহযোগি সংগঠনগুলোকে বিলুপ্ত ও বিনাশ করাসহ ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ সাধন ও ব্যক্তিমালিকানার স্বপক্ষীয় সকল সংস্থা-সংগঠন ইত্যাদি বিলীন ও বিনাশ করে, তবে সাধারণ মালিকানার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিচালনায় সমাজের প্রত্যেককে সম্পৃক্ত করবে বিধায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার হেতুবাদে জি-২০ভুক্ত দেশগুলো সহ দুনিয়ার অপরাপর দেশগুলোর শ্রমিকশ্রেণী যেমন বিশ্বব্যাংক-আই,এম.এফের কবলমুক্ত হবে তেমন পুঁজি-পণ্যের কারবার করার প্রয়োজন নাই সমাজতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের বিধায় কেবলই বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর শর্তে এবং উন্নততর-প্রাচুর্যের, শোষণহীন-মানবিক সম্পর্কের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জি-২০সহ অপরাপর দেশগুলোর শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থক বা পুঁজিবাদের দুস্কর্মে ত্যাক্ত-বিরক্ত এবং সদা-সর্বদা অনিশ্চয়তায় অতিষ্ঠ মানুষজন তাবৎ অনিশ্চয়তা-দুদর্শা হতে মুক্তি লাভে সমাজতন্ত্রের পক্ষে নিজ নিজ অঞ্চল-এলাকা বা দেশে আন্দোলন-সংগঠন শক্তিশালী ও জোরদার করার নিরন্তর প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদ কবরস্ত হবে। তবে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিপতিশ্রেণীর হিংস্র বা মূঢ় অংশ বিশেষ বিজয়ের দুরাশা সত্ত্বেও মরণকামড় হিসাবে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নানান অন্তর্ঘাতমূলক বা বৈরী তৎপরতা চালাবে না এমন নয়; কিন্তু, পানি যেমন নীচে গড়ায় তেমন ইতিহাসের নিয়মেই মুল্য স্রষ্টা শ্রমিকশ্রেণীর নিকট পরজীবী গোষ্ঠী-গোত্র তথা স্বীয় ইতিহাসের নীচে নেমে যাওয়া অধ:পতিত বুর্জোয়াশ্রেণী চুড়ান্তভাবে পরাজিত হবে।

উল্লেখ্য-ব্রিটিশ কলোনী তথা পরাধীন ইন্ডিয়াকে সদস্য পদ প্রদানের মাধ্যমে যেমন প্রমাণিত যে, জাতিসংঘ কার্যতই স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র পুঞ্জ নয়, এমন কি সদস্য রাষ্টগুলোর মর্যাদার প্রতি সমান গুরুত্বশীল ও মনোযোগী নয়, তেমন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হরণ ও ক্ষুন্ন-বিঘ্ন করা বৈ প্রকৃতার্থেই অটুট-অক্ষুন্ন নাই কোন রাষ্ট্রেরই স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব খোদ জাতিসংঘের চার্টার মতো প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের পত্তনকাল হতেই। তবু ভুয়াভাবে ও প্রতারণা মূলে দাবী করা হচ্ছে বিশ্ব শান্তি রক্ষা সহ সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিশ্চিতি বিধানেই নাকি জাতিসংঘ কার্যরত। সেজন্য -যুদ্ধাপরাধ আইন সহ নানান আন্তর্জাতিক আইন-প্রস্তাব গ্রহণ করেছে জাতিসংঘ। অথচ, আন্তর্জাতিক আইন-বিধির নামে ভেটো ক্ষমতাধর এবং বিশ্বব্যাংকের পরিচালক- নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রগুলোর একাধিপত্যে ও আধিপত্যে প্রণীত আইন-বিধি মতো স্ব-স্ব রাষ্ট্রে আইন-বিধি প্রণয়ন ও কার্যকরণ যে, রাষ্ট্র বিশেষের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পরিপন্থি ও বৈরী তাও কবুল করতে পারছে না স্বার্থান্ধ-দুষ্ট ও দুবৃর্ত্ত পুঁজিবাদ।তাছাড়া- তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রের জলসহ সমুদ্র সীমা ও জল প্রবাহ এবং জলাধিকার, খনিজ সহ প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যকার বহু বিষয়ে নানান আইন-প্রস্তাব পাশ ও গ্রহণ করেছে জাতিসংঘ। সেই সকল আইন-প্রস্তাব বাস্তবায়ন ও কার্যকরণ বা তদার্থে ঝগড়া-বিবাদ, সালিশ-মামলা বা ক্ষেত্র বিশেষ যুদ্ধ-বিগ্রহ করছে সদস্য রাষ্ট্রগুলো। তবু, রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন-সার্বভৌম!

কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় সীমানা ও গন্ডীবদ্ধতার কারণে জল সহ প্রাকৃতিক সম্পদে কারো কারো অপ্রতুলতা আবার কারো কারো আধিক্য-প্রাচুর্যতার হেতুবাদে সৃষ্ট রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধ-বৈরীতা বা আন্ত রাষ্ট্র বিরোধ সহ ঘনীভূত ও কেন্দ্রীভূত পুঁজির সঞ্চালন সংকট ও

সমস্যায় সৃষ্ট নানান অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিরোধ-বৈরীতা এবং সর্বপুরি-সমরাস্ত্র উৎপাদন সহ সমর শিল্পের যুদ্ধ বাণিজ্যে বিনিয়োজিত বিশাল পরিমাণ পুঁজির স্বাভাবিক সঞ্চালন ও পুনরুৎপাদন নিশ্চিতিতে পৃথিবী ময় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিদ্রোহ সৃষ্টি-জারী বা যুদ্ধাবস্থা জারী রেখে দুনিয়াময় অশান্তি ও বিশৃংখলা জিয়িয়ে রেখে তদোদ্ভুত পরিস্থিতিতে সৃষ্ট নতুন নতুন রাষ্ট্রকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র গণ্যে জাতিসংঘের সদস্য পদ প্রদানের মাধ্যমে কার্যত ও প্রকৃত পক্ষে উল্লেখিত রূপ ছোট্ট ছোট্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্ররোচিত করছে-উসকানী দিচ্ছে ভেটো ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো বকলমে জাতিসংঘই।

এতদ্বিদ ক্রিয়াদির মাধ্যমে বিশ্ব পুঁজিবাদ বহুবিদ বদ উদ্দেশ্য হাসিলে তৎপর রয়েছে। যেমন-

(ক) ধ্বংসযজ্ঞ সহ হত্যা-খুনের আইনানুগ পেশাদার বাহিনী সমেত সমরাস্ত্র যতদিন পৃথিবী হতে ইতিহাসের যাদুঘরে ঠাঁই না নিবে ততোদিন মানুষ যেমন নির্ভয়, মুক্ত ও স্বাধীন হতে পারবে না তেমন মানব জাতি- সত্যি সত্যি সভ্য হতে পারবে না। কিন্তু পুঁজির সংকট নিরসন সহ পুঁজি-পণ্যের সঞ্চালন-বিপনন নিশ্চিতিতে যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ আবশ্যকীয়ভাবে অপরিহার্য বিধায় পুঁজিবাদের বিনাশ-বিলোপ ছাড়া সেনাবাহিনী সমেত সমরাস্ত্র উৎপাদন-বিপনন ও ব্যবহার বন্ধ-বিলোপ করার সুযোগ নাই হেতু পুঁজিবাদী বিশ্বে শান্তি অসম্ভব। তবু, যুদ্ধের অনুমোদক অথচ ভুয়া শান্তিবাদী জাতিসংঘ - যুদ্ধকে অবৈধ-বেআইনী বা মানবতা বিরোধী ঘৃণ্য কার্যকলাপ বিবেচনা না করে বরং আইনানুগ যুদ্ধা হিসাবে অপরাপর যুদ্ধাকে হত্যা-খুনে দোষণীয় কিছু না দেখেই পূর্বাপর কেবলই যুদ্ধজয়ী বিশেষত হালে বিশ্ব যুদ্ধ বিজয়ীদের প্রণীত যুদ্ধ বিষয়ক আইন-নিয়ম ভংগে অর্থাৎ বিশ্ব পুঁজিবাদের মোড়লদের হুকুম-নির্দেশিতভাবে যুদ্ধ না করলে বা তাঁদের স্বার্থের অনুকুলে যুদ্ধ করা বা না করা হতে বিরত হলে বা যুদ্ধের আবশ্যকীয় উপাদান-হত্যা-খুন, অত্যাচার-নির্যাতন, ধর্ষণ-লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ সহ যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞ কেবলই বিশ্বের ক্ষমতাধরদের অনুকূলে ও পক্ষে না চালালে বা তাদের স্বার্থের হানি হতে পারে এমন যুদ্ধ করলে অর্থাৎ বিদ্রোহ-বিপ্লব সংঘটন-সংগঠনে বা রাষ্ট্র বিশেষের ক্ষমতা দখলে বা তৎপ্রসূত গৃহ যুদ্ধে লিপ্ত হলে অথচ, নিয়মিত সেনাবাহিনী নয়, বা সেনা পোষাক পরিহিত নয় ,অথবা অনুন্য প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে যুদ্ধ না করলে অনুরূপ যুদ্ধকারী ও অনুরূপ যুদ্ধের সহযোগী সকলকেই যুদ্ধের দায়ে নয়, কেবলমাত্র যুদ্ধের নিয়ম-নীতি ভংগের দায়ে দোষী গণ্যে দন্ড বিধানের মাধ্যমে একদিকে যেমন পুঁজিবাদ বিরোধী ও বিনাশী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামকে সহজেই দমন-নিয়ন্ত্রণ করা যাবে; অন্যদিকে- ক্ষমতাধরদের যখনই প্রয়োজন তখনই যুদ্ধ বাঁধিয়েও যুদ্ধের ফলাফল নিজ নিজ পক্ষে না এলে কতিপয় ব্যক্তিকে যুদ্ধের জন্য দায়ী-দোষী গণ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে দন্ডাদি প্রদানের মাধ্যমে অনুরূপ যুদ্ধে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকশ্রেণীকে কেবলই যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে-চাংগিয়ে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ভুলতে ভুয়াভাবে প্ররোচিত করার মাধ্যমে যুদ্ধের প্রকৃত কারক-উৎস ও যুদ্ধের জন্য দায়ী-দোষী বিশ্ব পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতিশ্রেণীকে সুকৌশলে আড়াল ও গোপন করা এবং সামগ্রীকভাবে শান্তি ও যুদ্ধ বিষয়ে ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পুঁজিবাদের আয়ু বাড়ানোর অপচেষ্টার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রবাসী সহ ব্যাপক জনমানসে ভয়-ভীতি জাগিয়ে রেখে ভীতিগ্রস্ত জনতাকে সর্বাধিক সামরিক শক্তিধর বা কেন্দ্রীভূত পুঁজিওয়ালাদের প্রতি নি:শর্ত আনুগত্য- দাসত্ব কবুলে বাধ্য করা সহ যুদ্ধ বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে এখাতে বিনিয়োজিত পুঁজির সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখা।

(খ) প্রকৃতিজাত ধরিত্রীবাসী সকলেই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে কেবলমাত্র প্রকৃতির প্রতিকূলতা বা বাঁধা বৈ মানুষের বাঁধা পায়নি শ্রেণী বিভক্ত সমাজের উদ্ভবের আগতক। বেঁচে থাকার তাগিদেই মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে গিয়ে স্থান হতে স্থানান্তরে গমনাগমন করেছে। কিন্তু, শ্রেণী বিভাজন অর্থাৎ পরজীবীদের উদ্ভব ও কর্তৃত্বের সূচনা হতে পরজীবী তথা অধিপতিশ্রেণী অধিত শ্রেণীকে যেমন অবাধে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ হতে বঞ্চিত করেছে তেমন পরজীবীদের স্বার্থেই উদ্ভুত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও রাজনীতির হেতুবাদে পৃথিবীকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অনুকলে ভাগ-বিভাজন বা দখল-বেদখল করার মাধ্যমে পৃথিবীর নানান অংশকে নানান রাজা ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের করায়ত্ত ও অধীনস্ত করেছে।

ফলে-রাজনৈতিক কারণেই পৃথিবীর তাবৎ সম্পদসহ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অবাধ ও অবারিত সুযোগ-সুবিধাও বারিত ও বিঘ্নিত হয়েছে সাধারণভাবে সকল মানুষের। প্রকৃতির ব্যাপকতা-বিশালতা বা আয়তন-গতি ইত্যাদিতো নয়ই এমনকি সৌর জগতের উদ্ভব, গতি ও লয় এবং বিবর্তন সম্পর্কেও জ্ঞাত ছিল না মানুষ। সর্বপুরি, পৃথিবীর উদ্ভব, আয়তন, পরিসর, গতি-প্রকৃতি বা বৈবর্তনিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি না জানা সত্ত্বেও পৃথিবীর অংশ বিশেষের দখলদার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিজ নিজ দখলাধীন অংশ বিশেষকে স্বীয় সম্পত্তি গণ্যে পৃথিবীকে যেমন নানান ভাগ-বিভাগে বিভক্ত করেছিল তেমন সাধারণ মানুষতো বটেই এমনকি রাজা-সম্রাটরূপী রাজনৈতিক কর্তৃত্বও সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র সম্পদ সহ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অবাধ সুযোগ পায়নি । এখনো পৃথিবীকে রাষ্ট্রীয় গন্ডিতে ছোট-বড় বা ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ ও ভাগ-বিভাগ করার রাষ্ট্রিক কারণেই খনিজ, জলজ ও সামুদ্রিক সম্পদ সহ সকল প্রাকৃতি সম্পদের সামগ্রীক ও সাধারণভাবে বা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়ে আসছে পৃথিবীর মানুষ। উপরন্ত রাষ্ট্রিক সীমার হেতুবাদে কোন কোন রাষ্ট্র অধিক পরিমান প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক দাবীদার গণ্য হওয়ায় আবার কোন কোন রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সম্পদের মালিক না হওয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার-অব্যবহার, জ্বালানির অপর্যাপ্ততা-প্রাচুর্য্যতা, সুপেয় ও মিষ্টি পানির অকুলান ও বিশালতা, জল-বৃষ্টির প্রকোপ ও সংকট ইত্যাদির কারণে এদ্বিষয়ে দুনিয়াময় ভয়ানক সমস্যা-সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকৃতিতে আগেও নানান পরিবর্তন ও বিপর্যয় হয়েছে ভবিষ্যতেও হবে এবং খোদ সৌরজগতই বিলীন হবে এমনটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু মানুষ অতিতেও প্রকৃতিক বিপর্যয়কে মোকাবেলা করছে এবং ভবিষ্যতে প্রকৃতিকে জয় করবে । কাজেই প্রকৃতি বিজয়ে প্রকৃতি বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ যতোবেশীমাত্রায় একত্রিত হবে ও সম্মিলিত প্রয়াশ গ্রহণ করবে ততোবেশী মাত্রায় বশীভূত হবে প্রকৃতি। সেজন্যও পৃথিবীর রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রিক ভাগ-বিভাজন রেখা মুচে ফেলে অর্থাৎ রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সমেত খোদ রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র রক্ষক-সমর্থক সকল প্রথা-প্রতিষ্ঠানকে ইতিহাসের নিয়মে ইতিহাসেরই আস্তাকুঁড়ে চিরতরে পাঠিয়ে দিয়ে রাষ্ট্র ও রাজনীতি বিমুক্ত ধরিত্রী তথা সমগ্র পৃথিবীতে সকল মানুষের সাধারণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সকলের সাধারণ ও সমসুযোগ নিশ্চিতিতে রাজনৈতিক ভাগ-বিভাগ বা বিভাজন মুক্ত একটি একক পৃথিবী নিশ্চিত করা বৈ বিকল্প নাই।

অথচ, প্রকৃতির নিয়ম ইত্যাদিকে যথার্থভাবে আমলে না নিয়ে এবং ধরিত্রীতে সৃষ্ট তাপ-উত্তাপের সমস্যা সমাধানে আশু পদক্ষেপ ও জরুরী করণীয় হিসাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিলোপে নয় বরং হাল আমলে জলবায়ু সমস্যা ও সংকট বলে যেভাবে তাবৎ পরজীবীরা চিৎকার-চেঁচামেচি করছে তাও কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখারই ধান্ধাবাজি মাত্র। উল্লেখ্য-সমগ্র বিশ্বের সকল প্রাকৃতিক সম্পদের সাধারণ ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত না করে অর্থাৎ রাজনৈতিক বিভাজন হীন ও রাষ্ট্র বিহীন একটি বিশ্ব নিশ্চিত না করে হালে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের ভিক্টিম বা তদ্রুপ বিপর্যয়ের সমূহ শংকা ও আশংকায় শংকিত ও আশংকিত -মালদ্বীপ, বাংলাদেশ, নেপাল ইত্যাদির মতো নানান অঞ্চল অর্থাৎ জলবায়ুগত সমস্যাসহ নানানবিদ কারণে ধরিত্রীর যেসকল অঞ্চল আপাত:ত মানব বসতির অনুকূল নয় বা বসবাসের অযোগ্য বা বিপৎজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ এবং দুর্যোগপূর্ণ, সেসকল অঞ্চল হতে জনবসতি সরিয়ে নিরাপদ অঞ্চলে বসবাসের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা যেমন যাবে না তেমন স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সমেত প্রত্যেকের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা বিধান করা অসম্ভব।

অথচ, সমগ্র ধরিত্রীকে সকলের সাধারণ ব্যবহারে সাধারণ সম্পদ গণ্যে জনবসতির পুনর্বিন্যাস এবং সকল মানুষ মিলেমিশে বা সম্মিলিত উদ্যোগে ও বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশলে প্রকৃতিকে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব নিশ্চিত না করে অথবা যেমন প্রকৃতির নিয়ম তেমন প্রকৃতিজাত মানুষের আচার-আচরণ জনিত কারণে প্রকৃতিতে সৃষ্ট সমস্যার বৈজ্ঞানিক কারণ ও যথোপযুক্ত সমাধান বা তদ্বিষয়ে কার্যকর নীতি-কৌশল নির্ধারণ ও কার্যকর না করে কেবলই ধ্বংস ও মরণ ইত্যকার ভয়-ভীতি সৃষ্টি বা দয়া-দাক্ষিণ্য মাগা ও ভিক্ষাবৃত্তির ক্ষতিকর নীতি-কৌশল চর্চা করা হচ্ছে। উপরন্ত, বিশাল প্রকৃতির জলবায়ুগত সমস্যা ও সংকট মোকাবেলা ও উত্তরণ- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রিক পর্যায়ে অসম্ভব বলেই জলবায়ু সংক্রান্ত সমস্যা বিষয়ে তাবৎ রাষ্ট্রজীবীরা মিলিত হচ্ছে বিশ্ব সম্মেলন ইত্যাদিতে। তবু একক ধরিত্রীর সাধারণ মালিকানা নিশ্চিত না করে বরং ধরিত্রীকে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রিক ভাগ-বিভাগে বিভক্ত ও বিভাজিত রেখেই সমগ্র ধরিত্রীর জলবায়ুগত সংকট-সমস্যার সমাধানের নামে আমজনতাকে ভাওতা দিচ্ছে চালাক-চতুর ও ধুরন্ধর পুঁজিবাদীরা।

পুঁজির নিয়ম মতোই ঝুঁকিপূর্ণ খাত হলেও উৎপন্ন পণ্যের চাহিদা বা উপযোগিতা থাকলে কেবলই মুনাফার লোভে অনুরূপ ঝুঁকিপূর্ণখাতে বিনিয়োজিত হতে পুঁজি নিজ মালিককেও ফাঁসির রশিতে ঝুলাতে পিছ পা হয় না। অত:পর, রাষ্ট্রিক গন্ডি বা রাজনৈতিক ভাগ-বিভাগের কারণে পৃথিবীর খনিজ, জ্বালানি ও পানি খাতে সৃষ্ট ভয়ানক সমস্যা ও সংকট অথচ জ্বালানিসহ অনুরূপ সম্পদের বিপুল পরিমাণ চাহিদা ও উপযোগিতা থাকার হেতুবাদে উল্লেখিত খাতে বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োজিত আছে । কিন্তু অনুরূপ বিশাল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগে সক্ষমতাও অনেক রাষ্ট্রের নাই বিধায় উল্লেখিত খাতে বিনিয়োজিত পুঁজির লাভের অংকও বিশাল। তাই অধিকতর মুনাফার লোভে এখাতে বিনিয়োগকৃত পুঁজিপতিদের সিন্ডিকেটগুলো বিনিয়োজিত পুঁজির সর্বাধিক মুনাফা আয় ও সঞ্চালন নিশ্চিতিতে পরস্পর পরস্পরের সাথেও যেমন বিরোধ-বিবাদ ও প্রতারণায় লিপ্ত হয় তেমন উল্লেখিত খাত সমূহে আরো অধিকতর বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা লাভে

এখাতের পুঁজিপতিরা বিশাল অংকের ঘুষ বাণিজ্য করে থাকে। অনুরূপ ঘুষ বাণিজ্যের সুবিধাভোগী রাষ্ট্রিক ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে সেই সকল বহুজাতিক কোম্পানীকেই বিনিময়ে যে কোম্পানী যতবেশী পরিমাণ ঘুষ-বকশিশ বা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে।

সকল দেশেই পরজীবী গোষ্ঠীই সরাসরিভাবে গ্যাস সহ প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারকারী ও সুবিধাভোগী। শ্রমজীবী দুরিদ্রজনেরা মুলত পরোক্ষে কদাচিৎ-কিঞ্চিত সুবিধা পায় বটে। সৌর তাপ, বিশুদ্ধ বায়ু, মিষ্টি ও বিশুদ্ধ পানি, বৃষ্টি ও নদ-নদী এবং সাগর বা সমুদ্র বিষয়েও একই বক্তব্য প্রয়োজ্য। কিন্তু, এসকল সম্পদের দখল-বেদখল বা কর্তৃত্ব লাভ-অলাভে পুঁজি বিনিয়োগকারী কোম্পানী সমুহের স্বার্থে রাষ্ট্রজীবীরা প্রায়ই লিপ্ত হয় বিরোধ-বৈরীতায় এবং কখনো কখনো স্থানীয় বা আঞ্চলিক যুদ্ধে লিপ্ত হয় বা যুদ্ধাবস্থা বজায় রাখে। বহু ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় সীমানার গন্ডীভুক্ত গণ্যে এসকল সম্পদ নিয়ে রাষ্ট্রজীবীরা সীমান্ত বিরোধ ও বৈরীতায়ও জড়িয়ে পড়ে। এসকল বৈরীতা-বিরোধের সুযোগে বস্তুতই অকার্যকর রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ রাষ্ট্রিক সক্ষমতা-কার্যকরতা স্বপ্রমাণে রাষ্ট্রবাসীকে নিজ নিজ রাষ্ট্রের পক্ষে জড়ো ও যুক্ত করার চেষ্টা করে রাষ্ট্রবাসী বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীকে ফালতু দেশপ্রেমের কৃত্রিম আবেগ বা অস্তিত্বহীন-কৃত্রিম জাতীয়তাবাদের ছলা-কলায় জাতীয় স্বার্থ রক্ষার নামে নিজ নিজ রাষ্ট্রের পক্ষে এবং বিরোধী ও বৈরী রাষ্ট্রের বিপক্ষে স্বক্রিয়ভাবে অংশ নিতে প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করে।

রাষ্ট্রজীবী, রাজনীতিজীবী সমেত সকল ধরণের পরজীবীদের অনুরূপ প্রলোভন ও প্ররোচনায় প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত হয়ে বিরোধীয় দেশের শ্রমিকশ্রেণী প্রকটভাবে উৎকট জাতীয়তাবাদীবোধ ও কল্পিত দেশপ্রেমের টানে তাবৎ রাষ্ট্রবাদীদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্তে ইত:মধ্যে গুরুত্বহীন ও অকার্যকৃত তবে কেবলই অচলভাবে স্বীকৃত ও আওয়াজকৃত অথচ শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীমুক্তির শর্ত এবং শ্রেণী চৈতন্য ও শ্রেণী সংহতির বিশ্ব ভান্ডার অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক দৃষ্টিভংগির বৈশ্বিক বোধের বৈজ্ঞানিক নীতি - আন্তর্জাতিকতাবাদ যেমন ভুলে যায় তেমন সাংঘর্ষিক-বৈরী রাষ্ট্রের শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে কেবলই সেবা করে পুঁজি-পুঁজিপতি ও তাবৎ পরজীবীর। একইভাবে পুঁজি ও পরজীবীদের রক্ষক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সমেত রাষ্ট্র রক্ষক বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ সহ তাবৎ আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্তৃত্ব রক্ষার ক্ষতিকর তথা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ বিরোধী রাজনীতিতে ভ্রান্তভাবে শামিল হয়ে আরো বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়ে নিজস্ব শ্রেণী চৈতন্য অর্জনের সুযোগ হারায়। এছাড়া -লেনিনবাদের বিভিন্ন ঘরানায় অবস্থান করেও যাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আন্তরিক বা শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত না হয়েও যাঁরা আন্তরিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষভুক্ত তাঁদেরকেও অনুরূপ ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তিতে সহজেই নিপতিত করা যায়।

(গ) পৃথিবীর চাষযোগ্য ভূমির প্রধান অংশ যেমন তেমন সুপেয় ও মিষ্টি পানির বিশাল অংশও এখনো অব্যবহৃত। সৌরতাপ সহ বিশুদ্ধ বায়ুও এখনো অপর্যাপ্ত নয়। অথচ, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যেমন পানি সংকট তেমন বসবাস-চাষযোগ্য ভূমি সংকটে নিপতিত। তাপ ও বায়ুর সংকট ও সমস্যাতো লেগেই আছে। যদিচ, প্রকৃতির উপজাত মানবজাতি সমগ্র পৃথিবীর মালিক তবু কেবলই রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অসৎ উদ্দেশ্য ও দুরভিসন্ধিতে সমগ্র পৃথিবীকে বহুধা ভাগ-বিভাগে বিভক্ত ও খন্ড-বিখন্ড করেই উপরোক্ত

সংকটাবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে-দুনিয়ার বিশাল অংশ অব্যবহৃত থাকলেও ধরিত্রীর খুবই সামান্য অংশের মধ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষকে তাপ ও শ্বাস কষ্ট সহ আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে । আবার অনিরাপদ এবং আধুনিক জীবনের প্রতিকুল পাহাড়,উপকুল ও শীতার্ত অঞ্চলসহ ধরিত্রীর নানান অংশ নানান কারণে বসবাসের অযোগ্য বা বিপৎজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে জীবনের ঝুঁকি ও আতংক নিয়ে যেমন বহু মানুষ বসবাস করছে তেমন প্রকৃতিতে এমনকি ধরিত্রীতেও সামগ্রীকভাবে প্রচুর পরিমানে থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক সম্পদের কৃত্রিম অপ্রতুলতায় ও সীমাবদ্ধতায় সীমাহীন সমস্যায় আক্রান্ত-বিপর্যস্ত ও ভয়ানক দুর্ভোগের শিকার ধরত্রীরই অসংখ্য মানুষ।

অথচ,সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্বকে ভাগ-বিভাগের সকল রাষ্ট্রিক সংগঠন ও ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ-বিলুপ্তির কারণেই সমগ্র পৃথিবী সমগ্র মানুষের সাধারণ মালিকানায় নিপতিত হবে বিধায় কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক ও ব্যক্তিমালিকানার বাউন্ডারীহীনতায় বিশাল পরিমান ভূমি যেমন বসবাস ও চাষযোগ্য ভূমিতে পরিণত হবে বা চাষযোগ্য ভূমির মোট পরিমান অটুট থাকলেও চাষী ভূমির পরিমান বৃদ্ধি পাবে তেমন ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হতে নিরাপদ বা তাপানুকূল অঞ্চলে জনবসতির পুন:র্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মৃত্যুবরণসহ আরো হাজারো রকমের ক্ষয়-ক্ষতি হতে রেহাই পাবে ধরিত্রীবাসী।

কিন্তু, সমাজতন্ত্রকে প্রতিহতকরণে- যতই রাষ্ট্র সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় ততোই কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব বলে স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির কর্তৃত্বে অর্থাৎ পরজীবীদের জিম্মায় বিপুল পরিমাণ অব্যবহৃত ভূমি-খনিজ সম্পদ ও পানি ইত্যকার বিষয়াদি রেখে দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নাগরিক সহ শ্রমজীবী মানুষকে প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ-ব্যবহারে সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত রেখে ও ততোধিক সমস্যায় ফেলে কেবলই অধিক দামে প্রাকৃতিক সম্পদের ভোগ-ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা পেতে বাধ্য করে অধিকতর মুনাফা অর্জন করা সহজ ।

তাছাড়া- ঘনবসতি ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবন-যাপনে বাধ্যগত জনসমষ্টি বিশেষত শ্রমিকশ্রেণী সর্বাধিক কম মজুরিতে দাসত্ব করতে বাধ্য হয় বলে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের অধিকতর সুযোগ নিশ্চিত হয়। কারণ-পেশাগত যোগ্যতা-দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক গন্ডিবদ্ধতায় স্থানীয় বাজারে বিপুল পরিমান শ্রমশক্তি বিক্রেতার সরবরাহ বৃদ্ধি হওয়ায় বা সর্ব সময়েই অতিরিক্ত সরবরাহ বিরাজিত থাকায় দেশী-বিদেশী সকল পুঁজিপতি স্বল্পতম মজুরিতে বা নুন্যতম দামে বা স্বল্প সংখ্যক জনবসতির বিরাট আকারের দেশের তুলনায় অনেক অনেক কম মজুরিতে শ্রম শক্তি ক্রয়ের সুযোগ পায় বলে অনুরূপ দেশগুলোতে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নের হার যেমন বেশী তেমন উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের মাত্রাও সর্বাধিক ।

(ঘ) পুঁজি উৎপন্নে ব্যবহৃত মানবিক যন্ত্রগুলো যখন নিতান্তই পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়া সচল রাখার মতো মজুরি হতেও বঞ্চিত হয়, তখন স্বাভাবিক নিয়মেই শ্রমিকশ্রেণী মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন-সংগ্রাম করে থাকে। অথচ, মজুরি যত কম দেওয়া যায় ততোই উদ্বৃত্ত-মূল্য বেশী উৎপন্ন হয় বিধায় অধিকতর উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের অধিকতর সুযোগ নিশ্চিত হয়। কিন্তু মজুরি বাড়ালে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হ্রাস হয় হেতু উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ কমে যায় বলেই পুঁজিপতি শ্রেণী জন্মাবদি শ্রমিক আন্দোলনকে জাতীয় শত্রুতা বা দেশের

স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিরোধী বা দেশদ্রোহী ক্রিয়া-কলাপ হিসাবে চিহ্নিত ও গণ্য করে যতটা সম্ভব শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন-সংগ্রামকে দমন-পীড়ন ও নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। তবে বিদেশী শাসক শ্রেণীর পক্ষে কলোনীর শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতা বা জাতীয় শত্রুতার অভিযোগ উত্থাপন করাটা বেজায় রকম অসুবিধাজনক। কিন্তু, দমন-পীড়ন কারী সংস্থা ও কর্তৃত্ব এবং কর্তৃপক্ষ যদি হয় স্বদেশী-স্বজাতি বা স্বভাষী তবেতো শ্রমিকদের ধর্মঘট ইত্যাদিকে বিদেশীদের উসকানী-ষড়যন্ত্র বা প্রতিযোগী বিদেশী শত্রু বা বিদেশী প্রতিপক্ষের সুযোগ সৃষ্টিতে বিদেশীদের চর-দালালদের দেশ বিরোধী ও জাতীয় স্বার্থ বিপন্নকারী দুস্কর্ম হিসাবেই সহজেই আখ্যায়িত করা যায়।

তাছাড়া- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক গন্ডীতে আবদ্ধ এবং ভুয়া-ফালতু দেশপ্রেমের অন্ধ আবেগ-আবেশে আপ্লুত শ্রমিকশ্রেণীকে আন্তর্জাতিকতাবোধ হতে বিমুক্ত রেখে শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি ও সংগঠনের চিন্তা ও আওতা হতে যোজন যোজন মাইল দুরে রেখে ছোট্ট ছোট্ট রাষ্ট্রের মহা ক্ষমতাধর কর্তাদের পক্ষে সহজেই দমন-পীড়ন করা সম্ভব বলেই বিদেশী পুঁজিওয়ালারা বিশ্বব্যাংকের লোকাল এজেন্ট বা অনুরূপ দালালদের ভাড়া করে সহজেই ফ্রি ট্রেড জোন সুবিধা হাসিল করে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন রাইট সহ পছন্দমতো নেতৃত্ব নির্বাচন ও ধর্মঘটের অধিকার সমেত তদমর্মে শ্রমিকদের নানান অধিকার সংক্রান্ত বিধি-বিধান অর্থাৎ যুদ্ধবাজ বুর্জোয়াদের দ্বারাই তদমর্মে রচিত-অনুমোদিত ও অনুস্বাক্ষরিত আই.এল.ও কনভেনশনের বহু অনুচ্ছেদ ও ধারা অকার্যকর ও গুরুত্বহীন গণ্য করতে সক্ষম হয়ে ফ্রি ট্রেড জোনের জবানহীন মানবিক যন্ত্র রূপী শ্রমিকশ্রেণীকে যেমন খুশী যেভাবে খুশি সেভাবে প্রতারিত-বঞ্চিত করছে। ফলে-যতোই স্বাধীনতা-জাতীয় মুক্তি ইত্যকার নানান অজুহাতে বা যুদ্ধ বাণিজ্যের হেতুবাদে অর্থাৎ পুঁজিবাদের আন্ত:বিরোধ ও বৈরীতায় নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে ততোই শ্রমিক শ্রেণী- মজুরি সুবিধা সহ বুর্জোয়াদের প্রদত্ত আইনী সুযোগ-সুবিধা যেমন হারিয়েছে তেমন সর্বাধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্বীয় শ্রেণী চৈতন্য হারিয়ে। সুতরাং-যতোবেশী রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ততোবশেী সুবিধা হয় উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন ও আত্মসাতে।

আই.এম.এফের নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব সত্ত্বেও পুঁজিবাদী নৈরাজ্যিক উৎপাদনের হেতুবাদে অতিরিক্ত উৎপাদন সংকট নিরসন ও যথারীতি পুঞ্জিভূত পুঁজির সঞ্চলন সমস্যা নিরসনে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফেরই ফতোয়ায় বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ায় ও মুক্তবাজারী সুযোগ-সুবিধায় রাষ্ট্রজীবী-রাজনীতিজীবী ও প্রাইভেট খাতের পরজীবী বিশেষত যারা সরকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকানা লাভ করেছে তাঁরা ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির মোক্ষ সুযোগ লাভ করে যতভাবে সম্ভব ঘুষ-কমিশন দান-গ্রহণ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও সরকারী সেবাখাতের অর্থ আত্মসাত এবং শ্রমিকদের মজুরী সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদির বিশাল পরিমাণ অদেয় অর্থ সহ পুঁজি গঠন-লুণ্ঠনে যেখানে যতটা সুযোগ পেয়েছে সেখানে ততোটামাত্রায় অনুরূপ সুযোগ হাসিল করতে গিয়ে সমগ্র রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ভয়ানক রকমের বা নজিরবিহীন দুর্নীতিতে নিমজ্জিত করছে বলেই স্বনামধন্য বিচার বিভাগের অধিকর্তা সহ তথাকথিত " ন্যায় বিচারিক" কর্তাগণকে অনুরূপ অনিয়ম-দুর্নীতির মহাসাগরে ভাসায়। সেনা-পুলিশ কর্মকর্তাগণও অস্ত্রের জোরে কম যায় না।

উৎপাদন নয়,লুণ্ঠনই যেহেতু মুক্তবাজার অর্থনীতির-মূলনীতি সেহেতু বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফের ব্যবস্থিত মুক্তবাজার অর্থনীতিতে একদিকে যেমন বাণিজ্যজীবীর সংখ্যা বেড়ে গেল মাত্রাতিরিক্ত হারে তেমন বেসরকারীখাতের অধিকর্তাগণ অধিগৃহীত শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা কল-কারখানা চালু রাখার পরিবর্তে যতটা বেশী মাত্রায় যতভাবে পারা যায় ততোভাবে লুটে-পুটে নিয়ে বেশীর ভাগ কারখানা-প্রতিষ্ঠান হয় বন্ধ, না হয় রুগ্ন ও ধ্বংস করে একদিকে যেমন বিশ্ব পুঁজিবাদের বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতা অকার্যকর বা হ্রাস করে পূর্বের তুলানায় কম পরিমাণ পণ্য উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বলে সাময়িকভাবে হলেও পুঁজিবাদ অতি উৎপাদন সংকট হতে কিঞ্চিত রেহাই পেয়েছে। অন্যদিকে, বেসরকারীকৃত -বন্ধ বা আংশিক বন্ধকৃত শিল্প, কল-কারখানার সংশ্লিষ্ট শ্রমিক অকালে ও অসময়ে চাকুরীচ্যুত হয়ে শ্রমের বাজারে বেকার শ্রমিকের সরবরাহ বৃদ্ধি করে কেবলই মজুরি হার হ্রাসের কারণে পূর্বের তুলনায় কম মজুরিতে শ্রম শক্তি বিক্রিতে বাধ্য হয়ে কেবলই পুঁজিপতি-পরজীবীদের উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের হার বৃদ্ধি করে উদ্বৃত্ত মূল্য ভোগীদের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও প্রসারিত করে আবারো পুঁজির বাজারে কেন্দ্রীভূত-ঘনীভূত পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি করে নিজেরাই কেবল ক্রমেই দরিদ্রাবস্থা হতে দারিদ্রতর অবস্থায় নিপতিত হয়েছে।

প্রাইভেট পুঁজির অনুরূপ অনুকুল বৈশ্বিক পরিস্থিতির সুযোগে লেনিনীয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী বা সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রাইভেট ক্যাপিটাল হোল্ডারগণ নিজেদের পুঁজির সঞ্চালন নিশ্চিতিতে প্রাইভেট পুঁজির অনুকুলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমে লেনিনের সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউরোপীয় লেনিনবাদী রাষ্ট্রগুলো পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন করে "সমাজতন্ত্র" শব্দ বর্জন করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসাবেই পুঁজিবাদীদের সমাজতান্ত্রিক সংগঠন- দি ফান্ডের সদস্য হিসাবেই যথারীতি নিজেদের পুঁজির সঞ্চালন ও পণ্যের বাজারজাতকরণে যাবতীয় বিহীতাদি সম্পন্ন করেছে।

সাংবিধানিকভাবে উত্তরাধিকার সহ ব্যক্তিমালিকানাকে অলংঘনীয় নাগরিক অধিকার গণ্যে চীনে প্রাইভেট ক্যাপিটালকে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য অপেক্ষা অধিকতর রাষ্ট্রিক সুনিশ্চিতি প্রদান করে সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি চালু করে চীনের ধনীক শ্রেণীর ধনী ব্যক্তিগণের অধিপতিত্যে পরিচালিত চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত চীনা রাষ্ট্রটি আই.এম.এফের সদস্যপদ লাভ করে এখনো লেনিনবাদী-মাও চিন্তার রাষ্ট্র হিসাবে বিরাজ করছে। দুনিয়ার তাবৎ পুঁজিবাদীরা অধিকতর উদ্বৃত্ত-মূল্য হাসিল ও আত্মসাতের রাষ্ট্রিক নিশ্চয়তাকৃত সুযোগ পেয়ে চীনে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। চীনের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শ্রমিকশ্রেণী সপ্তাহে ৮৪-৯৬ ঘন্টা কাজ করেও যুক্তরাষ্ট্রের নুন্যতম মজুরি গ্রহীতা শ্রমিকের তুলনায় অনেক কম মজুরি পায়। উত্তর কোরিয়া-ভিয়েতনামও উত্তরাধিকার সহ প্রাইভেট ওনারশীপের রাষ্ট্রিক নিশ্চিতি প্রদান করে কেবলই ভুয়া স্ব-নির্ভরতা, দেশপ্রেম ইত্যকার নানান আজে-বাজে শব্দের ধুম্রজালে সেনাশক্তির জোরে শ্রমিকশ্রেণীকে গারদের কয়েদী অপেক্ষা আরো খারাপ অবস্থায় রেখে অধিকতরহারে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নে শ্রমিকশ্রেণীকে বাধ্য করে আরো অধিকতর হারে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকরণের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করায় চীন-ভিয়েতনাম বা কোরিয়া-কিউবার শ্রমিকশ্রেণী এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশের শ্রমিকের অপেক্ষা কম মজুরি ও আনুসাংগিক সুযোগ-সুবিধা আরো কম

পেয়ে থাকে। বহু বুর্জোয়া রাষ্ট্র বর্বর মৃত্যুদন্ড প্রথা চিরতরে রহিত করলেও আদিকালের ঘৃণ্য ধারণায় হালের ইরানের মতোই বর্বর চীনও মৃত্যুদন্ড প্রদানে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালন ব্যতীত পুঁজি মূল্যহীন-গুরুত্বহীন। তাই পুঁজির দেহ পুষ্ট করতে হলে পুঁজির বিনিয়োগ করতেই হবে । বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের মুক্তবাজারী ব্যবস্থার সুবিধাভোগী- মুক্ত দুর্বৃত্তদের নিকট সঞ্চিত পুঁজির সঞ্চালন নিশ্চিতিতে পুঁজির আদি-অকৃত্রিম নিয়ম-সূত্র অনুযায়ী উৎপাদন উপকরণের নিত্য রূপান্তর সাধন-ব্যবহার করে কেবলই উদ্বৃত্ত-মূল্য হাসিলে নৈরাজ্যিক উৎপাদনে নিয়োজিত হয়েছিল মুক্তবাজারের লুণ্ঠিত পুঁজি। ফলে, চাহিদার তুলনায় আবারো অতিরিক্ত পণ্য যেমন উৎপন্ন হয়েছে তেমন সমমাত্রিকহারে পুঁজিও কেন্দ্রীভূত-ঘনীভূত ও পুঞ্জিভূত হয়েছে বিশেষত সেই সকল রাষ্ট্রে যেখানে পূর্ব হতেই কেন্দ্রীভূত-ঘনীভূত পুঁজির পরিমাণ ছিল বেশী।

অত:পর, স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্র সহ যুক্তরাজ্য ইত্যকার দেশে আবারো ফিনান্স পুঁজি যেমন সংকটে পড়েছে তেমন পণ্য বিপননের সংকটে সৃষ্ট পুনরুৎপাদনের সমস্যা হেতু বর্তমান শতাব্দির প্রথম দশকেই ব্যাপকহারে মন্দাভাব দেখা দিয়েছে বিধায় শ্রমিক ছাঁটাই ও বেকারীর হারও মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতিতে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে তবু শুরুতে বেল-আউট কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও ২০০৮ হতে আবারো রাষ্ট্রিকখাতের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব সৃষ্টিতে এবং বাজার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কার্যকরণের উপর গুরুত্বারোপ করে খোদ যুক্তরাষ্ট্রই বৃহৎ বৃহৎ সিন্ডিকেটগুলোকেও রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে অধীগ্রহণ করছে। ষ্টককৃত বিশাল পুঁজির সঞ্চালনে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের প্রস্তাব মতো বিশাল অংকের বিশেষ তহবিল গঠন করে মুক্ত বাজারী রাষ্ট্রগুলোকে সেই তহবিল হতে ঋণ দান করা হচ্ছে রপ্তানী খাতে সাবসিডি প্রদানের জন্য এবং লুটেরা মালিক গোষ্ঠী সেই টাকা হতে ভিক্ষা নিতে নৈরাজ্যিক চাপ দিতে লজ্জিত নয়।

এতদিনকার মুক্তবাজার অর্থনীতির রাষ্ট্রিক পরজীবী গোষ্ঠীও একদম পুর্বাপর বক্তব্য-বিবৃতির তোয়াক্কা না করে জি-২০ এর লন্ডন সম্মেলন-২০০৯ হতে বাজার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রিক হস্তক্ষেপের নীতি-কৌশল গ্রহণ করে আবারো রাষ্ট্রায়ত্তখাতের পুন:প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করে সেই রূপ রাষ্ট্রিক কার্যক্রম গ্রহণ-বাস্তবায়ন করে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের নীতি-নির্দেশ, একদম অনুগত ভৃত্যের মতো পালন করছে নির্লজ্জভাবে। তবু, রাষ্ট্র বিশেষের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও স্বনির্ভর অর্থনীতি বিনির্মাণে রাষ্ট্রিক বাণী দিচ্ছে স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দাবীদার সকলেই আই.এম.এফের দোহার হিসাবে। রাষ্টজীবী-রাজনীতিজীবীদের পৃষ্ঠপোষকতায় কিঞ্চিত উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ নিশ্চিতিতে একদা ব্যক্তিখাতের স্তাবক-চাটুকার সর্বকালীন বজ্জাত তথা বুদ্ধিবেচা ব্রাহ্মণ্য গোষ্ঠীও বে-শরমের মতোই বোল পাল্টিয়ে এখন সমানে কোরাস গাইছে রাষ্ট্রিকখাতের।

ব্যক্তিখাত ব্যর্থ,তাই রাষ্ট্রিয়খাতে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নে শ্রমিকশ্রেণীকে রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ববলে সহজে বাধ্যগত করা যাবে এবং সংকট হতে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে বলেই পুঁজিবাদ বহু বছর পূর্বেই রাষ্ট্রিয়খাতের পত্তন করেছিল। কিন্তু সংকট পুঁজিবাদের জন্ম শর্ত ও বৈশিষ্ট অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন ও আত্মসাৎ করার সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত রাখা হলে তা

ব্যক্তিখাত বা রাষ্ট্রিক খাত যাহাই হোক না কেন তাতে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের প্রক্রিয়ায় শ্রমের অদেয় দাম পুঁজিতে পরিণত হবেই এবং পুঁজির স্বাভাবিক সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় পুঁজি ঘনীভূত ও কেন্দ্রীভূত এবং পুঞ্জীভূত হবেই। কাজেই, যতদিন পরজীবী গোষ্ঠী পরজীবীতার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নে বাধ্য করবে ততোদিন উদ্বৃত্ত-মূল্যের আত্মসাতের প্রক্রিয়ায় গঠিত পুঁজির নৈরাজ্যিক উৎপাদনের হেতুবাদে পুঁজির সংকট সৃষ্টি হবেই । এটি পুঁজির যেমন জন্মসূত্র তেমন পুঁজির অনিবার্য নিয়তি। অত:পর, পুঁজিবাদ যতোই স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় সামাজিক চরিত্র গ্রহণ করুক বা বিশ্ব সিন্ডিকেট গড়ুক তাতে কিন্তু কোন মতেই সংকট হতে পরিত্রাণ পাওয়ার সুযোগ নাই পুঁজিবাদের। এমত আশংকায়ই বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের অকার্যকরতায় নিশ্চিত বলেই ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাকারীরা ব্যাংক-ফান্ডের বিলোপের বিধানও যথারীতি চুক্তিপত্রে সন্নিবেশিত করেছিলেন । কাজেই . একবার রাষ্ট্রীয়করণ আবার ব্যক্তিগতায়ন আবার রাষ্ট্রিয়করণ বা সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিয়করণে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ গঠন করেও যদি প্রতিষ্ঠাকারীদের পূর্বানুমিত পরিণতি অর্থাৎ বিলোপ ঘটে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের, তাতে- পুঁজিবাদের সংকট আরো বাড়বে বৈ কমার সুযোগ নাই।

কারণ- পুঁজিবাদের অনুরূপ পুন:পুন সংকট-মহাসংকট তথা সামগ্রীক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উৎপাদন উপকরণের পুন:পুন বিদ্রোহে যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সাযুজ্যপূর্ণ আচরণে যথার্থভাবে সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত না হতে পারে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী তবে কবরের পাড়ে উপনীত হয়েও পুঁজিবাদ কেবলই কবরস্তকারীর অভাব ও অনুপস্থিতাবস্থায় কবরস্ত হবে না বলেই পুঁজিবাদের মেন্টেনেন্স কষ্ট আরো অধিক বৃদ্ধি করে কেবলমাত্র বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের মতো বাহ্যিকভাবে হলেও তথাকথিত গণতান্ত্রিক বৈশ্বিক সংগঠন নয় বরং বর্বর সেনাশক্তির কর্তৃত্ব যুক্ত একদম স্বৈরতান্ত্রিক বৈশ্বিক সংগঠনের জন্ম দিবে পুঁজিবাদ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মরা বা বিলোপ হওয়া বৈ সংকট-মন্দা হতে রেহাই পাওয়ার সুযোগ নাই জন্ম সংকটাপন্ন পুঁজিবাদের।

অনুরূপ মরণাপন্ন ও সংকটাপন্ন পুঁজিবাদ ও মৃতবৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিদ্যমান দুর্বিসহাবস্থা নিরসনে-অবসানে সক্ষম কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণী যদি -বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের নিয়ন্ত্রিত-পরিচালিত বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ সাধনে তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় যথার্থ উপযুক্ততা ও যোগ্যতা অর্জনে- বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর একটি মাত্র একক বৈশ্বিক সংস্থা বা সংগঠনের আওতায় ও মাধ্যমে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে বৈশ্বিক পরিসরে সুপরিকল্পিত লড়াই সংগঠিত করতে সক্ষম-কার্যকর একটি বৈশ্বিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে পারে তবেই এবং যতদ্রুত অনুরূপ একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত ও সুসংগঠিত হবে ততোদ্রুতই যেমন শ্রমিকশ্রেণী তেমন পৃথিবীর মানবজাতি- চির অনিশ্চয়তা ও স্থায়ী অশান্তির পুঁজিবাদী সমস্যা-সংকটের কবল হতে মুক্তি পাবে।

তবে,উক্তরূপ সংগঠন কেবলমাত্র মার্কস ও এ্যাংগেলস কর্তৃক আবিস্কৃত-সূত্রায়িত ও ব্যাখ্যাত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ও নীতিতে গঠিত ও পরিচালিত হতে হবে। এবং -

(ক) কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত সাম্যবাদী মৌলিক নীতিমালা পরিপন্থী ও বৈরী অথচ সমাজতন্ত্রের নামে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকারী বা তদার্থে সুযোগ-সুবিধা ভোগীদের দ্বারা সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের নামে চালুকৃত "মার্কসবাদ" ও মার্কসবাদের আবরণীতে "লেনিননবাদ", "মাও চিন্তাধারা", "হোচিমিন থট" বা "ইটানাল প্রেসিডেন্ট"কিমের "জুসে আইডিয়া" ইত্যকার যাবতীয় ভুয়া-প্রতারণামূলক ও জাল-জালিয়াতিপূর্ণ বক্তব্য-বিবৃতি এবং ব্যক্তিমালিকানাহীন-রাষ্ট্রহীন অর্থাৎ রাষ্ট্রের যাবতীয় উপাদান-উপকরণ তথা যুদ্ধাস্ত্র সমেত সেনা-পুলিশ, কোর্ট-কাচারী ও কয়েদখানা এবং রাষ্ট্রিক নির্বাহী বিভাগ ও আইন সভা সমেত রাষ্ট্র ও রাজনীতিজীবী এককথায় উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগী মুক্ত তথা পরজীবী হীন- অর্থাৎ বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপরীতে ও অবসানে বৈশ্বিক পরিসরে গঠিত - শ্রেণীহীন সমাজ বা সমাজতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব-সূত্র, নীতি-নৈতিকতা বা কনসেপ্ট সম্পর্কে যাবতীয় ভুয়া-ভ্রান্ত ধারণা অর্থাৎ এতদসংক্রান্ত তাবৎ জঞ্জাল সহ ব্যক্তিমালিকানাপ্রসূত বোধ-বুদ্ধি ও সংস্কৃতি তথা মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের বা প্রভুত্ব ও পরজীবীতার সকল অমানবিক-ঘৃণ্য চিন্তা-চেতনা মোটকথা- অপরের শ্রম লুণ্ঠন এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ-সুবিধায় সৃষ্ট ইতিহাসের সকল ভ্রান্ত-ভুয়া ও ক্ষতিকর মতাদর্শ -রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ অর্থাৎ মানুষের সার্বজনীন মুক্তি ও মানবিক মর্যাদা এবং মানবিক স্বাধীনতার পরিপন্থী বা প্রভুর মনোতুষ্ঠিতে দাসত্বের অনুকূলে গোলামীসুলব আচার-অনুষ্ঠান বা ব্যক্তিবাদীতার গুণকীর্তন ও পূঁজা-অর্চনা বা তদার্থে সকল বর্বর-অসভ্য নীতি-নৈতিকতা বিরোধী অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ অবসানে মানব সমাজ পরিবর্তনে শ্রেণী সংগ্রামের ঐতিহাসিক নিয়ম-সূত্র ও তত্ত্ব বিষয়ক কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের মৌল নীতিমালা একথায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের পরিপন্থি- বিরোধী ও সাংঘর্ষিক এবং সামঞ্জস্যহীন সকল ভুয়া-বানোয়াটি ও অবৈজ্ঞানিক মতবাদ-মতাদর্শ বা তদ্রুপ রাজনীতি ও সমাজনীতি বা তদানুরূপ কলা-কৌশল বা তদ্রুপ আচার-আচরণের ঘৃণ্য রীতি-নীতি সব কিছুই পরিহার-পরিত্যাগ করাই কেবল নয় বরং ভেদ-বিভেদ বা ভেদাভেদের যাবতীয় ভন্ডামি-বজ্জাতি ও ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের সকল প্রকার নীতি-রাজনীতি ও সমাজনীতি-ইত্যকার যাবতীয় রাজনৈতিক-সামাজিক জঞ্জাল- যাতে কোনভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক সংগঠনে শিকড় গাড়তে না পারে সেজন্য সংগঠনের সকল স্তরে, সকল পদ-পদবীতে ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ অধিকার বা প্রাধিকার সৃষ্টি হয় এমন সকল মৌরশী স্বত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিতে প্রত্যেকের প্রত্যেক পদ-পদবীতে প্রত্যাহার যোগ্যতার শর্তে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার সুনিশ্চিতি;

(খ) একান্তই ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিকেন্দ্রীক বা অপরের ক্ষতি হয় বা সংগঠনে নৈরাজ্যিক অবস্থা তৈরী হয় এমন বিষয় ব্যতীত সংগঠনের সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদান বা তদনিমিত্তে প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের বা সংগঠনের প্রত্যেক স্তরের সহিত প্রতিটি স্তরের যোগাযোগের অধিকার-সুযোগ সমেত সংগঠনের সকল স্তরে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিতিতে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ সকল স্তরে, সকল ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংখ্যক মতামত বা সহমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিশ্চিতিতে এবং স্বল্পসংখ্যকের মতামতের প্রতি পরিপূর্ণ মর্যাদা-গুরুত্বারোপের রীতি-নীতি সমেত সম্পূর্ণত গণতান্ত্রিক ভাবে সংগঠনের সাংগঠনিক তৎপরতা ও কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করাসহ সাম্যবোধের সহিত বৈরীতাপূর্ণ যা

বিকল্পহীনভাবে পরিত্যাজ্য বা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিপতিত ও নিক্ষিপ্তব্য তেমন ধরণের সকল কুসংস্কার-সেলফিস কনসেপ্ট বা ব্যক্তি কেন্দ্রীক ধ্যান-ধারণা রোধ-প্রতিহত ও নির্মূলীকরণে সকল সদস্যের স্বীয় ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনে নিরন্তর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও প্রয়াশ এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অর্থাৎ সকলের স্বার্থেই প্রত্যেকের ও সকলের স্বাধীনতা ও মুক্তির চৈতন্য বিকাশ-প্রসারের শর্তে ও উদ্দেশ্যে প্রত্যেকের এবং সকলের স্ব-স্ব সীমাবদ্ধতা, সাবেকী বোধ-বুদ্ধির প্রভাব ও প্রবণতা, ভ্রান্তি ও বিভ্রম বা বিভ্রান্তি দূরীকরণে সাংগঠনিক স্তরে বা ব্যক্তি পর্যায়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের বন্ধু-সহযোগী ও সহগামী-সহযাত্রী হিসাবে বস্তুনিষ্ট খোলা-মেলা আলাপ-আলোচনার সৌহার্দ্দপূর্ণ - সুন্দর এবং সাবলীল-মনোগ্রাহী অবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং জাগতিক বিষয় অর্থাৎ জগত ও জীবন বা জীবন্ত সত্ত্বা , শ্রম ও মুল্য এবং প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিষয়ে খন্ডিত-আংশিক, অসম্পূর্ণ ও কাল্পনিক বা বানোয়াটি নয় বরং সামগ্রীক-সম্পূর্ণত, সুসম্পূর্ণ-পরিপূর্ণ,সাযুজ্যপূর্ণ-সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং জাগতিক-বস্তুনিষ্ঠ বা যথার্থ ও প্রকৃত সত্য জানা-বুঝা তথা দ্বান্দিক বস্তুবাদী ধারণা অর্থাৎ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতার তত্ত্ব-সূত্র জানা তথা বিশ্ব বিষয়ে বৈশ্বিক দৃষ্টিভংগি অর্জন ও অনুশীলন এবং তদ্বিষয়াদি সহ শ্রেণী বিরোধ ও শ্রেণীহীনতা এবং শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ও শ্রেণীহীন সমাজ বিষয়ে অর্থাৎ যেমন জগত-জীবনের উদ্ভব- বিকাশ, লয় ও পরিবর্তন তেমন সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সূত্র তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান বিষয়ে সংগঠনের সকলের উপলব্ধির ক্ষেত্রেও সমমাত্রিকতা অর্জনে প্রত্যেকের ও সকলের পারস্পারিক ও সর্বাত্মক সহযোগীতা ও সহমর্মিতার নীতি ও তদার্থে প্রত্যেকেই আন্তরিক প্রচেষ্টায় বন্ধুত্ব -সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতি;

(গ) পুঁজিপতি- পুঁজিবাদী সমেত তাবৎ পরজীবীদের সমাজতান্ত্রিক বৈশ্বিক সংগঠন বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের মতো বৈশ্বিক সংগঠনের বিপরীতে-বিলোপে অর্থাৎ বিশ্বব্যাংক -আই.এম.এফ সহ তদমর্মে ক্রিয়াশীল সকল বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সংগঠন, এবং ঐ সকল সংগঠনের সকল অংগ-সহযোগী সংগঠন/সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান তথা সকল রাষ্ট্রীয় অর্গান সমেত রাষ্ট্র বিলোপ অর্থাৎ কেবলমাত্র প্রকৃতি বিজয়ে বা উৎপাদন সহায়ক ব্যতীত সকল সমরাস্ত্র সমেত সেনা-পুলিশ বাহিনী বিলীন-ধ্বংস, রাষ্ট্রীয় নির্বাহী বিভাগ সহ আইন ও বিচার বিভাগ এবং দন্ড কার্যকরণের সকল স্থান বা কারাগার এবং রাষ্ট্রজীবীতার স্বপক্ষে বা প্রণোদায় সৃষ্ট সকল রাজনৈতিক-সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিলীন ও বিলোপ সাধন এবং তৎপরিবর্তে সমগ্র বিশ্বের সামগ্রীক উৎপাদন সংঘটন ও ব্যবস্থাপনার সুনিশ্চিতিতে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও অনুরূপ বৈশ্বিক সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে-

(১) সমাজের সকলের মতামত ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সকলের জন্য সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী সুপরিকল্পিতভাবে উৎপাদন ও তদমর্মে সুষমবন্টন ব্যবস্থার সমন্বয়, পারিবারিক দাসত্বের অবসান ও প্রত্যেক ব্যক্তির মুক্তি- স্বাধীনতা সুনিশ্চিতকরণ এবং সমাজের প্রত্যেকের মার্যাদা ও শান্তি সুনিশ্চিতিতে মানুষে মানুষে বিরোধ-বৈরীতা ও বৈষম্য দূরীকরণ ও নির্মূলীকরণ;

(২) সকল মানুষের নির্ভয়ে ও নিরাপদে জীবন-যাপনের সুযোগ-সুবিধা সমেত সমাজের সকলের জীবনমানের সমতা সাধন ও তদার্থে জনবসতির আবশ্যকীয়-প্রয়োজনীয়

জনবিন্যাস ও সকল রাষ্ট্রিক দপ্তর, ব্যাংক-বীমা সহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় সহ পরজীবীতার ধ্যান-ধারণা চর্চা ও বিকাশে ব্যবহৃত সকল প্রতিষ্ঠান-আবাসনকে সাধারণ জনবসতির উপযুক্ত নিবাসে পরিণত বা তদার্থে সংস্কার করা সমেত সমমাত্রিক বাসস্থানের সংস্থান সহ পারিবারিক বা ব্যক্তি পর্যায়ের রান্না-বান্নাকে সামাজিক শিল্পে পরিণত করে প্রত্যেকের স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য-পাণীয় ও আনুসাংগিক সুযোগ-সুবিধা সমেত তাপানুকল পোষাক-পরিচ্ছেদ ও বাহন এবং খেলা-ধুলা সহ আনন্দ-বিনোদনের যাবতীয় উপকরণের সুযোগ-সুবিধা বা তদানুরূপ অবকাঠামো ও পরিকাঠোমো বিনির্মাণ;

(৩) প্রত্যেকের জন্য সমমানের আবশ্যকীয় শিক্ষা-চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ সহ প্রকৃতিকে মানব জাতির বশীকরণে বিশ্বের সকলের সম্মিলিত সংগ্রাম যুথবদ্ধকরণ ও প্রকৃতির সকল সম্পদ সকলের সুষম ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিতকরণ এবং মানুষকে হত্যা-খুনের যুদ্ধাস্ত্র ও অস্ত্রধারী যুদ্ধা মুক্ত পৃথিবীতে স্বাধীন-মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজের সকলের মানসিক-কায়িক শ্রমের বৈষম্য শূন্য মাত্রায় স্থির-স্থিতি ও নিশ্চিতিতে প্রত্যেকের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সমসুযোগ ও সমমাত্রিকতা অর্জন;

(৪) পুঁজিবাদে মজুরী দাস শ্রমিকের মতোই বিজ্ঞানও পুঁজিপতিশ্রেণী কর্তৃক আবদ্ধ হলেও পুঁজিবাদ গত কয়েক শতকে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতার যে অগ্রগতি ও বিকাশ সাধন করেছে তা অতিতের সকল অভিজ্ঞতার বহু বহু গুণ বেশী। কিন্তু পুঁজিপতিশ্রেণী অপেক্ষা বিজ্ঞান অধিকতর শক্তিশালী বলেই বিজ্ঞানের অবদান তথা উৎপাদন উপকরণের পুন:পুন বিদ্রোহে পরাজিত ও পরাভূত হয় খোদ পুঁজিপতিশ্রেণী সহ স্বয়ং পুঁজিবাদ। অত:পর, বিজ্ঞানের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত সমাজ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রই একমাত্র বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাজ। তাই সমাজতন্ত্রে সকলেই বিজ্ঞান বিষয়ে যেমন মনোযোগী তেমন প্রত্যেকেই কম-বেশ বিজ্ঞানী বিধায় সকলেই বিজ্ঞান মনষ্ক । কাজেই, সমাজতন্ত্রের কয়েক দশকেই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক বোধ সহ বৈজ্ঞানিক উপকরণাদির যে রূপ বিকাশ সাধিত হবে তাতে- হালেও মানুষ যে সকল বিষয় বা বস্তু ভোগ-ব্যবহার করে তা যেমন অতিতের নিরিখেই ইতিহাসের যাদুঘরে ঠাঁই নিবে তেমন দেহগত সত্ত্বা রক্ষায় চলতি ধরণের খাদ্য-পরিধেয় বা বাসস্থান ইত্যাদি কেবলই সেকেলে হবে বিধায় অত্যাধুনিক জীবন-যাপনের জন্য মানুষ যে সকল ভোগ্য-ব্যবহার্য উৎপন্ন করবে তার জন্য কৃষিতো নয়ই, এমনকি চলমান অন্যান্য বহু ধরণের উৎপাদনী কর্মকান্ড স্বাভাবিক নিয়মেই বিলুপ্ত হবে অথবা, কেবলই সূর্যের আলো, বায়ু, পানি ও বৃক্ষকে ব্যবহার করেই খুবই স্বল্পতম সময়ে স্বল্প সংখ্যক মানুষ সমাজের প্রয়োজনীয় খাদ্য সমগ্রী উৎপন্ন করবে বলে জীবন ধারণের জন্য মানুষকে খুব একটা সময় ব্যয় করতে হবে না এমনকি মাসেও ১০ ঘন্টা কাজ করার প্রয়োজনীয়তা থাকবে না বলেই সকলেই কেবলই প্রকৃতি বিজয়ে এবং প্রকৃতিকে মানুষের উপযোগিকরণে নিয়োজিত থাকবে;

(৫) শিক্ষা-দীক্ষার বিধি-ব্যবস্থা সমেত সামগ্রীক যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে ধরণের উল্লম্ফন হবে তাতে সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র ফ্লাক্সিমা বা অপরাপর নক্ষত্রের জগতে মানুষের বিচরণ করাটা মোটেই অসম্ভব নয়। অতোসব কারণেই মানুষের গড় আয়ুই কেবল বিপুলমাত্রায় বর্ধিত হবে তাই নয় বরং বার্ধক্য প্রতিরোধ করা সহ চির তরুন থাকার সমুহ সুযোগ-সুবিধা মানুষের করায়ত্তে চলে আসবে। সন্তান জন্মদানে প্রথাগত পদ্ধতির

তোয়াক্কা করার প্রয়োজন হবে না বিধায় গর্ভধারণের দায় হতে রেহাই পাবে বলে কেবলমাত্র গর্ভধারণজনিত বৈষম্য অচিন্তনীয় বিষয়ে পরিণত হবে। সকল মানুষের ভাবগত আদান-প্রদানে একটিমাত্র সহজ-সরল ভাষার উদ্ভব ও ভাষাগত বৈবর্তনিক প্রক্রিয়ায় অধীনতামূলক ও হীনমন্যতার বা শ্রেণী বৈষম্যজাত সকল শব্দ বা মানুষে মানুষে তফাত-ফারাককরণে সৃষ্ট সকল শব্দ বা কল্পকথাভিত্তিক শব্দ বা বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক ধারণার বিরোধী সকল শব্দ বিলোপ-বাতিল করে কেবলই যেকোন বিষয় বা বস্তুকে যথার্থভাবে শনাক্তকরণে অর্থাৎ বস্তুর প্রকৃত গতি, প্রকৃত বিবরণ, বা প্রকৃত গুণাগুণ বা সঠিক কার্যাবলী ও কার্যকারণ, বা প্রকৃত সংখ্যা তথা প্রতিটি বস্তু বা বিষয়ের উপযুক্ত ও যথার্থ পরিচিতি নিশ্চিতিতে-সংজ্ঞা স্থিরকরণ সমেত নতুন সমাজের উপযুক্ত ও উপযোগি শব্দ বা শব্দ রাজি উদ্ভাবন-সৃষ্টি হবে হেতু কল্পকাহিনী নির্ভর গ্রহ-উপগ্রহের নাম ইত্যাদিও পরিবর্তন করা সহ দিন-মাসের নাম সহ বর্ষপঞ্জীর আধুনিকায়ন ও বৈজ্ঞানিক সংস্কার হবে;

(৬) সমাজের সকলের ক্ষমতার সর্বাধিক বিকাশ সাধন ও সকলের সর্বাধিক ক্ষমতার সর্বাধিক ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিতি এবং সমাজের শাশ্বত শান্তি সুনিশ্চিতিতে প্রত্যেকের শান্তি নিশ্চিতকারণার্থে আবশ্যকীয় ও সমাঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক নীতিমালা প্রণয়ন, নবীকরণ বা বাতিল-রদ ও রহিতকরণ এবং তদার্থে সাযুজ্যপূর্ণ সামাজিক আচার-আচরণ বা তদ্রুপ বিষয়াদি কার্যকরণ;

(৭) সামাজিক নীতিগুচ্ছ ইচ্ছাকৃতভাবে বা সাবেকী কুঅভ্যাসবশত অকার্যকরণ ও অমান্যে উপযুক্ত সামাজিক প্রতিবিধান ও প্রতিকারার্থে প্রত্যেককে সামাজিক নীতিগুচ্ছ মান্যে ও কার্যকরণে উপযুক্ত ও কার্যকর সহযোগিতায়- কেবলমাত্র সমাজের প্রণীত ও কার্যকর সমাজিক নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সকলের মতামতের ভিত্তিতে প্রত্যাহার যোগ্যতার শর্তে ও সাময়িক সময়কালে সমাজের প্রত্যেকের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সম্পন্ন সামাজিক মিমাংসা শাখার মাধ্যমে সকল সামাজিক সমস্যার সমাধান ও বিরোধ-বৈরীতার অবসান নিশ্চিতিকরণ; এবং

(ঘ) উপরোল্লেখিত সকল বিষয়ে সমাজের সকলের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে গঠিত এবং প্রত্যেকের ও সকলের সমসুযোগ ও সম অধিকারের ভিত্তিতে পরিচালিত অর্থাৎ সমাজের সামগ্রিক কার্যক্রম সমন্বয় -পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় যোগ্য- উপযুক্ত এবং উপযোগী ও কার্যকর উল্লেখিত **বৈশ্বিক জন সমিতি** প্রতিষ্ঠায়- বৈশ্বিক পরিসরে ক্রিয়াশীল বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক সংগঠন, যা-চূড়ান্তভাবে বা শেষত স্বয়ং বিলুপ্তির বিধি-বিধান ও তদানুরূপ নীতি-নৈতিকতা ও শর্তাদিতে সংগঠিত হবে কেবলমাত্র শ্রেণীহীন সমাজের অগ্রণী বিশ্ব সংগঠন হিসাবে।

সুতরাং, অতিতের সকল মতবাদিক জঞ্জালের আশ্রয় পুষ্ট হয়েও অসংখ্য স্ব-বিরোধীতা-বৈরীতা ও সাংঘর্ষিকতায় পুন:পুন মহা মন্দার মহা সংকটে নিপতিত বিপন্ন ও মরণাপন্ন এবং উন্মাদ পুঁজিবাদ এককেন্দ্রীক বৈশ্বিক সংগঠনের ইনটেনসিভ কেয়ারে থেকেও সংকটোত্তরণে ব্যর্থ-অযোগ্য পুঁজিবাদের মৃত্যু নিশ্চিতকারী বিশ্ব জয়ী শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষাবলম্বী বা ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি অনুধাবনকারী বুর্জোয়াশ্রেণীর অংশ বিশেষ যারা প্রত্যেকেই কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে শ্রেণীহীন

সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বেচ্ছা কর্মী হবেন তাঁদের সকলের সমন্বয়ে শ্রেণীহীন সমাজের অনুরূপ অগ্রণী সংগঠন গঠিত-সংগঠিত ও বিকশিত-প্রসারিত হবে।

অত:পর, উল্লেখিত অগ্রণী সংগঠনের নাম হতে পারে-

World Association of Workers for Classless Society